পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 221 Thursday, 11 July, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ২২১ সংখ্যা ✻ ২৬ আষাঢ় , ১৪৩১ বৃহস্পতিবার, ১১ জুলাই, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ

সন্দেশখালি কাণ্ডে সিবিআইকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্যের মামলা বৈধ

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই ঃ কেন্দ্র যে সিবিআই-এর অপব্যবহার করছে, তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিযোগের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এমনটাই পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ। এই ঘটনায় সিবিআইয়ের তরফে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের অভিযোগ ছিল, এফআইআর দায়েরের আগে রাজ্যের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। অথচ তা নেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকার এরপর সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। বুধবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সন্দেশখালি কাণ্ডে সিবিআইয়ের মামলাকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্যের তরফে দায়ের করা মামলা বৈধ। এমনই পর্যবেক্ষণ বিচারপতি বিআর গাভাই এবং সন্দীপ মেহতার বেঞ্চের। এবিষয়ে কেন্দ্রের প্রাথমিক আপত্তিও খারিজ করেছে আদালত। রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে, সিবিআইয়ের অপব্যবহার করেছে কেন্দ্র। এদিন কার্যত সেই অভিযোগকে মান্যতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্র যে সিবিআইয়ের অপব্যবহার করছে, তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অভিযোগের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এদিন রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। তিনি জানান, রাজ্যের অনুমতি ছাড়া সিবিআই কোনও মামলায় তদন্ত করতে পারে না। রাজ্যে ঢোকার আগে তাদের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। না হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এর প্রভাব পড়তে পারে। অন্যদিকে, কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেটার বক্তব্য, 'সিবিআই একটি স্বাধীন সংস্থা। কেন্দ্র তাদের নিয়ন্ত্রণ করে না। কেন্দ্র কোনও এফআইআর দায়ের করে না। এই মামলা সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে না করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে করা হয়েছে।'উল্লেখ্য, রাজ্যের অনুমতি ছাড়া কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই তদন্তের নামে পক্ষপাতিত্ব করছে বলেই রাজ্যের অভিযোগ।

বঙ্গ বিজেপির রদবদল নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ বঙ্গ বিজেপির রদবদল নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বে কাটাছেঁড়া চলছেই। নতুন রাজ্য সভাপতি কে হবেন, সেই বিষয়টিও রয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চর্চায়। তবু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা হচ্ছে না দিল্লি থেকে। অথচ এই নিয়ে তর সইছে না দলের রাজ্য নেতাদের। সবাই উন্মুখ হয়ে আছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে দলের কাজ অগোছাল হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ১৭ জুলাই বিজেপির রাজ্য কার্যকারিণীর চর্চিত বৈঠক ডাকা হয় ঘটা করেই। তার আগেই দিল্লি থেকে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে বঙ্গ বিজেপির রদবদলের কথা ঘোষণা করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সুকান্ত মজুমদারের পর রাজ্যে দলের নেতৃত্ব সভাপতি কে হবেন তাও জানা যাবে। যদিও সেই উত্তরের আভাস এখনও মেলেনি রাজ্যস্তরে। তবে এই ব্যাপারে এখনই হেস্তনেস্ত করতে চাইছেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলেন, 'তর পারা যায় না। অনেকদিন লোকসভা ভোটের ফল বেরিয়েছে, নতুন সংসদের অধিবেশনও শেষ হয়েছে। এবার দলের শীর্ষ নেতৃত্বের রদবদল নিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা দরকার। পার্টির কাজ কিছু হচ্ছে না তেমন। চারটে উপনির্বাচন হয়ে যাচ্ছে। এরপর ২০২৬-এর বিধানসভার ভোট আছে। রাজ্য পার্টিকে তো এগোতে হবে। প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।' দিলীপ বলেন, ' দিল্লিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব রদবদল নিয়ে কথাবার্তা শুরু করেছেন। এবার হয়তো তাঁরা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। তবে সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ভালো হয়। দলের স্বার্থে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।' একইসঙ্গে দিলীপ বলেন, ' অবস্থান এখনও বদলায়নি। দলে আমার জন্য নির্দিষ্ট কাজ না থাকলে রাজনীতিই ছেড়ে দেব, এটাই আমার সিদ্ধান্ত। এব্যাপারে আরএসএস কী করছে আমার জানা নেই। ওদের কথায় সংঘ প্রচারক থেকে রাজনীতিতে এসেছিলাম। রাজনীতি ছা।ার সিদ্ধান্তটা ওঁদের জানানো উচিত বলেই জানিয়েছি। এখন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি। দেখা যাক কী হয়। তবে তাড়াতাড়ি হলেই ভালো হয়।'

গাজার স্কুলে ইজরায়েলি ফৌজের হামলা, মৃত ২৯

গাজা, ১০ জুলাই ঃ গাজার স্কুলে হামলা। শনিবার ইজরায়েলি ফৌজের 'রকেট হামলায় সেখানে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৯ জনের। ওই স্কুলে আশ্রয় নিয়েছিলেন ঘরছাড়ারা। হামাস এই হামলার পিছনে ইজরায়েলকে দায়ী করছে। তেল আভিভের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের সেনা ওই অঞ্চলে হামলা চালিয়েছে। বাকি তিন হামলার কথাও স্বীকার করেছে ইজরায়েল। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, স্কুলের প্রবেশদ্বারের সামনে বসেছিলেন। কোনও হুঁশিয়ারি ছাড়া আচমকা রকেট আছড়ে পড়ে। ইজরায়েলের তরফে পরে বলা হয়েছে, স্কুলটির কাছেই একটি হামাস ঘাঁটিতে হামলা চালানোই উদ্দেশ্য ছিল। পুরো বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখছে। হামাসকে নিশ্চিহ্ন করতে মরিয়া ইজরায়েল। অভিযান শুরুর পর থেকে ইহুদি দেশটির সেনার অভিযোগ ছিল, গাজার বিভিন্ন হাসপাতাল, স্কুল, ধর্মীয়স্থানে লুকিয়ে রয়েছে হামাস জঙ্গিরা। সেখান থেকেই তাঁরা নানা সন্ত্রাসী কাজকর্ম করছে, সেনার উপর হামলা চালাচ্ছে। ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করে এই অভিযোগের সাপেক্ষে যুক্তিও দিয়েছে ইজরায়েল। গোটা গাজা ভূখণ্ডজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে হামাস। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ হামাসের টানেল ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। সুড়ঙ্গ খতম করা হয়েছে শতাধিক হামাস জঙ্গিকে।

সংক্ষিপ্ত খবর

বড় পদক্ষেপ নবান্নের, বদলি ১৮০ বিএলআরও!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ বেআইনিভাবে সরকারি জমি দখল হওয়ার অভিযোগ পেয়ে নবান্নের বৈঠকে অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সপ্তাহখানেক কাটতে না কাটতেই ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের বহু আধিকারিককে বদলি করা হল নবান্নের তরফে। যা সাম্প্রতিককালে এই দপ্তরের সবচেয়ে বড় বদলি বলে জানা যাচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, ভূমি দপ্তরের 'ঘুঘুর বাসা' ভাঙতেই এত কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হল। বুধবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জেলায় জেলায় বদলির নির্দেশ পাঠানো হয়েছে নবান্নের তরফে।

নবান্ন সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ১৮০ জন বিএলআরও-কে বদলি করা হয়েছে। বদলি হয়েছেন বেশ কয়েকজন রেভিনিউ অফিসারও। ১২ জুলাই বদলি হওয়া বিএলআরও-দের কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। তার পর তাঁরা নতুন বিভাগের কাজে যোগ দেবেন। ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে বলে খবর।

বিদ্যুৎ খরচে রাশ টানতে ১৬ দফা নির্দেশিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ বিভিন্ন সরকারি দফতর ও ভবনে বিদ্যুত খরচে রাশ টানতে রাজ্য সরকার ১৬ দফা নির্দেশিকা জারি করেছে। বিদ্যু! অপচয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ প্রকাশের পর বিভিন্ন দফতরে বিদ্যুত ব্যবহার নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এরই অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিক এই নির্দেশিকা জারি করেছেন। তা সব দফতরের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করা কেন জরুরি, তা উল্লেখ করে ওই নির্দেশিকায়, টিফিনের সময় ও ছুটির পরে পাখা, আলো সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক উপকরণ বন্ধ করে দিতে বলা হয়েছে। জানালার কাছে ও অন্য যেসব জায়গায় পর্যাপ্ত আলো রয়েছে, সেখানে আলো জ্বালাতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজ শেষ হলে কম্পিউটার, এয়ারকন্ডিশনার প্রভৃতি বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। এয়ারকন্ডিশনার চলার সময় তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রিতে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছাড়া ভোট শান্তিতে

রাজ্যের চার কেন্দ্রে ভোটের হার ৬২.৭১ শতাংশ, গ্রেফতার-৩১

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ বুধবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত রাজ্যের চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে ভোটদানের গড় হার শতকরা ৬২.৭১ শতাংশ। এখনও বিভিন্ন বুথে ভোটারদের লাইন রয়েছে। সেক্ষেত্রে সর্বশেষ শতাংশের হিসেব আরও কিছুটা বাড়তে পারে। কমিশন জানিয়েছে, বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছাড়া মোটের ওপর শান্তির ভোটই সম্পন্ন হয়েছে। ভোটকে ঘিরে অভিযোগের ভিত্তিতে মোট ৩১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে রানাঘাটে গোলমালের ঘটনায় মঙ্গলবারই ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এদিন রানাঘাটে বিক্ষিপ্ত গোলমালের ঘটনায় আরও ২জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে বাগদা কেন্দ্রে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আরও ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, নদিয়ার রানাঘাট-দক্ষিণ, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ও কলকাতার মানিকতলা বিধানসভায় উপ নির্বাচন হচ্ছে। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত মোট ৯১ টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে রানাঘাট দক্ষিণ

কেন্দ্র থেকেই ৫৭টি অভিযোগ এসেছে। ১৩টি অভিযোগ জমা পড়েছে বাগদা থেকে। অন্যদিকে মানিকতলা থেকে ৫টি এবং রায়গঞ্জ থেকে ৮টি অভিযোগ জমা পড়েছে। কমিশন জানিয়েছে, প্রতিটি অভিযোগ পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, বিকেল ৫টা পর্যন্ত রায়গঞ্জ ভোট পড়েছে ৬৭.১২ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রানাঘাট দক্ষিণ। এখানে প্রদত্ত ভোটের হার ৬৫.৩৭ শতাংশ, বাগদায় ৬৫.১৫ শতাংশ। সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে মানিকতলায়। শতকরা ভোটের হার ৫১.৩৯ শতাংশ। ভোটকে ঘিরে এদিন সবচেয়ে বেশি অভিযোগ উঠেছে রানাঘাট এবং বাগদা বিধানসভা এলাকা থেকে। বুথ জ্যাম করে ছাপ্পা-সহ একাধিক অভিযোগকে ঘিরে বারে বারে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিভিন্ন এলাকা। তবে কমিশনের দাবি, অভিযোগ আসা মাত্রই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক-বিরোধীদের মধ্যে মার-পাল্টা মার চলছে সকাল থেকেই। তারমধ্যেই দেখা গেল এক সৌজন্যের নজির! বুধবার মানিকতলায় বুথে ভোট দিতে গিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবের মা। কল্যান চৌবের মাকে ভোট দিতে সাহায্য করলেন তৃণমূল কাউন্সিলর আনিন্দ্য রাউত। সেই দৃশ্য সামনে আসতেই সাধুবাদ জানান সাধারন মানুষ। তৃণমূল কাউন্সিলরের এই উদারতা ও রাজনৈতিক সৌজন্য বোধ মুগ্ধ করেছে বিজেপি প্রার্থীর বৃদ্ধা মা-কে। ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে এমনটাই জানান সন্ধ্যা চৌবে। কল্যান চৌবের মা বলেন, এখানে ৭৪ সালে এসেছি। তখনও কল্যান জন্মায়নি। এখানকার মানুষ সবাই খুব ভাল। আর কাউন্সিলর আনিন্দ্যের তিনি উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ও আমার ছেলের মতো। তবে ভোটদান করে বেরিয়ে সকলের কাছেই তিনি অনুরোধ করেন তাঁর ছেলে অর্থ্যৎ বিজেপির প্রার্থী কল্যান চৌবেকে যেন মানুষ আশীর্বাদ করে।

গণপিটুনিতে মৃত্যু, দোষীদের যাবজ্জীবন কারাবাস, ১২ বছর পর সাজাঘোষণা আদালতের

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর, ১০ জুলাই ঃ গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছিল সেই এক যুগ আগে। সাজা ঘোষণা করল বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালত আজ বুধবার। তৃণমূল নেতা-সহ দোষী ৭ জনকে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা শোনালেন অতিরিক্ত দায়রা বিচারপতি অনিরুদ্ধ মাইতি। দোষীদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি, পঞ্চায়েত সদস্য। ২০১২ সালে বাঁকুড়ার জয়পুরে দলীয় নেতাকেই পিটিয়ে খুনের মতো জঘন্য ঘটনায় তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল মঙ্গলবার। আজ সাজা ঘোষণা করল বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালত।

২০১২ সালের ১ জানুয়ারি বাঁকুড়ার জয়পুরের বৈতল এলাকার বাসিংদা গোলাম কুদ্দুস শেখের মৃত্যু হয়। ইন্দিরা আবাসনের টাকা তছরূপ করার মতো অভিযোগ তোলা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগে জয়পুরের উত্তরবা। অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বাবর আলি কোটালের নেতৃত্বে বৈতল ও অন্যান্য জায়গার বহু তৃণমূল কর্মী একত্রিত হয়ে. গোলাম কুদ্দুস শেখকে লাঠি, টাঙ্গি, কাটারি দিয়ে. বেধ।ক মারধর করে এবং কোপ মারে। গুরুতর জখম

অবস্থায় তারা কুদ্দুস শেখকে সেখানেই ফেলে রেখে পালিয়ে.যায়। পরে কুদ্দুস শেখকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বাঁকুড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তবে সেখানে ভর্তি করার কিছুক্ষণ পরেই গোলাম কুদ্দুসের মৃত্যু হয়। ওই ঘটনার পরের দিন গোলাম কুদ্দুসের দাদা ইউসুফ আলি শেখ বাবর আলি কোটাল-সহ দুই পঞ্চায়েত সদস্য লাল মোহাম্মদ ভূঁইঞা ও রাজন মণ্ডল-সহ ৪১ জন তৃণমূল নেতা-কর্মীর নামে জয়পুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করলেও প্রাথমিক তদন্তের পর ১৩ জনের নামে চার্জশিট দাখিল করে। ১২ বছর ধরে বিষ্ণুপুর আদালতে ওই মামলা চলার পর মঙ্গলবার আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক অনিরুদ্ধ মাইতি মোট ৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি বাবর আলি কোটাল ছাড়াও যাবজ্জীবন সাজপ্রাপ্ত আসামি-২ পঞ্চায়েত সদস্য লাল মোহাম্মদ ভূঁইঞা ও রাজন মণ্ডল। এছাড়াও স্থানীয় নেতা শুকুর ভূঁইঞা, ইয়ামিন ভূঁইঞা, নবীয়াল মণ্ডল এবং হোসেন মণ্ডলদের ওই সাজা শোনানো হয়।

দেশের আপামর গৃহবধূদের পাশে ভারতের বিচার ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই ঃ একই দিনে নারীর অধিকারে জোড়াফলা সুপ্রিম কোর্টের। মুসলিম মহিলাদের খোরপোশের দাবিতে ইতিবাচক রায়ের পর দেশের আপামর গৃহবধূদের পাশে দাঁড়াল ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা। বুধবার শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, সময় এসেছে ভারতীয় পুরুষদের গৃহবধূদের ভূমিকা ও আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দেওয়ার। গৃহিণীদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠায় ব্যাঙ্কে স্বামীর সঙ্গে 'ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট' এবং এটিএম কার্ড ব্যবহারের অধিকার থাকা উচিত বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতিরা। বিবাহবিচ্ছেদ হলে হিন্দু মহিলাদের মতোই মুসলিম মহিলারাও স্বামীর কাছে খোরপোশ দাবি করতে পারেন। বুধবার এই রায় দেওয়ার পরে বিচারপতি বি ভি নাগারত্ন ও বিচারপতি অগাস্টাইন জর্জ মাসিহর বেঞ্চ মন্তব্য করে, ধর্মের উর্ধ্বে খোরপোশ সমস্ত গৃহিনীর অধিকার। এর পরেই আদালত মন্তব্য করে, আমরা জোর দিতে চাই এই বলে যে, স্বামীর কর্তব্য হওয়া উচিত গৃহবধূকে অর্থনৈতিক অধিকার দেওয়া। এর জন্য স্বামীর সঙ্গে জয়েন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা উচিত এবং এটিএম কার্ড ব্যবহারের ক্ষমতাও থাকা উচিত।

এদিন বিচারপতি নাগারত্ন বলেন, আমরা ফৌজদারি আবেদন খারিজ করে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে আসছি যে ফৌজদারি আইনের ১২৫ ধারা সমস্ত মহিলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কেবল বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রেই নয়। সেই সঙ্গেই তিনি আরও বলেন, অনেক স্বামীরা বুঝতেই পারেন না যে তাঁদের স্ত্রী, যাঁরা গৃহবধূ, তাঁদের উপরে মানসিক দিক থেকে কতটা নির্ভরশীল। সময় এসেছে ভারতীয় পুরুষদের গৃহবধূদের ভূমিকা ও আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দেওয়ার।

মুসলিম মহিলাদের জন্য ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই ঃ ঐতিহাসিক রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। এখন থেকে মুসলিম মহিলারাও বিবাহ বিচ্ছেদ হলে স্বামীর কাছে দাবি করতে পারবেন খোরপোশ। বুধবার সকালে এই যুগান্তকারী রায় দিল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিমকোর্টের দুই বিচারপতি বি ভি নাগারত্ন ও বিচারপতি অগাস্টাইন জর্জ মাসিহর বেঞ্চে এই রায় দিয়েছে। আদালত সূত্রে জানা গেছে, এক মুসলিম ব্যক্তি স্ত্রীকে বিবাহবিচ্ছেদের পর খোরপোশ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। খোরপোশের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের করেন ওই ব্যক্তি। এদিন শীর্ষ আদালত এই পিটিশন খারিজ করে বলে, ' আইনের ১২৫ ধারার অধীনে ডিভোর্সী মুসলিম মহিলাও তাঁর প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে খোরপোশের দাবি করতে পারেন।' বিচারপতি নাগারত্ন বলেন, 'এই ফৌজদারি আবেদন খারিজ করে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে আসছি যে

ফৌজদারি আইনের ১২৫ ধারা সমস্ত মহিলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কেবল বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রেই নয়। অনেক স্বামীরা বুঝতেই পারেন না যে তাঁদের স্ত্রী, যাঁরা গৃহবধূ, তাঁদের উপরে মানসিক দিক থেকে কতটা নির্ভরশীল। সময় এসেছে ভারতীয় পুরুষদের গৃহবধূদের ভূমিকা ও আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দেওয়ার।'

ইডির জালে কসবার যুবক

স্বাস্থ্যদপ্তরের টেন্ডারের নামে কোটি কোটি টাকা আদায়!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ নিজেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বলে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে তিনি এরনাগাড়ে প্রতারণা করে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা বলেও ফায়দা তুলেছেন। স্বাস্থ্যদপ্তরের টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে বোরও অভিযোগ এসেছে তার বিরুদ্ধে। তার পরেই এদিনই অবশেষে ইডির জালে পড়লো কসবার যুবক। বুধবার সকালে বুধাদিত্য চট্টোপাধ্যায় নামে বছর উনচল্লিশের একজনকে গ্রেপ্তার করলেন ইডি আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ২০১৯ সাল থেকে সে ওই এই দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। ২০২২ সালে এই সংক্রান্ত মামলা হয়। ইডি তদন্ত নেমে শহরজুড়ে তল্লাশি চালায়। বুধবার তাকে গ্রেপ্তার করলেন ইডি আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্যদপ্তরের টেন্ডার পাইয়ে দেওয়া-সহ একাধিক বেআইনি কাজের অভিযোগ ছিল বুধাদিত্যের বিরুদ্ধে। স্বাস্থ্যদপ্তরের এএসআই-এর নাম করে কারও কাছে ২৫ হাজার, কারও থেকে ৫০ হাজার বা তারও বেশি অর্থ আদায় করেছিল সে। এমনকী বেঙ্গালুরুর এক সংস্থার সঙ্গেও বুধাদিত্য একইরকম প্রতারণা করেছে। সেই অঙ্ক প্রায় ২৬ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্যদপ্তরের নাম করে বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য মেডিক্যাল কিট সরবরাহের জন্যও ৮৫ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার

বিরুদ্ধে। কখনও আবার জালিয়াতি করেও টাকা আদায় করত বুধাদিত্য। গত ৫ বছরে এভাবেই প্রায় ৩৭ কোটি টাকার প্রতারণা করেছে সে। ২০২২ সালে প্রথম বুধাদিত্যর বিরুদ্ধে প্রতারণা মামলা দায়ের হয়। ইডি সেই মামলার তদন্তে নেমে জানতে পারে, নিজেকে হার্ভার্ডের গবেষক ও প্রভাবশালী বলে পরিচয় দিত এই যুবক। তার পর নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলত মোটা অঙ্কের অর্থ আদায়। কলকাতার পাশাপাশি বাইরের রাজ্যগুলিতেও তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। কসবার এক আবাসনের বাসিন্দাকে মঙ্গলবার ডেকে পাঠান ইডি আধিকারিকরা। তাকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে দীর্ঘক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তার পরেই বুধবার সকালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে ও তার সঙ্গে অন্য কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তা নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে ইডির সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। নাকি এই ব্যক্তি কোনও চক্রের সঙ্গে যুক্ত কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই রাজ্য বা অন্য কোনও রাজ্যের অন্য কোনও ব্যক্তিরা তার এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে ভিন্ন রাজ্যের পাড়ি দেবে ইডির আধিকারিকরা। তার পরিবারের অন্য কেউ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে কিনা তা জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিনই তার আদালতে পেশ করা হয়।

সংক্ষিপ্ত খবর

৪১ বছর পর অস্ট্রিয়ায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী

ভিয়েনা, ১০ জুলাই ঃ দুদিনের রাশিয়া সফর সেরে অস্ট্রিয়া পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রায় ৪১ বছর পর প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সেদেশের রাজধানী ভিয়েনায় পা রেখেছেন নমো। বিমানবন্দরে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হয় মোদীকে। এর পর মোদির সঙ্গে দেখা করেন চ্যান্সেলর কার্ল নেহামার। দুজনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে সৌজন্য বিনিময় করেন। নেহামার সঙ্গে খোশ মেজাজে সেলফিতে ধরা দেন মোদি। মঙ্গলবার রাশিয়া থেকে অস্ট্রিয়া যান প্রধানমন্ত্রী মোদি। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান, অস্ট্রিয়ার বিদেশমন্ত্রী আলেকজান্ডার শ্যালেনবার্গ। এর পর নমোর সঙ্গে দেখা করেন নেহামার। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলরকে দেখে জড়িয়ে ধরেন মোদি। সেলফিতেও ধরা দেন। এরপর দুজনে একসঙ্গে নৈশ্যভোজ সারেন। বুধবার তাঁদের বৈঠকে বসার কথা রয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন রাতে সেনিয়েই কথা হয় নেহামার-মোদির মধ্যে। ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ 'বন্ধু' ও 'সহযোগী' উল্লেখ করে এক্স হ্যান্ডেলে নেহামার লেখেন, ' স্বাগত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আপনাকে অস্ট্রিয়ায় স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আপ্লুত। ভারত ও অস্ট্রিয়া বন্ধু ও সহযোগী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমি খুবই আগ্রহী।' অস্ট্রিয়ায় পৌঁছে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়ে উচ্ছ্বসিত মোদিও। নেহামারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ' ও অস্ট্রিয়ার বন্ধুত্ব খুবই মজবুত। আগামিদিনে এই বন্ধন আরও মজবুত হবে। বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আমরা একযোগে কাজ করবা।' প্রায় চার দশক পর ইউরোপের এই দেশটিতে ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী পা রেখেছেন। যা নিয়ে বেজায় খুশি অস্ট্রিয়ার প্রবাসী ভারতীয়রা। যে হোটেলে মোদি রয়েছেন সেখানে তাঁর বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অস্ট্রিয়া তাদের সঙ্গীত সংস্কৃতির জন্য বিশ্বে খ্যাত। মঙ্গলবার মোদির সামনে 'বন্দে মাতরম' গানটি পরিবেশন করেন শিল্পীরা। যা মন কোছে নমোর। সেই গানের ভিডিও এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন তিনি। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে,এদিন বুধবার অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভ্যান ডের বেলেনের সঙ্গেও বৈঠকে বসেন মোদী।

রাজ্যকে রেলের আশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ বর্ষার জমা জল নিস্কাশনে তারা রাজ্য সরকারের সঙ্গে সবরকমের সহযোগিতা করবে বলে রেল আশ্বাস দিয়েছে।রেলের অসহযোগিতায় বর্ষার মরসুমে হাওড়া ও কলকাতার বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে যাচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির তীব্র ক্ষোভের পরেই তাদের অধীনে থাকা এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা ও পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম নবান্নে পূর্ব ও মেট্রো রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে হাওড়া ডিভিশনের টিকিয়াপাড়া রেল ইয়ার্ড সহ রেলের অধীনে থাকা কয়েকটি এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় হাওড়া পুরনিগমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি এলাকায় জমা জলে ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে রাজ্য সরকারের তরফে অভিযোগ জানানোর পরেই রেলের আধিকারিকরা তাদের হাতে থাকা হাওড়ার মূলত দুটি নিকাশি খাল রানিঝিল ও সাঁতরাগাছি ঝিল সংস্কারে তারা রাজ্যকে সবরকমের সহায়তা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও দক্ষিন পূর্ব রেলের সাঁতরাগাছি শালিমার টার্মিনালের লাইন সম্প্রসারনের জন্যে রেলের নয়ানজুলি মাটি ফেলে ভরাট করা হচ্ছে বলেও বৈঠকে রাজ্যের তরফে জানানো হয়।

সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নেই চলছে অমরনাথ যাত্রা, রওনা তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল

জম্মু, ১০ জুলাই ঃসুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। বুধবার সকালে অমরনাথের পবিত্র গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল। পবিত্র অমরনাথ যাত্রার জন্য জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে ৪,৬২৭ জনের তীর্থযাত্রীর একটি দল বুধবার সকালে রওনা হয়েছে।এই দলে রয়েছেন ৩,৪২২ জন পুরুষ, ১,০২৭ জন মহিলা। ২৭টি শিশু, ১৩৭ জন সাধু ও ১৫ জন স্বাধ্বী। এরা ১৮৫টি গাড়ি করে রওনা হন। এদের মধ্যে ১,৮৫৪ জন তীর্থ যাত্রী বালতাল হয়ে এবং ২,৭৭৩ জন পহেলগাঁও হয়ে অমরনাথ যাবেন।

কেদারনাথের বিজেপি বিধায়ক শৈলা রানি রাওয়াত প্রয়াত, শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ধামি

দেহরাদূন, ১০ জুলাই ঃ প্রয়াত হয়েছেন কেদারনাথের বিজেপি বিধায়ক শৈলা রানি রাওয়াত। মঙ্গলবার রাতে দেহরাদূনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। উত্তরাখণ্ড বিজেপির মিডিয়া ইন-চার্জ মনবীর চৌহান জানান, কেদারনাথের বিজেপি বিধায়ক শৈলা রানি রাওয়াত মঙ্গলবার রাতে দেহরাদূনের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিজেপি বিধায়ক শৈলা রানি রাওয়াতের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। প্রয়াত বিধায়ককে বুধবার সকালে শেষশ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী ধামি। তিনি বলেন, শৈলা রানি রাওয়াত সর্বদা তাঁর নির্বাচনী এলাকার মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। যখনই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতেন, তিনি সর্বদা তাঁর অঞ্চলের উন্নয়নের কথা ভাবতেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে তিনি এখন আমাদের মধ্যে নেই। আমি ঈশ্বরের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

পেলেন না অন্তর্বর্তী জামিন, সত্যেন্দ্র জৈনের আবেদন খারিজ দিল্লির আদালতে

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই ঃ দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা সত্যেন্দ্র জৈনের অন্তর্বর্তী জামিন আর্জি খারিজ করল দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত। গত মঙ্গলবার সত্যেন্দ্র জৈনকে অন্তর্বর্তী জামিন দিল না আদালত।স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে ৪ সপ্তাহের জন্য অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন সত্যেন্দ্র জৈন। কিন্তু, মঙ্গলবার সত্যেন্দ্র জৈনকে অন্তর্বর্তী জামিন দিল না দিল্লির আদালত।

ভোটে জয় উদযাপন বিনামূল্যে মদ বিলি কর্ণাটকে, ভিড় জমলো যুবক থেকে বৃদ্ধের

নেলামঙ্গলা (কর্ণাটক), ১০ জুলাইঃলোকসভা ভোটে জিতেছেন বলে কথা, আনন্দে বিনামূল্যে মদ বিলি করলেন কর্ণাটকের চিক্কাবল্লাপুরের বিজেপি সাংসদ কে সুধাকর। আর সেই মদ সংগ্রহ করতে ভি। জমলো যুবক থেকে বৃদ্ধের। লাইনে দাঁড়িয়ে ফ্রিতে মদ সংগ্রহ করলেন বিপুল সংখ্যক মানুষ।এভাবেই লোকসভা নির্বাচনে নিজের উদযাপন করলেন চিক্কাবল্লাপুরের বিজেপি সাংসদ কে সুধাকর। খালি হাতে পাঠালেন না কাউকেই। মদের বোতল নিয়ে যুবক থেকে বৃদ্ধরা ফিরলেন নিজেদের বাড়িতে, ফ্রিতে মদ পেয়ে সবাই বেজায় খুশি। গত থেকে সোমবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠান থেকে ফ্রিতে মদের বোতল বিতরণ করা হয়।এই মদ বিলি নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক, এ প্রসঙ্গে বেঙ্গালুরু গ্রামীণের পুলিশ সুপার সি কে বাবা বলেছেন, আবগারি দফতর অনুমতি দিয়েছে এবং পুলিশকে ব্যবস্থাপনার ওপর নজর রাখতে বলা হয়েছে। এতে পুলিশ বিভাগের কোনও দোষ নেই, অনুমতি দেওয়ার দায়িত্ব আবগারি দফতরের।

উন্নাও-এ দুর্ঘটনায় ব্যথিত রাষ্ট্রপতি, শোকপ্রকাশ করে অর্থ সাহায্য ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১০জুলাইঃ উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। প্রধানমন্ত্রী মোদী মৃতদের পরিবারপিছু আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন। এই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও।বিহার থেকে দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিল দূরপাল্লার ডাবল ডেকার একটি বাস, বুধবার সকাল ৫.১৫ মিনিট নাগাদ উন্নাও জেলার বেহতামুজাওয়ার থানা এলাকায় আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের ওপর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ওই বাসটি। উন্নাও-এর জেলাশাসক গৌরাঙ্গ রাঠি বলেছেন, বুধবার সকাল ৫.১৫ মিনিট নাগাদ বিহারের মোতিহারি থেকে আসা একটি বেসরকারি ও দুধের ট্যাঙ্কারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের ও ১৯ জন আহত হয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বাসটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে থাকার কারণেই

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।এই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শোকবার্তায় জানিয়েছেন, অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই মুহূর্তে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে রয়েছেন। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সেখান থেকেই দুঃখপ্রকাশ করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও) থেকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদী উন্নাও-এ দুর্ঘটনায় প্রত্যেক মৃতের আত্মীযদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। আহতদের দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা। অন্যদিকে উন্নাওতে, উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলায় আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের ওপর দুধের ট্যাঙ্কারে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই একটি ডাবল ডেকার বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের, এছাড়াও কমপক্ষে ১৯ জন আহত হয়েছেন। বিহার থেকে দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিল দূরপাল্লার ডাবল ডেকার বাসটি, বুধবার সকাল ৫.১৫ মিনিট নাগাদ উন্নাও জেলার বেহতামুজাওয়ার থানা এলাকায় আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের ওপর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। উন্নাও-এর জেলাশাসক গৌরাঙ্গ রাঠি বলেছেন, বুধবার সকাল ৫.১৫ মিনিট নাগাদ বিহারের মোতিহারি থেকে আসা একটি বেসরকারি ও দুধের ট্যাঙ্কারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের ও ১৯ জন আহত হয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বাসটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে থাকার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দূরপাল্লার বাসটি মঙ্গলবার রাতে বিহারের মোতিহারি থেকে ছাড়ে, গন্তব্য ছিল দিল্লি। বুধবার সকালে লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময়ই বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বেহতামুজাওয়ার থানা এলাকায় এসে একটি দুধের ট্যাঙ্কারে পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারে বাসটি। ট্যাঙ্কার এবং বাস, দুটোই উল্টে যায় রাস্তার উপর। উদ্ধারকারী দল বাসের জানলা ভেঙে যাত্রীদের বার করার কাজ শুরু করে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক বলেছেন, দুর্ঘটনায় ১৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১৯ জন আহত হয়েছেন এবং তাঁদের উন্নাও জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উন্নাওয়ের কাছাকাছি সব হাসপাতালকে সতর্ক করা হয়েছে। কেজিএমও-র ট্রমা সেন্টার প্রস্তুত রয়েছে, আহতদের বেশিরভাগই বিহারের। আমরা বিহার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। দুর্ঘটনার কারণ তদন্তের পর জানা যাবে, আহতদের যথাযথ চিকিৎসা দেওয়াই আমাদের অগ্রাধিকার।

ত্রিপুরার সার্বিক বিকাশে সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ জুলাই ঃ ত্রিপুরার সার্বিক বিকাশে সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ও খেলাধুলার উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার কাজ করছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি রাজ্যের মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নেও সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। সিপাহীজলা জেলার টাকারজলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন এবং জম্পুইজলার সুধন্বা দেববর্মা স্মৃতি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরা সরকারের লক্ষ্য ত্রিপুরাকে দেশের সামনে

একটি আদর্শ রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা। এজন্য শিক্ষা-স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে খেলাধুলার বিকাশ এবং মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে কৃষি, উদ্যান, প্রাণীসম্পদ, মস্য, বন, যোগাযোগ, পরিশ্রুত পানীয়জল সরবরাহে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দিতে সরকার আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছে। উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে সরকার কখনও আপোষ করবেনা। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ-সবকা বিকাশের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা।প্রসঙ্গত, দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন ও সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠের উদ্বোধন উপলক্ষে সুধন্বা দেববর্মা স্মৃতি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, বিধায়ক বিশ্বজি কলই, বিধায়ক মানব দেববর্মা, জম্পুইজলা বিএসি'র চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী প্রমুখ।

মধ্যপ্রাচ্যের ' মুখ্য ভূমিকাকারী' দেশ ভারতের অভূতপূর্ব উত্থান

নয়াদিল্লি,১০জুলাইঃ বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়গুলির ওপর নজর রেখে এক বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকার বিদেশ নীতির বিষয়ে লেখা একটি নিবন্ধে মধ্যপ্রাচ্যে ' মুখ্য ভূমিকাকারী' দেশ হিসেবে ভারতের উত্থানকে কয়েক বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভূ-রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি দিক হিসেবে উল্লেখ করেছে।লেখায় ইজরায়েল, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রধান দেশগুলির সঙ্গে নতুনদিল্লির গভীর ও ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের দিক তুলে ধরা হয়েছে। এতে পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থান ও সাগ্রহ ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। এই দেশগুলি নতুন বহুমুখীতা থেকে উপকৃত হবে।এই নিবন্ধের লেখক স্টিভেন এ কুক যুক্তি দিয়ে জানিয়েছেন যে মধ্যপ্রাচ্যের অংশীদাররা যদি ওয়াশিংটনের বিকল্প খুঁজতে থাকে তাহলে নুতন দিল্লিকে পছন্দের মধ্যে রাখা ভালো।নিবন্ধের লেখক প্রায় এক দশক আগে তার ভারত সফরের কথা স্মরণ করেছেন। ভারতীয়রা মধ্যপ্রাচ্যে কী বড় ভূমিকা নিতে পারে? সে প্রশ্নও তাঁর মনে জেগেছিল।তাঁর সফরের ১০ বছরের মধ্যে একাধিক পরিবর্তন এসেছে। কুক লিখেছেন, মার্কিন কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞরা বেজিং-এর প্রতিটি কূটনৈতিক পদক্ষেপে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং মধ্যপ্রাচ্যে চীনের বিনিয়োগকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। ওয়াশিংটন বছরের পর বছর ধরে ওই অঞ্চলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভূ-রাজনৈতিক উন্নয়নের দিক উপেক্ষা করেছে। আর মধ্যপ্রাচে, ভারত একটি মুখ্য ভূমিকাকারী দেশ হিসেবে উঠে এসেছে।নিবন্ধে বলা হয়েছে,যখন উপসাগরের প্রসঙ্গ আসে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং সৌদি আরব দৃঢ়ভাবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসারিত করার উপায় খোঁজে ।ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং সৌদি আরবের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টি লেখক এই নিবন্ধে তুলে ধরেছেন। ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের দৃঢ় সম্পর্কের বিষয়ে বলা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরেঃদ্র মোদী ২০১৭ সালে ইজরায়েল সফর করেন। এরপর তাঁর সমকক্ষ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এক বছর পরে ভারত সফর আসেন। এতে প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি সহ নানা ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত হয়।অতীতে ভারতের ব্যবসায়ীরা ইজরায়েলে বিনিয়োগ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। কুক বলেছেন, দেশের ছোট বাজার এবং বিতর্কিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই তাঁরা সরে এসেছিলেন। তবে এটা পরিবর্তন হয়েছে।২০২২ সালে আদানি গোষ্ঠী এবং ইজরায়েলের এক অংশীদার হাইফা বন্দরের জন্য ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি টেন্ডার জিতে নেয়। ভারত-ইজরায়েল মুখ্য বাণিজ্য চুক্তির জন্য আলোচনাও চলছে।নিবন্ধে বলা হয়েছে ভারত-ইজরায়েল সম্পর্ক জটিল। ভারত প্যালেস্তাইনদের সমর্থনে অবিচল রয়েছে। অন্যদিকে ইরানের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। নতুন দিল্লি সেখান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমানে তেল কেনে।মোদীর সম্প্রতি দু-দিনের মিশর সফরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই নিবন্ধে। ভারত-মিশরের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে। মিশরের রাষ্ট্রপতি আব্দেল ফাতহে আল সিসি ভারতের ৭৪তম সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ক্ষমতায় বসার পর থেকে মিশরের রাষ্ট্রপতির এই নিয়ে তৃতীয় বার নতুন দিল্লি সফর ছিল।নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে চীনের মতো ভারতও মিশরকে একটি প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচনা করে, যার মাধ্যমে আফ্রিকা এবং ইউরোপে পণ্য পাঠানো সম্ভব ।গত জুন মাসে মোদীর ওয়াশিংটন সফরে ছিল উসবের মেজাজ। প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রী মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণও দেন। লেখক কুক যুক্তি দিয়ে জানিয়েছেন যে এতে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের সমস্ত ইতিবাচক দিক খুলে গেছে। পরিকল্পনা মতো নতুন দিল্লি ওয়াশিংটনের কৌশলগত অংশীদার হতে চাই।তবে যখন মধ্যপ্রাচ্যের কথা আসে তখন ভারত ইরান প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েল থেকে নিজেদেরকে সরিযে নেয়। এটা অসম্ভব যে নতুন দিল্লি ওয়াশিংটনকে গুরুত্ব দেবে না, যেমনটা বেজিং এবং মস্কো করে থাকে। ভারত সব সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও গুরুত্ব দিয়েছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন দিল্লির ক্ষমতার উত্থানকে গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসেছে, সে কথাও নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

ধর্মীয় পর্যটন, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের উপর কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেঃকেন্দ্রীয় পর্যটন প্রতিমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ জুলাই ঃ ধর্মীয় পর্যটন, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের উপর কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। এই দুটি ক্ষেত্রে নানা প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রের বর্তমান সরকার কাজ করছে। রাজ্যগুলিকেও এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করতে হবে। গত মঙ্গলবার আগরতলায় রাজ্য অতিথিশালায় ত্রিপুরার পর্যটন নিয়ে আয়োজিত এক পর্যালোচনা সভায় কেঃদ্রীয় পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপী একথা বলেন।তিনি বলেন, ত্রিপুরায় পর্যটন শিল্পের বিকাশের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রকৃত পেশাদারি মনোভাব নিয়ে চলতে হবে। পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের বিরাট সুযোগ রয়েছে। পর্যটনের মাধ্যমে স্বরোজগারী হওয়ার জন্য বেকারদের

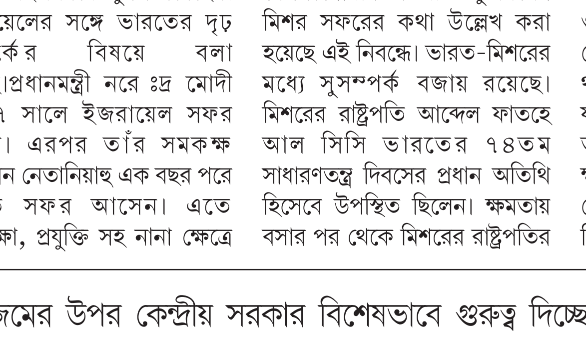

উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে মুদ্রা লোন একটি ব। ভূমিকা নিতে পারে। নবপ্রজন্ম এগিয়ে এলে শুধু তারাই স্বাবলম্বী হবে না ত্রিপুরাও এর মাধ্যমে লাভবান হবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশে অন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়কে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার উপর পরামর্শ দিয়েছেন।পর্যালোচনা সভায় ত্রিপুরার পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বৈঠকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিত পথে রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্পের বিকাশে কাজ করছে। পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তথা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের এমডি প্রশান্ত বাদল নেগি পর্যটন দপ্তরের কাজকর্ম বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।তিনি জানান, রাজ্যে পর্যটকদের আগমনের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩-২৪ সালে রাজ্যে ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৯৯ জন পর্যটক এসেছিলেন। এরমধ্যে ৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩২৮ জন দেশি এবং ৭৫ হাজার ৯৭১ জন হচ্ছেন বিদেশি পর্যটক। ২০২২-২৩ সালে রাজ্যে আসা পর্যটকদের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৩৬ জন। এরমধ্যে দেশি পর্যটক ছিলেন ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭১২ জন ও বিদেশি পর্যটক ছিলেন ৩৫ হাজার ১২৪ জন। চলতি বছর ৭ লক্ষের মতো পর্যটক রাজ্যে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

অসমে আরও ৩৫ হাজার সরকারি পদে চাকরি, প্রক্রিয়া শুরু, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১০ জুলাই ঃ অসমে আরও ৩৫ হাজার সরকারি পদে চাকরি দেবে রাজ্য সরকার। এর প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে, ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।গত মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, '১লক্ষ নিযুক্তির প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ করার পর এবারের নির্বাচনী সভায় আমি আরও ৩৫ হাজার সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আগামী বহাগ বিহু (পয়লা বৈশাখ)-র আগেই আরও ৩৫ হাজার সরকারি চাকরি প্রদান করা হবে। আজ থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।'পুলিশ বিভাগে নিয়োগ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' আগামী ৩ অক্টোবর থেকে শারীরিক যোগ্যতার পরীক্ষা শুরু হবে। বন্যার জল নেমে যাওয়ার পর বিভিন্ন জেলায় খেলার মাঠ শুকিয়ে যাবে। মাঠগুলি শুকানোর সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক যোগ্যতার পরীক্ষা হবে। তাই আগ্রহী প্রার্থীরা এখন থেকেই শারীরিক যোগ্যতা-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দাও।'আসাম পুলিশের ৬,৪৩৪টি পদ খালি হয়েছে বলে ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিয়োগ প্রক্রিয়া ক্ষিপ্রতর করতে এক সঙ্গে শারীরিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা এবং ভাইবা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া রাজ্যে তৃতীয় শ্রেণির ৭,৬০০ এবং চতুর্থ শ্রেণির ৫,০০০ পদ খালি হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।তিনি বলেন, রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের জন্য ৫,৫৫০ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রস্তুত রাজ্য। এছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রায় ৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগ এক থেকে দু মাস বিলম্ব হতে পারে। তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার গণিতে বিশেষজ্ঞ স্নাতক শিক্ষকের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২,০০০ পদ প্রথম পর্যায়ে সৃষ্টি করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন।

বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে করিমগঞ্জ এলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ জুলাই ঃকরিমগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ ও বস্ত্র বিভাগের প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা মঙ্গলবার করিমগঞ্জ জেলা সফর করলেন। করিমগঞ্জ জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের খোঁজ নিতে গত মঙ্গলবার করিমগঞ্জে এসে মন্ত্রী করিমগঞ্জ শহরের লঙ্গাইরোডস্থিত ডিআইসিসি কার্যালয়ের ত্রাণ শিবির ও নীলমণি স্কুলের ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন।বন্যার্তদের সাথে কথা বলে ত্রাণ সামগ্রী, শিশু আহার, পানীয় জল, চিকিৎসা সুবিধা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন মন্ত্রী মার্ঘেরিটা। তার পর মন্ত্রী জেলা প্রশাসন ও বিভাগীয় প্রধানদের সাথে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার, পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদ, লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রাই, এএসটিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, করিমগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রচন্দ্র দেব, বিজেপির জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।সভায় পৌরোহিত্য করে করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বন্যা পরিস্থিতি, ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রাণ বণ্টন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরেন। সভায় মন্ত্রী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পগুলির খোঁজ নেন, এতে তিনি বন্যার ফলে যে সব জল সরবরাহ প্রকল্প থেকে জল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না সেই এলাকার জনগণকে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিতে বিভাগকে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি, তিনি বন্যার ফলে বিগত দিনগুলিতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে ব্যাপারে অতিরিক্ত শিক্ষাদান করে তা পূরণ করতে পরামর্শ দেন।তিনি বন্যায় ফিশারি বিভাগের ক্ষতির ভর্তুকি নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি কৃষি বিভাগকে বন্যার ফলে কৃষি জমিতে ক্ষতি হওয়া ফসলের পর্যাপ্ত পরিমাণ বীজ কৃষকদের জন্য ব্যবস্থা করে দিতে কৃষি আধিকারিককে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে প্রদান করার ব্যবস্থা করতে বলেন।ঐদিনের বৈঠকে মন্ত্রী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, বিদ্যুৎ পরিষেবা ইত্যাদির খোঁজ নেন। তিনি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য কোনও পরিবার যাতে বঞ্চিত না হয় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।সভায় ডিডিসি দীপক জিড়ুং, জেলা পরিষদের সিইও লক্ষ্মীনন্দন শহরিয়া, পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস, প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানরা অংশগ্রহণ করেন।

সফল রাশিয়া সফর শেষ, মস্কো থেকে ভিয়েনার উদ্দেশ্যে রওনা প্রধানমন্ত্রী মোদী

মস্কো, ১০ জুলাই ঃসফল রাশিয়া সফর শেষে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় সময় অনুযায়ী গত মঙ্গলবার রাতে মস্কো থেকে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে বেশ কিছু কর্মসূচি করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর। সেখানে তিনি প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মিলিত হবেন। দীর্ঘ অনেক বছর পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রিয়া সফরে যাচ্ছেন। অন্যদিকে মস্কোতে, আনুষ্ঠানিক ভাবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা 'অর্ডার অব সেন্ট অ্যান্ড্রু দ্য অ্যাপোস্ল'-এ ভূষিত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। ভারত-রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার জন্য মোদীর হাতে এই সম্মাননা তুলে দিলেন পুতিন। একইসঙ্গে মোদীর মুকুটে যুক্ত হল নতুন পালক।পুতিনের হাত থেকে সম্মান গ্রহণের পর মোদী বলেন, ' ১৪০ কোটি ভারতবাসীর জন্য এই সম্মান দুই দেশের মধ্যেকার শতাব্দী প্রাচীন বন্ধুত্বের প্রতিফলন।'' গত ২৫ বছরের পুতিন জমানায় ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

হরিয়ানা বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদে নিযুক্ত হলেন মোহন লাল বাড়োলি

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাইঃলোকসভা ভোট মিটতেই সংগঠনে একাধিক রদবদল করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। মঙ্গলবার আবারও একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে হরিয়ানা বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদে বিধায়ক শ্রী মোহন লাল বাড়োলির নাম ঘোষণা করেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রকাশিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর রয়েছে বিজেপির হেডকোয়ার্টার ইনচার্জ অরুণ সিংহের।

আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ফের জ্যাকলিনকে সমন পাঠাল ইডি

নয়াদিল্লি,১০ জুলাই ঃ পুরোনো এক আর্থিক দুর্নীতিমামলায় নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন জারি করা হয় বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকলিনফার্নান্ডেজের বিরুদ্ধে। বুধবার অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে সমন জারি করল ইডি।জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত সুকেশচন্দ্রশেখরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় জ্যাকলিনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারকরা। উল্লেখ্য, আর্থিক দুর্নীতিমামলায় ২০২১ সাল থেকে জ্যাকলিন জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হচ্ছেন। অভিযোগ, সুকেশ চন্দ্রশেখর সমাজের উঁচুতলার ব্যক্তিদের ফাঁদে ফেলে আর্থিক প্রতারণা করতেন। একটি বেসরকারিস্বাস্থ্য সংস্থার কর্তা শিবিন্দর মোহন সিংহের স্ত্রী অদিতি সিংহের থেকে ২০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে সুকেশের বিরুদ্ধে।ইডির দাবি, সুকেশ জালিয়াতি করা টাকায় জ্যাকলিনের জন্য দামি উপহার কিনতেন। ২০২২ সালে দায়ের করাচার্জশিটে দাবি করা হয়, জ্যাকলিনসুকেশের অপরাধ সম্পর্কে অবগত হয়েও ওই সমস্ত দামি উপহার, মূল্যবান গয়না নিতেন।এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই জ্যাকলিনকে পাঁচবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। আবারও তাঁকে সমন পাঠাল ইডি।

মুখ্যমন্ত্রী তিনদিনের সফরে মহারাষ্ট্র যাচ্ছেন

কলকাতা,১০জুলাইঃদলীয় ও ব্যক্তিগত কয়েকটি কর্মসূচীতে অংশ নিতে তৃনমূল কংগ্রেস প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনদিনের সফরে মহারাষ্ট্র যাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি কলকাতা থেকে রওনা হয়ে মুম্বাই পৌঁছবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। শুক্রবার তিনি শিবসেনা প্রধান উদ্ধভ ঠাকরে ছাড়াও এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি শিল্পপতি আম্বানিদের এক পারিবারিক অনুষ্ঠানেও তার যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর কলকাতায় ফেরার কথা।

মহারাষ্ট্রের একাধিক জেলায় ভূমিকম্প

মুম্বই, ১০ জুলাই ঃ মহারাষ্ট্রের নান্দেদ, হিঙ্গোলি এবং প্রভানি জেলায় বুধবার সকাল ৭.১৫ মিনিট নাগাদ ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৫। হালকা মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল হিঙ্গোলি জেলার কালামনুড়ি তালুকের রামেশ্বর তান্ডা গ্রামে। এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।জনসাধারণকে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে। তবে কম্পনের তীব্রতায় হিঙ্গোলির ঐতিহাসিক পেঠ বরগাঁও কেল্লার মিনার ভেঙে পড়ে। গত ২১ শে মার্চও এই অঞ্চলে ভূকম্পন টের পাওয়া গিয়েছিল। এদিনের কম্পনের তীব্রতা তুলনামূলক বেশিই ছিল।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৫ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ১০ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৬ আষাঢ়, চান্দ্রঃ ৪ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ২৬ আষাঢ় ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৯ আষাঢ় ১৯৪৬, মৈতৈঃ৪ ইঙেন, আসামঃ২৫ আহার, মুসলিমঃ৩-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ০১ঃ৫১ এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ২১ঃ৫৭।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৮ঃ৪১ঃ০০(১০) এবং অস্তঃরাত্রি ০৯ঃ৩৬ঃ০৫(১০)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) সকাল ঘ ০৮ঃ০৮ঃ২৫ দং ৭৪৫১০ পর্যন্তনক্ষত্রঃমঘা সকাল ঘ ০৯ঃ৪৩ঃ২৭ দং ১১৪৩৪৭.৫ পর্যন্ত পরে পূর্বফাল্গুনীকরণঃবব সন্ধ্যা ঘ ০৭ঃ১৪ঃ০৪ দং ৩৫৩০২০ পর্যন্ত পরে বালবযোগঃব্যতীপাতঅমৃতযোগঃ দিন ০৭ঃ৪১ঃ৫৮ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৯ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৫ঃ২১ থেকে - ০৫ঃ২৮ঃ৪২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ২২ঃ০৩ থেকে - ০৯ঃ৫৫ঃ২১ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৩ঃ১৯ থেকে - ০১ঃ২৮ঃ৩৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ১৫ঃ১৯ থেকে - ১২ঃ০৮ঃ৪০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ৩৮ঃ০০ থেকে - ১১ঃ২০ঃ৪০ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ১১ঃ৪২ঃ০০ থেকে - ০১ঃ২২ঃ০০ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৮ঃ২১ঃ৫৮ থেকে - ১০ঃ০১ঃ৫৯ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০২ঃ২১ঃ৫৮ থেকে - ০৩ঃ৪১ঃ৫৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ২২৪২৬১২ (৭) ২ পদচন্দ্রঃ ৪২১৪৮১৫ (১১) ৩ পদমঙ্গলঃ০২৬১০৫৭ (২) ৪ পদবুধঃ৩১৭১৩৩৬ (৯) ১ পদবৃহস্পতিঃ১১৬৪৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ৩৪৪৯২৯ (৮) ১ পদশনিঃ ১০২২২১২২ (২৫) ১ পদরাহুঃ ১১১৮৪৮২০ (২৭) ১ পদকেতুঃ ৫১৮৪৮২০ (১৩) ৩ পদশনি বক্রি। লগ্নঃমিথুন রাশি সকাল ০৫ঃ২৫ঃ৫৩ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সকাল ০৭ঃ৪১ঃ৩৬ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৯ঃ৫২ঃ৫৭ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১২ঃ০৩ঃ০৮ পর্যন্ত। তুলা রাশি দুপুর ০২ঃ১৭ঃ১৮ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি বিকাল ০৪ঃ৩৩ঃ০২ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৬ঃ৩৮ঃ২০ পর্যন্ত। মকর রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ২৫ঃ১৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি রাত্র ০৯ঃ৫৮ঃ৩৭ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ১১ঃ২৯ঃ৪২ পর্যন্ত। মেষ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ১০ঃ১৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৮ঃ৩৮ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

প্রবল বর্ষণে উত্তরবঙ্গ যখন নাজেহাল, তখন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি। আর এই ঘাটতি মিটছেই না, আগামী কিছু দিনের মধ্যেও না মেটারই সম্ভাবনা। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.১ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৬.০৫ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০শতকরা এবং ৬১শতকরা। জোয়ার- সকাল ৭টায় এবং রাত৮টায়। ভাটা-দুপুর ১টায় এবং রাত ১টায়। সূর্যঃ উদয় ৪ টে ৫৫ মিনিটে এবং অস্ত ৬টা ২১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ যাঁরা সমাজ জীবনে পরিচিত তাঁরা এমন কিছু করবে না যাতে বদনাম হয। বন্ধুর সহাযতায়নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ আসবে।

বৃষ রাশিঃমরশুমি রোগ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। শিল্পসত্তার দক্ষতার কারণে প্রশংসিত হতে পারেন।

মিথুন ঃজমিজমা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য আরও উদ্যমী হতে হবে। স্ত্রীর কাছ থেকে কোনও সুখবর পেতে পারেন।

কর্কট রাশি ঃ রোজগার বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা আয়ে নতুন উৎস পাবেন। পরিবারে শুভ অনুষ্ঠান হতে পারে।

সিংহ রাশিঃ রাজনৈতিক ব্যক্তিরা সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকবেন।

কন্যা রাশি ঃঋণ পরিশোধের ফলে সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

তুলারাশি ঃ ব্যবসায়ীদের আটকে থাকা টাকা উদ্ধার হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি ঃনববিবাহিতদের দাম্পত্য সুখ বজায় থাকবে। অংশীদারী ব্যবসায় ভুল বোঝাবুঝির ফলে ব্যবসায় মন্দাভাব।

ধনু রাশি ঃ বিদেশে কর্মরত সন্তানের উন্নতির খবরে মানসিক শান্তি।

মকর রাশিঃএই সময়আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হওয়ার ফলে ঋণগ্রস্ত হওয়র সম্ভাবনা। রাজনীতিবিদরা জনহিতকর কাজে নিজেকে যুক্ত করুন।

কুম্ভ রাশি ঃনিজের আয় অনুযায়ী খরচ করার চেষ্টা করুন। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আবার নতুন ভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি হবে।কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন।

মীন রাশিঃবযস্ক জাতকজাতিকারা সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করুন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে অকারণে বিবাদবিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

জয়নগরে রাস্তা তৈরি নিয়ে পঞ্চায়েতের সাথে সাধারণ মানুষের বিরোধ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১০ জুলাইঃ গ্রামের একটি রাস্তা তৈরি নিয়ে গ্রাম বাসীদের সাথে স্থানীয় পঞ্চায়েতের বিরোধ।পুলিশ গিয়ে কাজ বন্ধ করলো। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর থানার জয়নগর ১ নং ব্লকের উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের উওর দূর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের কাছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তা করা নিয়ে বিরোধ বাধে পঞ্চায়েতের সাথে এলাকার মানুষের। পঞ্চায়েত থেকে স্কুল মাঠের মাঝ বরাবর রাস্তা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই মতো ইট, বালি, সিমেন্ট মজুত করা হয়। আর স্কুল মাঠের মাঝ খান দিয়ে এই রাস্তা তৈরিতে আপত্তি জানায় স্থানীয় মানুষ। তাঁরা চায় মাঠটাকে নস্ট না করে রাস্তাটাকে মাঠের ধার দিয়ে করা হোক। কিন্তু উপপ্রধানের উপস্থিতিতে সেই রাস্তার কাজ বুধবার সকালে শুরু হলে স্থানীয় মানুষদের সাথে গন্ডগোল শুরু হয়। আর এই খবর পেয়ে জয়নগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে চলে আসে এবং কাজ বন্ধ করে দিয়ে দুপক্ষকে জয়নগর থানায় আলোচনার জন্য ডাকে।উল্লেখ্য,২১ জন সদস্য নিয়ে এই পঞ্চায়েত গঠিত। যার মধ্যে তৃনমূল ১৫ টি ও কংগ্রেস ২ টি, এস ইউ সি ১ টি ও নির্দল ৩ টি আসন পায়। যে জায়গা নিয়ে এই গন্ডগোল সেই জায়গার সদস্য কংগ্রেসের। কংগ্রেস সদস্য সাধারণ মানুষের পাশে থেকে পঞ্চায়েতের এই রাস্তার বিরোধ করে।ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষ মাঠের ওপর দিয়ে এই রাস্তা বন্ধের জন্য বিডিও কে গণ সাক্ষর জমা দিয়েছেন। এব্যাপারে উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের প্রধান আম্বিয়া বিবি লস্কর বলেন, সাধারণ মানুষ যা চাইবেন সেটাই হবে। কারণ সাধারণ মানুষ আমাদেরকে এই জায়গায় বসার সুযোগ করে দিয়েছেন। কারুর ব্যক্তিগত মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষতি করতে আমি পারবো না। এব্যাপারে জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল বিস্তারিত ভাবে খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানালেন।

রেল ও পুরসভার যৌথ ফুটপাত উচ্ছেদ

রামপুরহাট, ১০ জুলাইঃ কথা ছিল পুরসভার ফুটপাত দখল ছাড়লে, রেল অধিকৃত দোকানদার উচ্ছেদে পুলিশ প্রশাসন সেখানে যাবে না। কারণ সেটা রেলওয়ের নিজস্ব বিষয়। ফুটপাত ব্যবসায়ীদের যৌথ মঞ্চের ছয় প্রতিনিধি পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত, বিধায়ক আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহকুমা শাসক সৌরভ পাণ্ডের উপস্থিতিতে এই আশ্বাস পেয়ে স্বস্তিতে ছিল ফুটপাত ব্যবসায়ীরা। কিন্তু আজকে সে কথার খেলাপ হলো। রেলওয়ে এরিয়া ম্যানেজারও আলোচনায় বসার প্রতিশ্রুতি দেয়। দুদুবার ঘুরিয়ে দেয় ফুটপাত ব্যবসায়ীদের। দেখা করে নি। অবশেষে নির্মমভাবে আজ বুলডোজার চললো। দোকান ভাঙলো রেলওয়ে পাড় থেকে রামপুরহাট পাঁচমাথা পর্যন্ত। ড্রেনের উপরে শিলপাট তুলে দেওয়া হলো। কথা ছিল, বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত মাথায় ছাতা নিয়ে ভাঙা দোকানের জায়গাই ফুটপাতে ড্রেনের উপর শিলপাটে চট পেতে ব্যবসা করবে। সেটাও বন্ধ হলো। কেউ কথা রাখলো না। আক্ষেপ করে ফুটপাত ব্যবসায়ী সাহাজাদা কিন্তু বললেন, কেউ কথা রাখে না। ফুটপাত ব্যবসায়ীদের যৌথ মঞ্চের ছয় প্রতিনিধির সঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত, বিধায়ক আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহকুমা শাসক সৌরভ পাণ্ডের উপস্থিতিতে আমরা আশ্বাস পেয়েছিলাম পুরসভার ফুটপাত দখল ছাড়লে, রেল অধিকৃত দোকানদার উচ্ছেদে পুলিশ প্রশাসন সেখানে যাবে না। স্বস্তিতে ছিলাম ফুটপাত ব্যবসায়ীরা। কিন্তু যৌথভাবে রেলওয়ে পাড় থেকে পাঁচ মাথার সব দোকান নিশ্চিহ্ন হলো। যে জায়গাই বসে বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বসে ব্যবসার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, সেইখানে শিলপাট তুলে দেওয়া হলো। ফাঁকা ড্রেনের উপরে কী করে বসবো? রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত এবং বিধায়ক আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। যদিও এব্যাপারে রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত বলেন, যৌথ মঞ্চে তৃণমূল সমর্থিত ফুটপাত ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বেশি। এছাড়াও দুটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক প্রতিনিধি আছেন। তাদের সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হয় নিজেরা দোকান না ভাঙলে পুরসভা ভেঙে দেবে। অনেকেই কথা রেখে ভেঙেছে। দুই একটি দোকান ছিল। সেগুলো ভাঙা হয়েছে। আর ড্রেনের উপর মোটা ঢালাইয়ের স্ল্যাব ছিল যেগুলো রাস্তা থেকে অনেক উঁচু। ফুটপাত থেকে উচ্চতা বেশি ছিল। সেগুলো সমান করা হয়েছে। এখানে বিধায়ক বা চেয়ারম্যানের কোনো ব্যাপার নেই। সাহাজাদা কিনু যেটা বলেছেন, সেটা নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে বা রাজনৈতিক সুবিধা পেতে এসব বলেছেন। সারা রাজ্যে মানুষের চলাচলের এই ফুটপাত দখলমুক্ত করা হচ্ছে। রামপুরহাটে আগে আলোচনা হয়। তারপর ঐক্যমতের ভিত্তিতে কাজ হয়েছে। রেলওয়ে অমানবিক হয়ে উচ্ছেদ করছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেটা করছেন মানুষের কথা ভেবে। আগে বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন। তিনি পরিকল্পনা করছেন।

দোকান ভাঙা রুখলেন গৃহবধূ

রামপুরহাট, ১০ জুলাইঃ বছর পাঁচেক আগে স্বামীর স্ট্রোক হয়। পক্ষাঘাতে গোটা শরীর বিবশ হয়ে পড়ে স্বামী রবীন্দ্রনাথ শর্মার(৪৫)। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে গৃহবধূ লক্ষ্মীর। একদিকে সংসারের খরচ, স্বামী ও নিজের চিকিৎসার খরচ, তার সাথে একমাত্র মেয়ের পড়াশোনার খরচও আছে। লক্ষ্মী শর্মা বলেন, অভাবের কারণে মেয়ে নিকিতাকে কাছে রাখতে পারি না। থাকে ভাইয়ের বাড়িতে। তারাপীঠ বামদেব বিদ্যাপীঠে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। ভাই অমিত শর্মা অন লাইনে ডেলিভারি ব্যবসা করে। সামান্য আয়। দুর্মূল্যের বাজারে সম্বল বলতে ফুটপাতের ওপর এই দোকানটুকু।যেখানে থাকেন সেখানে প্রতিদিন উঠে যাওয়ার হুমকি। নিরাশ্রয়ী মহিলার ভরসা ছিল সেলাই মেশিন ও ছোট্ট দোকান। ভূমিহীন হওয়াই পান নি সরকারি বাড়ি। বুধবার রেলওয়ে পুলিশ বুলডোজার নিয়ে ভাঙতে এলে অসুস্থ স্বামীকে সামনে রেখে আকুতি মিনতি করায় হাতে চার দিন সময় পেয়েছেন। কিন্তু তারপর...? উত্তরটা তার কাছে নেই। পুরসভার কাউন্সিলার শুদ্ধোধন বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো আশার কথা শোনান নি। তবে রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত বলেন, রেলওয়ে অমানবিক কাজ করেছে।

মঙ্গলবারের ঘটনার পর আবারো উত্তপ্ত ঢোলাহাট থানা

ঢোলাহাট, ১০ জুলাইঃ পুলিশি হেফাজতে থাকার সময় এক যুবককে পুলিশি মার ধরে মৃত্যু হয় এক যুবকের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কার্যত মঙ্গলবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ঢোলাহাট থানা এলাকা। নিহত যুবকের পরিবারের পক্ষ থেকে ভোলাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক রাজদীপ সরকারের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করে নিহত যুবকের বাবা। এই ঘটনার পর বুধবার ঢোলাহাট থানার সামনে নিহত যুবকের পরিবারদের সঙ্গে নিয়ে ভোলাহাট থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় আইএসএফের নেতৃত্বরা। আই এস এফ এর নেতৃত্বদের দাবি মৃত ওই যুবক আবু সিদ্দিকী হালদার আইএসএফের সক্রিয় কর্মী। আই এস এফের সক্রিয় কর্মী হওয়ার কারণে তাকে পুলিশ মারধর করে মেরে দিয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ নিয়ে আই এস এফের কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে ঢোলাহাট থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় আইএসএফের জেলা নেতৃত্বরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার আইএসএফের জেলা সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা তিনি বলেন, যাদের সাধারণ মানুষদের রক্ষা করার কথা তারাই হত্যা নিলায় মেতে উঠেছে। আবু সিদ্দিকী হালদারের স্ত্রী গর্ভবতী আবু সিদ্দিকীর সন্তানের কি হবে এর দায়িত্ব কে নেবে। দেশের আইন রয়েছে সে যদি প্রকৃত চুরি করতো তাহলে আইনের সাহায্য নিয়ে তার দৃষ্টান্তমূলক যদি শাস্তি হতো তাহলে হতো কিন্তু পুলিশ তাদের হেফাজতে নেওয়ার পর এত মার মেরেছে কার্যত ছেলেটা মরেই গেছে। এর দায় কার। আমরা আবু সিদ্দিকী হালদারের মৃত্যুর তদন্ত চাই। সক্রিয় আই এস এফ কর্মী হওয়ার কারণেই কি তাকে খুন করা হয়েছে এই প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। কার্যত একটি মৃত্যু কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল ঘোলা।

সুন্দরবনকে আরো বেশি শিল্পায়ন মুখি করার দাবি উঠলো

বসিরহাট, ১০ জুলাইঃ বসিরহাট সীমান্ত পর্যটন স্থল হিসাবে তথা বিশ্বের ভৌগোলিক মানচিত্র হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ২১টি ব্লক যার মধ্যে বসিরহাট মহকুমা ১০টি ব্লক রয়েছে। যার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সুন্দরবনের প্রবেশদ্বারে রয়েছে হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ ও সন্দেশখালি ১ ও ২নং ব্লক, মিনাখাঁ ও হাড়োয়ার মতো ব্লক। বসিরহাট জুড়ে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের বাস। যা রাজ্যের সবচেয়ে বড় মহাকুমা বলে পরিচিত। তাই এবার পর্যটন শিল্পে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরো যাতে বেশি করে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা এখানে ভিড় জমায়। যেমন তার জন্য পর্যটন শিল্পের উপরে নজর দেওয়ার দাবি তুললেন বসিরহাটের মানুষজন। ইতিমধ্যে ইউনেস্কো সুন্দরবনকে হেরিটেজ ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি ১০২টি দ্বীপ রয়েছে ও ৪৮টি দ্বীপের অরণ্য রয়েছে। এছাড়া ৬৬টি প্রজাতির গাছ রয়েছে। কাঁকড়া, হেতাল, ক্যাওড়া, সুন্দরী, গরান ও গাওয়া সহ একাধিক ম্যানগ্রোভ রয়েছে। কমবেশি ১৫৮৬টি প্রজাতির প্রাণী বাস করে। যার মধ্যে ভয়ংকর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার গোটা বিশ্বের কাছে পরিচিত। সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির ফল ও ফুল গাছও রয়েছে। বসিরহাটের মানুষের আরো দাবি, সেগুলোর উপরে প্রসেসিং করে যাতে আরো বেশি সুন্দরবনকে শিল্পায়নের পরিণত করা যায় তার সব রকম ব্যবস্থা করুক সরকার। একদিকে বহু কর্মসংস্থান পাশাপাশি ছোট, মাঝারি ও বড় শিল্প গড়ে উঠতে পারে।

এছাড়াও অনুসারী শিল্পের মধ্য দিয়ে বহু প্রান্তিক মানুষের রুজি রোজগার মধ্য দিয়ে জীবিকা অর্জন করতে পারবে।

বসিরহাটের সমাজকর্মী ছন্দক বাইন বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুন্দরবনের গরিমা সারা বিশ্বের কাছে প্রসিদ্ধ। সেটাকে আরো বেশি করে শিল্পায়ন মুখী করতে যদি রাজ্য সরকার আরো বেশি উদ্যোগী হয়, তাহলে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলবে।

ডোমজুড় ডাকাতি-কান্ডে সাফল্য গোয়েন্দাদের

ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন এক মহিলাও, রাজ্যে আনার প্রক্রিয়া শুরু, এখনো পর্যন্ত ধৃত ৫

দুরন্ত বার্তা, ডোমজুড়, ১০ জুলাইঃ ডোমজুড় ডাকাতি-কান্ডে অবশেষে সাফল্য পেল হাওড়া সিটি পুলিশ। আগেই গ্রেফতার হয়েছিল একজন। এবার বিহার এসটিএফ এর সঙ্গে যৌথ অভিযানে এক মহিলা সহ আরও চারজনকে গ্রেফতার করলেন হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা। বিহারের পাঁচটি থানা এলাকায় দফায় দফায় অভিযান চালিয়ে ওই দুঃসাহসিক ডাকাতি কাণ্ডে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় রবীন্দ্র সাহানি নামে আগেই একজনকে গ্রেফতার করেছিলেন গোয়েন্দারা। বাকি চার ধৃতের নাম বিকাশ কুমার ঝা, অলোক পাঠক, আশা দেবী এবং মণীশ কুমার মাহাতো। ধৃতদের প্রত্যেকের সঙ্গেই বিহারের সমস্তিপুরের যোগ রয়েছে। তদন্তে জানা গিয়েছে ডাকাতির গ্যাংটি ওই এলাকারই। ওই ডাকাতির ঘটনায় ধৃত মহিলারও গুরুত্বপূর্ণ যোগ ছিল। বাকিরাও ছিল ডাকাত দলের সদস্য। আপাতত তাদের রাজ্যে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন হাওড়ার গোয়েন্দারা। ধৃত রবীন্দ্র সাহানির বিরুদ্ধে বিহারেও একাধিক মামলার যোগ আছে। ইতিমধ্যেই সেই ঘটনায় রবীন্দ্র সাহানিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে বিহার এসটিএফ। উল্লেখ্য, গত ১১ জুন মঙ্গলবার দুপুরে ওই ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। সোনার দোকানের মালিককে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। দোকানের কর্মীদের আটকে রেখে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে সোনার গয়না নিয়ে তারা চম্পট দেয়। জানা গেছে, ৪ দুস্কৃতী সোনার দোকানে ঢুকে সোনার গয়না লুট করে পালিয়ে যায়। দুস্কৃতীদের বাধা দিতে গেলে তারা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে দোকানের মালিক রাকেশ দাসের মাথা ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ডোমজুড় থানার পুলিশ এবং গোয়েন্দা পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। সোনার দোকানের মালিক রাকেশ দাস জানান, ঘটনার দিন বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ বাইকে চেপে আসা দুই দুস্কৃতী প্রথমে দোকানে ঢুকে সোনার পেনডেন্ট দেখতে চায়। আমরা তাদের পেনডেন্ট দেখানোর সময় আরও দুই দুস্কৃতী দোকানে ঢোকে। এরপরই তারা আগ্নেয়াস্ত্র বের করে সবাইকে চুপ করে থাকতে বলে। তিনি একটু চিৎকার করতেই এক দুস্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্রর বাঁট দিয়ে মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। এরপরেই দোকানে থাকা সবাইকে হাত, পা, মুখে টেপ আটকে অবাধে লুটপাট চালায়। পরে তারা দোকান থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যায়। দুস্কৃতীদের মুখ ঢাকা না থাকলেও তারা বিহারী ভাষায় কথা বলছিল।

চারদিন ধরে মায়ের মৃতদেহ আগলে রাখল মেয়ে

কলকাতা, ১০ জুলাইঃ কলকাতার রবীনসন স্ট্রিট কাণ্ডের ছায়া এবার হাওড়ায়। চারদিন ধরে মায়ের মৃতদেহ আগলে রাখল মেয়ে। মায়ের দেহে পচন ধরে গিয়েছিল। ঠিক তার পাশের ঘরে এসি চালিয়ে ঘুমাচ্ছিল মেয়ে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানার অন্তর্গত তাঁতীপাড়া লেনে। মৃতার নাম মিনতি মুখোপাধ্যায় (৭০)। মেয়ে কাকলিকে নিয়ে একই বাড়িতে থাকতেন মিনতি দেবী। দুজনেই মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানা গেছে। বুধবার সকালে ঘর থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরতে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন চ্যাটার্জিহাট থানায়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে মিনতি দেবীর পচাগলা দেহ উদ্ধার করেন। মেয়ের খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায় পাশের ঘরে এসি চালিয়ে ঘুমোচ্ছে মেয়ে কাকলি। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েকে উদ্ধার করে পাঠানো হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। মৃতার দাদা বলেন, এখানে এসে জানতে পারলাম একটি মেয়ে ওদের দেখাশোনা করত। সে রবিবার পর্যন্ত জিনিসপত্র কিনে দিয়ে গেছে। সে খোঁজ নিতে এসে দেখে দরজা খুলছে না। সেই আমায় খবর দেয়। দরজা ভেজানো ছিল। খুলে দেখি দিদির মৃতদেহ পড়ে আছে। মেঝেতে রক্ত ছিল। ওর মেয়ে মানসিক রোগী। স্বামী দিলীপ মুখোপাধ্যায় মারা যাওয়ার পর থেকে মা মিনতি ও মেয়ে কাকলি এখানে একাই থাকত। আমি নিয়মিত এসে খাবার টাকা, পেনসনের টাকা তুলে দিতাম। কাকলি সবসময় বাড়িতে থাকত।

সাঁকরাইল-কাণ্ডে গ্রেফতার ২

হাওড়া, ১০ জুলাই ঃ হাওড়ার সাঁকরাইলের সালিশি সভায় মারধর ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার ২। গৃহবধূর ভাই সহ গ্রেফতার মোট দুই। সাঁকরাইল থানার পুলিশ এদের গ্রেফতার করে। তবে এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জুজারসাহ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এখনও পলাতক। ধৃতেরা হল গৃহবধূর দুই ভাই শার্দুল ও রেজাউল মোল্লা। প্রসঙ্গত, পারিবারিক অশান্তির মীমাংসা করতে এসে শ্বশুরবাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। বহিরাগতদের এনে হামলার অভিযোগ। পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ।

বাম আমলে অবৈধ গৃহ নির্মাণের অংশ ভেঙে দিল নববারাকপুর পুরসভা

নববারাকপুর, ১০ জুলাই ঃ অভিযোগের ভিত্তিতে দীর্ঘ বাম আমলে ১৯৯৫-৯৬ সালে তৈরি বাড়ির অবৈধ নির্মাণ অংশ ভেঙে দিল নববারাকপুর পুরসভা। পুরসভা থেকে অভিযুক্ত প্লট হোল্ডারের আইনজীবির চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে পনেরো দিনের নোটিশ দেওয়ার পরেও তিন বার অতিরিক্ত সময় দিয়েছিল পুরসভা অবৈধ গৃহ নির্মাণের অংশ ভেঙে ফেলার।অভিযুক্ত প্লট হোল্ডারের আইনজীবী কে পুরসভায় গিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার এর সাথে যোগাযোগ করবার জন্য জানান ও হয়েছিল। অবশেষে বুধবার সকালেই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী বাড়ির দীর্ঘদিনের অবৈধ নির্মাণ অংশ ভেঙে দিল নববারাকপুর পুরসভা। ভাঙা পড়ল সানশেড বাড়তি অংশ। ২০০০ সালে বাড়ি কেনার সময় ৫৮ বছরের মহিলাকে অপর প্লট হোল্ডার প্রবীর ব্যানার্জি (নদন) বাড়ির নামপত্তনের জন্য মুচলেকা দিয়েছিলেন গৃহ নির্মাণের অবৈধ অংশ পরে ভেঙে ফেলা হবে। তৎকালীন কংগ্রেসের কাউন্সিলর সহ বামফ্রন্টের ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরাও বিষয়টি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই জল অনেক দুর গড়ায়। ওয়ার্ড কমিটির অনেক সদস্যই বর্তমানে জীবিত নেই। বাম জামানার অবসান। পার্শ্ববর্তী সিপিএমের দোর্দন্ড প্রভাবশালী প্লট হোল্ডার প্রবীর ব্যানার্জি বৃদ্ধাকে ভয় ভীতি দেখায় প্রান নাশের হুমকি ও দেয় বলে অভিযোগ। অবশেষে ৫৮ বছরের বৃদ্ধা স্থানীয় ৪ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের পুর প্রতিনিধির মারফত পুরসভার পুরপ্রধান কে প্রবীর ব্যানার্জির বাড়ির অবৈধ নির্মাণ অংশ ভেঙে ফেলার চিঠি দিলে পুরসভা তড়িঘড়ি নড়ে চড়ে বসে।মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে পুরসভার পুরপ্রধানের নির্দেশে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার রাজীব চ্যাটার্জি, বাস্তুকার ত্রিদিব কর, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি কৃষ্ণা বোস, ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি হিমাদ্রি বোস, ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক সৌমিক বোস দের উপস্থিতিতে বুধবার সকালেই নববারাকপুর পুরসভার ৪নং ওয়ার্ডের ৯৭২ মেইন রোড ওয়েস্ট এর (মধ্যমগ্রাম নোয়াইখালে কাঠের ব্রীজের কাছে) প্রবীর ব্যানার্জির বাড়ির অবৈধ নির্মাণ অংশ ভেঙে দিল নববারাকপুর পুরসভা পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায়। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন পুরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে পুরসভার সহকারী ইঞ্জিনিয়ার দের সনাক্তকরনে সরেজমিনে তদন্তে দীর্ঘদিনের পুরনো বাড়ির অবৈধ নির্মাণ অংশ ভেঙে দেওয়া হল।

হুগলিতে শ্রাবণী মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে

গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন করেন শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১০ জুলাই ঃ শ্রাবণী মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে। বুধবার ঘাট পরিদর্শন করেন শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শম্ভুদীপ সরকার। সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক। শ্রাবণী মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে শ্রাবণী মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে। বুধবার ঘাট পরিদর্শন করেন শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শম্ভুদীপ সরকার। সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক। শ্রাবণ মাসে লাখ লাখ ভক্তের সমাগম হয় তারকেশ্বরে। বৈদ্যবাটী নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে বহু ভক্ত তারকেশ্বরের উদ্দেশে রওনা হয়। কমবেশি ৩০ কিলোমিটার রাস্তায় হাঁটেন ভক্তরা। শ্রাবণ মাসের প্রত্যেক সোমবার লাখ লাখ ভক্তের সমাগম হয় তারকেশ্বর মন্দিরে। আগামী ১৭ তারিখ থেকে শুরু শ্রাবণী মেলা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতি সপ্তাহে লাখ লাখ মানুষ বৈদ্যবাটী থেকে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরের দিকে রওনা দেবেন। তার জন্য প্রশাসনিক প্রস্তুতি তুঙ্গে। মেলার আগে শেওড়াফুলি এবং বৈদ্যবাটির একাধিক ঘাট ঘুরে দেখেন শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শম্ভুদীপ সরকার, শ্রীরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, শেওড়াফুলি জিআরপি-র ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক ,পূর্ত দফতরের আধিকারিক, দমকল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা ও চাঁপদানীর বিধায়ক অরিন্দম গুইন। ঘাটের দুধারে শ্রাবণী মেলাকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলা বসে। আর তার জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেই জন্য ঘাটে মোতায়ন রাখা হবে পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি ঘাটগুলিতে থাকছে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। করা হবে ব্যারিকেডও। টোটোয় চেপে সেই যাবতীয় উদ্যোগ খতিয়ে দেখেন মহকুমা শাসক। শ্রীরামপুর মহকুমা শাসক জানান, আগামী ১৭ তারিখ থেকে শ্রাবণী মেলা শুরু হচ্ছে। যে সমস্ত ভক্তরা শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাবেন তাদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা ও সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। সমস্ত বিভাগগুলি সক্রিয়। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত পুলিশের ব্যবস্থাও থাকছে। চাঁপদানির তৃণমূল বিধায়ক অরিন্দম গুইন বলেন, শ্রাবণী মেলার বাকি আর এক সপ্তাহ। প্রায় ১৫ থেকে ১৬ লাখ পূণ্যার্থী বিভিন্ন ঘাট থেকে জল নিয়ে তারকেশ্বরের উদ্দেশে রওনা দেন। তাঁদের যাত্রাপথে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেই জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরাও লাগানো হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড করে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা গঙ্গা থেকে জল তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আয়োজন সুষ্ঠুভাবে হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য এই পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা কয়লা বোঝায় মালগাড়িতে ধোঁয়া

উলুবেরিয়া, ১০ জুলাইঃ বুধবার সকালে দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়গপুর শাখার বাগনান স্টেশনে তিন নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কয়লা বোঝায় মালগাড়িতে ধোঁয়া দেখতে পাওয়ায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। পরে ওই মালগাড়িটি উলুবেরিয়া স্টেশনে গিয়ে পৌঁছে মালগাড়ি থেকে প্রচুর ধোঁয়া বের হতে দেখে নিত্যযাত্রীরা। এরপর নিত্যযাত্রীদের শোরগোলের ফলে নজরে আছে স্টেশন কর্তৃপক্ষের। খবর দেওয়া হয় দমকলকে। দমকলের একটি ইঞ্জিন উলুবেড়িয়া স্টেশনের ৬ নম্বর প্লাটফর্মে পৌঁছে এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নেভায়। এই ঘটনায় ওই শাখায় ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়।

কিন্তু একটি কয়লা বোঝায় বগি থেকে গল গল করে ধোঁয়া বেরোনোর পরেও কিভাবে ট্রেনটি বাগনান থেকে উলবেড়িয়া স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে নিত্যযাত্রীরা। এক্ষেত্রে বড় সড়ক ঘটনা ঘটলে কি হতো উঠছে সেই প্রশ্ন।

বিধায়ক কালী দাদু কে সঙ্গে নিয়ে গাছ লাগানোয় মেতে উঠলো পোড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, শ্যামপুর, ১০ জুলাই ঃ চলতি বৎসরে তীব্র গরম ওরা সকলেই টের পেয়েছে। তীব্র গরমের জেরে প্রায় দুমাস বন্ধ ছিল ওদের ইস্কুল। তারপর স্কুল খুললেও গরমের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পায়নি ওরাও। ইতিমধ্যেই ওরা জেনে গিয়েছে গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা। ওরা সকলেই প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। শৈশবের খেয়ালে ইতিমধ্যেই বাড়ির আশপাশে দু একটা করে গাছ লাগিয়েছে ওরা। কিন্তু ওদের গাছ লাগানোর সঙ্গে এবার ওরা পেয়ে গেল এক দাদুকেও। আবার তিনি যে কেউ নন-খোদ শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল । এতদিন ওরা দূর থেকে দেখেছিল মিটিং মিছিল সামাজিক অনুষ্ঠানে কালী দাদুকে। এবার কালী দাদু কে সঙ্গে নিয়ে গাছ লাগানোয় মেতে উঠলো তারা। বুধবার হাওড়া জেলার সীমান্ত এলাকার শিবগঞ্জে স্থানীয় ডিঙ্গা খোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভাগিরথী কো অপারেটিভ জয়েন্ট ফার্মিং সোসাইটি লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে গণবীক্ষ রোপন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। এই সোসাইটির সম্পাদক শৈলেন সামন্ত এবং সভাপতি অনুপ বাগ জানান প্রায় ৩ একর জায়গা জুড়ে আগামী এক বছর ধরে কয়েক হাজার গাছ লাগানো হবে। যার মধ্যে থাকবে আম জাম কাঁঠাল ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে এসে কচিকাঁচাদের সঙ্গে গাছ লাগালেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালিপদ মন্ডল। হাতের কাছে পেয়ে কচিকাঁচারা রীতিমতো ঘরোয়া পরিবেশ তৈরি করে ফেলল কালিপদ বাবুকে ঘিরে। আর উদ্যোক্তাদের আতিথেয়তার চেয়ে কচিকাঁচাদের এই হুল্লোড়ে রীতিমতো অভিভূত হয়ে উঠলেন বিধায়ক। বলাই বাহুল্য ঘটনাটি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলো অনুষ্ঠান দেখতে আসা কয়েকশো সাধারণ মানুষ। আরো উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃন্ময় মান্না, সহসভাপতি অপর্না দোলুই ,কর্মাধ্যক্ষ কৃষ্ণেন্দু পুরকাইত, জেলা পরিষদের সদস্যরা মন্দিরা মন্ডল,ডিঙ্গাখোলা পঞ্চায়েতের প্রধান শান্তি রঞ্জন মাইতি,ভাগিরথী কো অপারেটিভ সোসাইটির সভাপতি শৈলেন সামন্ত, সভাপতি অনুপ কুমার বাগ প্রমুখ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২২১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৬ আষাঢ়, ১৪৩১

কথা সাহিত্যিক সমরেশ বসু

সতেরো বছরের রুগ্ন তরুণ সমরেশ বসু একুশ বছরের গৌরীকে নিয়ে আতপুরের বস্তীতে উঠেছিলেন। সম্বল বলতে ছিল একটা হ্যারিকেন, গোটা দুয়েক কাঁথা। গৌরীর হাতের সামান্য দু'এক গাছা সোনার চুড়ি,আর যেহেতু তাঁর কণ্ঠে গান ছিল তাই ছিল কিছু স্বল্প বেতনের ছাত্রী। বুড়ি ওরফে গৌরী সমরেশকে বলতেন তোমাকে বড় লেখক হতেই হবে। চাকরি নিলে তুমি সবসময় লেখা নিয়ে থাকতে পারবে না। গৌরী কিন্তু প্রথম থেকে তাঁর স্থির প্রত্যয়ে অটল ছিলেন। আতপুরের বস্তিতে তারা সংসার পেতেছিলেন,শুরু হয়েছিল বেঁচে থাকার নতুন সংগ্রাম। সমরেশ বসুর সেই ঘরের কথার সঙ্গে ঘরনীর কথা বলতে হবেই। যিনি প্রায় চারটি দশক সমরেশের জীবনে জড়িয়ে ছিলেন। আতপুরে ভাড়া করা টালির ঘরের সংসার,সামনে ছিল একফালি বারান্দা। সেখানে চলত গৌরীর খুন্তি নাড়ানাড়ি। সমরেশ জলচৌকির ওপর কাগজপত্র রেখে দোয়াতে ডোবানো কলম দিয়ে লেখেন বাংলা সাহিত্যের চিরায়িত উপন্যাস। লেখা শেষ হলে মতামত দিতে হত গৌরীকেন্ধ লেখক সমরেশ বসুর তৎকালীন অধিকাংশ লেখার প্রথম পাঠিকা বুড়ি। প্রথম সমালোচকও তিনি। বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখক বরণীয় হওয়ার প্রাককালে যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, রাজনীতির একপেশে ধ্যানধারণা নস্যাৎ করে স্বামীর সৃষ্টিশীলতাকে মান্য করে আশা;ভরসা জুগিয়েছিলেন,লেখকের মনে দোলাচোল কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিলেন যে নারী তিনি সহধর্মিণী গৌরী বসু। সমরেশ বসু জেল খেটেছেন একবছর,যতদিন জেলে ছিলেন ততদিন শ্যালক দেবশঙ্কর, গৌরীকে নিয়ে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। নিয়ম অনুযায়ী দেখা হত প্রতি বুধবার। জেল থেকে সমরেশ বসু বের হলে তাঁর দিন কাটত একপ্রকার নিরন্ন,নিঃস্ব অবস্থায়। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে ১৯৪২সালে চাকরি পেয়েছিলেন। এর আগে কাজ করেছেন পোলট্রি ফার্মে অফিস বলেছিল বণ্ড দিতে,তবে তিনি বণ্ড দেন নি। প্রস্তাব পেয়েছিলেন পুলিশ ইনফর্মার হওয়ার,তাহলে চাকরি পাবেন সঙ্গে উপরি ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। ওই প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় সমরেশের চাকরি জীবনের ইতি ঘটে আর জীবন সংগ্রাম শুরু হয়। চারিদিকে নিশ্চিদ্র অন্ধকারের মাঝে সিদ্ধান্ত নিলেন লিখেই জীবিকা নির্বাহ করবেন। কিন্তু খাবেন কী? সন্তানদের মুখে কি করে দু'মুঠো জোটাবেন। একজন সাধারণ মানুষ নাম নারায়ণ মিস্ত্রী। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে বলেছিলেন সমরেশের যতদিন আয় না হবে ততদিন তাঁর ছেলে-মেয়েদের এক সের দুধ দেবেন সঙ্গে মুড়ি। কালকূট সমরেশের পাঠ্য বইয়ের তুলনায় অন্য বই আকর্ষণ করত। রেল কোয়ার্টারে তখন বৈদ্যুতিক আলো নেই। বড়দার চোখে ধুলো দিয়ে সে পড়ত শরৎচন্দ্র বা অন্য লেখকের উপন্যাস। গৌরী মন্মথনাথের স্ত্রী'র সঙ্গে আলাপ করতেন,গান শোনাতেন,সমরেশদের বাসায় মাঝে-মধ্যে আসতেন কিন্তু গৌরীর প্রতি মন্মথনাথের 'বিতৃষ্ণাভাব' থাকায় তাঁর পক্ষে তখন ওদের পরিবারে গৃহীত হবার সম্ভাবনা থাকল না।

অভিনেতা গুরু দত্ত

কিংবদন্তি অভিনেতা গুরু দত্ত ওরফে বসন্ত কুমার শিবশঙ্কর। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত অভিনেতা হলেও তাকে পৃথিবীর ১০০ জন সেরা অভিনেতার তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়! গুরু দত্ত ওরফে বসন্ত কুমার শিবশঙ্কর শুধু অভিনেতাই ছিলেন না, একজন লেখক, নৃত্য পরিচালক, চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক হিসেবে চলচ্চিত্র জগতে সমাদৃত হয়েছেন। তিনি ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে ধ্রুপদী হিন্দি চলচ্চিত্র প্যায়াসা, কাগজ কে ফুল, সাহিব বিবি অউর গুলাম, ও চৌধুরি কা চান্দ নির্মাণ করেন। প্যায়াসা ও কাগজ কা ফুল চলচ্চিত্র দুটিকে সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ২০০২ সালে সাইট অ্যান্ড সাউন্ড-এর সমালোচক ও পরিচালকদের ভোটেও এটি সেরা ১০০ চলচ্চিত্রের তালিকায় স্থান পায়, যেখানে দত্তকে সর্বকালের সেরা পরিচালক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১০ সালে সিএনএনের সর্বকালের সেরা ২৫ এশীয় অভিনেতা তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। গুরু দত্ত বসন্ত কুমার শিবশঙ্কর ১৯৫০-এর দশকে হিন্দি চলচ্চিত্রে গীতধর্মী ও শৈল্পিক চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য এবং ১৯৫৭ সালে প্যায়সা চলচ্চিত্র দিয়ে হিন্দি চলচ্চিত্রের বাণিজ্যধারার প্রসারের জন্য সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। তার পরবর্তী কয়েকটি চলচ্চিত্র কাল্ট খ্যাতি লাভ করে। তার চলচ্চিত্রগুলির পুনঃমুক্তিকালে দর্শকদের নজর কাড়ে, বিশেষ করে জার্মানি, ফ্রান্স ও জাপানে। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে মেট্রিক পাশের পর আর কলেজে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি তার। ওই সময় বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয় শংকর একটি শো'র জন্য কলকাতায় এলে ঘটনাচক্রে তার দলে নৃত্যশিল্পী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে যান গুরু। এখান থেকেই মূলত সিনেমার প্রতি ভালোবাসা শুরু হয়। এমনকি চলচ্চিত্র জগতে তিনি নৃত্য পরিচালক হিসেবেই যাত্রা শুরু করেন পুনের প্রভাত ফিল্ম স্টুডিও'র মাধ্যমে। আর এখানে কাজ করার সময়ই ভারতীয় চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেতা দেব আনন্দের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। বন্ধুত্ব এতটাই গভীর হয় যে, দেব আনন্দ তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, 'আমার প্রযোজিত সিনেমার পরিচালক হিসেবে কাজ করবে তুমি।' পরবর্তীতে সেই প্রতিশ্রুতি রেখে ছিলেন দেব আনন্দ। তার প্রযোজিত 'বাজি' সিনেমায় পরিচালক হিসেবে যাত্রা শুরু করেন গুরু দত্ত। অন্যদিকে নিজের পরিচালিত সিনেমায় নায়ক হবেন দেব আনন্দ এই ওয়াদাও রেখেছিলেন গুরু দত্ত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন,নারী জাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। আসলে নারীকে ঈশ্বর যে শক্তি দিয়ে নির্মাণ করেছেন সেই শক্তি সবার মধ্যে নেই। নারী শক্তি দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে সক্ষম। মা হচ্ছেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। তাঁকে দিনে একবার প্রণাম করা উচিত। ঠাকুর বলতেন, দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা থেকে। সেই কারণে মায়ের আশির্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। মায়ের আর্শিবাদ কাজ শুরু কলরে কাজ শুভ হয়ে থাকে। মা তো জগত মাতা। তার সাধনা করা দরকার। ভজন উচিত

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরই নারী শিক্ষানিকেতনের ওপরে রোজ দেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন

রবীন্দ্র কুমার শীল

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১) ছিলেন একজন ইংরেজ শিক্ষাবিদ এবং আইনজ্ঞ। কলকাতা ফিমেল স্কুল পরে যে স্কুলের নাম হয় বেথুন স্কুল সেটি এশিয়ার প্রথম মহিলাদের স্কুল বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। তিনি ভারতে আসেন গর্ভন জেনারেলের মন্ত্রী পরিষদের আইনী পরামর্শদাতা হিসাবে। তিনি ১২ জুলাই ১৮০১ সালে ইংল্যাণ্ডের ইলিংতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কলকাতায় আসার তাঁর ইচ্ছা ছিল। কারণ তিনি তখন ইংল্যাণ্ডে সতীদাহ প্রথার পক্ষে হয়ে আইনী লড়াই করতে শুরু করেছেন। সতীদাহ প্রথা ব্যাপারটা কি সেটা তিনি প্রত্যক্ষ করতে ভারতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সুযোগ এসে যায়। ভারতের গর্ভনর জেনারেলেরে আইনী পরামর্শদাতা হিসাবে কলকাতায় আসার সুযোগ পান এবং তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে কলকাতায় এসে ভারতের মহিলাদের প্রকৃত অবস্থা কী রকম তা নিজের চোখে দেখবেন। তিনি কলকাতায় এসে বুঝতে পারেন যে ভারতের নারী শিক্ষার জন্য উন্নত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। নারীদের পুরুষদের বিনোদনের কাজে লাগানো হয়ে থাকে। নারীদের প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারলে ভারত একটি উন্নত দেশে পরিণত হতে পারবে এবং ভারতের নারীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ থেকে মুক্তি পাবে। সেই কারণে তিনি শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করে নারী শিক্ষার ওপরে জোর দিতে দেশির পণ্ডিতদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এবং কলকাতার বেথুন স্কুল ১৭৫ বছরে পা দিল। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার সময়ে প্রবল বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বিরোধী পক্ষরা প্রবল প্রতিবাদ করতে শুরু করে দেয়। '' বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে স্ত্রী সমাজে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা ২৮.৫.১৮৪৯ তারিখে 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রাপ্ত বিষয়/স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ে দুইজন স্ত্রীলোকের কথোপকথন ' শীর্ষক কাল্পনিক সংলাপে বোঝা যায়। এই সংলাপের এক অংশে আছে-'' সেখানে (স্কুলে) ব্যাটা ছেলে যেতে পায় না। মেয়েদের বাবা মিন্সেরা গিয়ে দেখে আসে, একটা সমত্ত বিবি রোজ এসে মমত্ত কোরে সেলাই শেখায়। একজন বুড়ো আর একজন আদবুড়ো বামন্ লেখাপড়া শেখায়। তাদের রীত্ নীত্ বড় ভাল' (সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ- স্বপন বসু, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৪)। উল্লেখ করতে হয় যে 'সমত্ত বিবি' হচ্ছেন ''Mrs. Ridsdale'', বুড়ো শিক্ষকের পরিচয় অজ্ঞাত, কিন্তু 'আদ্‌বুড়ো বামন' হচ্ছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তখন তাঁর বয়স বত্রিশ বছর। ১৮৫০ সালের আগস্ট মাসে ''Literary Chronicle''-এ ''An imaginary dialogue on the Hon. Mr. Bethune's Female Academy'' নামে একটি কাল্পনিক সংলাপ প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে আসল নাম গোপন করে 'আর' নামধারী এক ব্যক্তির কাল্পনিক সংলাপ প্রকাশ করা হয়। এখানে মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে আক্রমণ করাই ছিল মূল লক্ষ্য। বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে সবচেয়ে বেশি আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ এর ''The Hindu Intelligencer'' পত্রিকা। এই পত্রিকায় কখনও মিথ্যা কথা প্রচার করে বলা হয়েছে যে বেথুন টাকার বিনিময়ে ছাত্রী জোগাড় করতেন, কখনও বা ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের চারিত্রিক দোষের কথা প্রচার করে স্কুল সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি তৈরি হল যে বাধ্য হয়ে বেথুন সাহেব এই সব অপপ্রচারের উত্তর দেবার জন্য মদনমোহনকে অনুরোধ করলেন। মদনমোহন এই প্রতুত্তরের জবাব দেওয়ার জন্য ''Friend of India'' -র সম্পাদককে একটি পত্র লিখেন। ওই পত্রিকায় ৩ অক্টোবর ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল-'' We publish with much pleasure, a letter from the native scholar and gentleman, who has cordially cooperated with Mr. Betune in the establishment of his Female School. This effort to import instruction to the daughters of the higher classes in Native Society in Calcutta, and thus to pave the way for the more general introduction of Female Education in the country, is deserving of the highest commendation, independently of the noble pecuniary sacrifices with Betune has made in the cause.'' স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে যখন কুৎসা এবং অপপ্রচার চলতে শুরু করে দিয়েছে তখন 'সর্বশুভকরী' পত্রিকা স্ত্রী শিক্ষা বিরোধী যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করতে শুরু করে। সরকারি আদেশনামায় ১৮৫০ সালে মদনমোহন মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত পদে নিযুক্ত হলেন। সেই সময়েও মদনমোহনকে রেহাই দেওয়া হয়নি। কুৎসা প্রচার করা হয়েছিল যে মদনমোহন নিজের যোগ্যতায় পদটি পাননি, দুই মেয়েকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন বলেই তাঁকে পুরস্কৃত করা হল। ১৮৫০ সালে নভেম্বর মাসে বেথুন স্কুলের সম্পাদক পদে বিদ্যাসাগর আসীন হলেন। তিনি আঠারো বছর সম্পাদক পদে ছিলেন। মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসার করার দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় রচনা করলন ''বাংলার ইতিহাস-২য় ভাগ'', ''জীবন চরিত'', ''আখ্যানমঞ্জুরী'', ''বেতাল পঞ্চবিংশতি'', ''শকুন্তলা'', ''সীতার বনবাস',' ''মহাভারত,'' ''সংস্কৃত ভাষা প্রস্তাব'', ''কথামালা'', ''বোধোদয়'', এবং ''বর্ণ পরিচয়'' সহ আরও বেশ কয়েকটি গ্রন্থ। যদিও এর আগে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারও মাতভাষা চর্চার জন্য ''শিশুশিক্ষা'' রচনা করেছিলেন যা বেথুন স্কুলে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বিবেচিত হয়।

আসুন, এবারে নজর দিই স্কুল প্রতিষ্ঠার দিকে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী জাতির উন্নয়নকে সামনে রেখে। নারীরা যাতে সামাজিক সম্মান লাভ করতে পারে তার জন্য রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর সংগ্রাম করতে শুরু করেছিলেন। সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইন (১৮২৯) বিল পাশ হয়ে গিয়েছে। যার ফলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ক্ষিপ্ত। কিন্তু তখনও বিধবা বিবাহ চালু হয় নি। বহু বিবাহ প্রচলিত রয়েছে। বিধবা বিবাহ চালু করার জন্য বিদ্যাসাগর আন্দোলন করতে শুরু করেছেন। ঠিক সেই সময়ে এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ১৮৪৮ সালে কলকাতার উপস্থিত হলেন। মাত্র উনত্রিশ বছরের এক তরুণ। বাবা কবি। মা এলিনর শিক্ষিত উদারমন। মেধাবী ছাত্র বেথুন সাহিত্য, অঙ্ক বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলজে থেকে আইন পাশ করেন। সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে লণ্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে মামলা করছেন বেথুন। আইনী কাজ চলার সময়ে তিনি ভাবতেন কাদের পক্ষ নিয়ে মামলা করছেন। যাদের স্বামীরা মারা গেলে অসহায় স্ত্রীদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়! তিনি আইনজীবী হয়ে এই নিষ্ঠুর প্রথাকে সমর্থন করতে আইনী লড়াই করছেন। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মা কষ্টটাকে বুঝতে পারলেন। মায়ের কাছে সব কিছু খুলে বলার পর মা'ই তাঁকে বললেন, ভারতবর্ষে গিয়ে অসহায় মহিলাদের জন্য কিছু করো। বেথুন শুনেছেন যে অন্ধ কুসংস্কারে পরিপর্ণ দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ। এই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরে চাকরি পেলেন। এদিকে তখন লর্ড ডালহৌসি ভারতের বড়লাট। তাঁর মনে হল শুধু বাণিজ্য নয়, চাই একচ্ছত্র আধিপত্য। ভারত অধিকার করতে হবে। ডালহৌসি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চিঠি লিখলেন, একজন দক্ষ আইনজীবী চাই যিনি আইন সচিব হয়ে কাজ করবেন। কোম্পানিতে চাকরি করার প্রথম প্রস্তাব পেলেন বেথুন। ভারতে আসার সুযোগ নষ্ট করলেন না। দেরি না করে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। লর্ড ডালহৌসি তাঁকে আইনী কাজ করার পাশাপাশি 'কাউন্সিল অব এডুকেশন'-এর সভাপতি করে দিলেন। তিনি জার্মান, লাতিন এবং ফরাসি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। 'কাউন্সিল অব এডুকেশন'-এর সভাপতি হওয়ার ফলে দেশিয় পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। ঠিক সেই সময়ে বেথুনের কাছে গৌরদাস বসাক উপস্থিত হলেন তাঁর বন্ধু কবি মাইকেলের ইংরেজি কাব্য ' দ্য কাপটিভ লেডি'র মতামত নিতে। বেথুন তাঁর মতামত না দিয়ে গৌরদাস বসাককে বলেন, আপনার বন্ধু ইংরেজি ভাষায় অত্যন্ত সুপণ্ডিত। তাঁকে মাতৃভাষায় কাব্য রচনা করতে বলুন।

বেথুন মারে কথা ভুলে যান নি। মেয়েদের উন্নতির জন্য কিছু করতে হবে। তাঁর বাড়িতে বংলার পণ্ডিতরা এসে উপস্থিত হলেন। তার মধ্যে ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামতনু লাহিড়ী সহ আরও অনেকে। পণ্ডিত মদনমোহনও তাঁর দুই কন্যাকে নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে -কুন্দমালা এবং ভুবনমালা। সেই আসরেই সিদ্ধান্ত হল মেয়েদের জন্য একটি উচ্চমানের মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। সিদ্ধান্তকে সফল করতে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য জমি দান করলেন। বাংলার নারী শিক্ষা-স্কুল ইতিহাসের পাতায় সংযোজিত হল বেথুন স্কুলের নাম। তখন এই স্কুলের নাম বেথুন স্কুল ছিল না। নাম ছিল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' বা 'কলকাতা মহিলা স্কুল'। সালটা ৭ মে, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ। তারপরে ১৯৫০ সালে ৫ নভেম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে ''ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'' এর নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হল। বাংলার ছোটলাট স্যার হারবার্ট লিটলার এবং লেডি লিটলার ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। লেডি লিটলার একটি অশোক গাছের চারা পুতলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাণপুরুষ স্যার উইলিয়াম জোন্স অশোক গাছের নামকরণ করেছিলেন-'জনজিয়া অশোকা'। এই স্কুলের জন্য বিদ্যাসাগর একটি শিক্ষামন্ত্র রচনা করে মদনমোহনের হাত দিয়ে তুলে দিয়েছিলেন-'' কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষানীয়াতিযত্নত''।

স্কুল প্রতিষ্ঠার দিন বেথুন সাহেব তাঁর ভাষণে বলেছিলেন-''I landed in April 1848, and in April 1849 I opened my scheme in detail to some of the friends by whom I am now surrounded having first secured the promise of the valuable assistance of the lady who is about to take charge of your children.'' এই ''some of the friends'' এর মধ্যে যে মদনমোহন তর্কালঙ্কারও ছিলেন তা অনুমেয়। এ ছাড়া বক্তৃতায় ''lady'' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে তিনি হলেন ''Mrs. Ridsdale'' যিনি স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent)। পরদিন ৮ মে, ১৮৪৯ সালে ''The Bengal Hurkaru'' পত্রিকায় স্কুল উদ্বোধন নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হল -''The school room is in that quarter of the town called Simlah, and there at seven O'clock yesterday morning were twenty one little Hindoo girls, from six to nine years of age, and members of some of the most respectable families in Calcuta short of the very highest''। কিন্তু ১৮৪৯ সালে ''The Calcutta Star'' পত্রিকাতে যে প্রতিবেদনে ছাপা হল, উপস্থিত অতিথিদের (মাত্র সাতজন) তালিকায় মদনমোহনের নাম অনুপস্থিত ছিল। মদনমোহন যে উপস্থিত ছিলেন তা প্রমাণ করে দেয় ''The Bengal Hurkaru''। বোঝা গিয়েছিল যে উপস্থিত অতিথির সংখ্যা কম দেখানো হয়েছিল ''The Calcutta Star''। কিন্তু ''Hindu Intelligencer'' পত্রিকাতে ২১জন স্কুল ছাত্রীর তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানে কুন্দমালা এবং ভুবনমালার নামও আছে। (ভ্রম সংশোধন ঃ ''প্রবল সামাজিক অকালবেশাখী ঝড়ের মধ্যেও সুপ্রতিষ্ঠিত বেথুন স্কুল'' লেখার শুরুতেই ভুল হয়েছে। ১৯৪৮ সালের পরিবর্তে হবে ১৮৪৮ সাল। এর জন্য দুঃখিত।)

তথ্যসূত্র ঃ মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারক গ্রন্থ, ড. নির্মল দাশ এবং ''প্রথমা'' লেখক চঞ্চল ঘোষ এবং বেথুন স্কুল ও নারীশিক্ষার দেড়শো বছর ১৮৪৯-১৯৯৯।

রাজস্থান সফর ঃ জয়পুর 'পিঙ্ক সিটি' অব ভারত

জয়দেব দাস, কাশী

১৭২৭ সালে আমেরের রাজা দ্বিতীয় জয় সিং-এর আমলে এই শহরের গোড়াপত্তন হয়। ১৮৭৬ সালে, ওয়েলসের রাজপুত্র ও রানী ভিক্টোরিয়া জয়পুর ভ্রমণে এসেছিলেন। তৎকালীন সময় পিঙ্ক তথা গোলাপি রঙ ছিল আতিথেয়তার প্রতীক। তাই জয়পুরের রাজা রাম সিংহ পুরো জয়পুর নগরকে গোলাপি রং করে দিয়েছিলেন অতিথিদের স্বাগত জানাতে। সেখান থেকেই জয়পুর ' পিঙ্ক সিটি ' নামে পরিচিত।

দিল্লি থেকে জয়পুরের দূরত্ব ৩১৫ কিমি ও আগ্রা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ২৩৭ কিমি। জীবনে এই প্রথমবার সুযোগ এসেছে স্বচক্ষে জয়পুর শহরটিকে দেখার। শুনেছি আমাদের দেশে জয়পুর নাকি প্রথম পরিকল্পিত শহর। এর রূপকার নাকি একজন বাঙালি। নাম বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন রাজা সয়াই জয় সিংহের একজন অমাত্য। স্থাপত্য ও শিল্পের অনুরাগী। আমেরে ই ছিল তার পুরনো রাজধানী কিন্তু অত্যাধিক জল কষ্টের জন্য জয়সিংহ রাজধানীর স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন নতুন শহর গড়ার ভার পড়ে বিদ্যাধরের উপর। এইভাবেই সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠে অত্যাধুনিক শহর জয়পুর।

যাই হোক, এ তো গেল ইতিহাসের কথা, কিন্তু যেদিন থেকে মোটামুটি ঠিক হয়েছে এই যাত্রায় জয়পুর দর্শন হবে, তখন থেকেই যেন মাথার মধ্যে গিজগিজ করছে শুধু দুর্গ, ফোর্ট , প্যালেস। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই প্ল্যাটফর্মে ট্রেন এসে পড়ায় মালপত্র গুছিয়ে বসতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। এখন শুধু ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষা। সময়টা ছিল শীতকাল। ট্রেন ছাড়তেই বাইরের ঠান্ডা হওয়ায় যেন মন ও শরীরের ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে গেল। ট্রেন চলেছে তার আপন ছন্দে , পেরিয়ে মাঠ, ক্ষেত , পাহাড় । একে একে চলে গেল দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট, গুরুগ্রাম । বাইরের ঠান্ডা হাওয়া এখন যেন গায়ে বিঁধছে। অগত্যা জানলার কাঁচ টেনে কম্পার্টমেন্টের ভেতরের কার্যকলাপ লক্ষ্য করলাম

। এতক্ষন যেন এদিকে মনই ছিল না। অল্প সময়ের জন্য ট্রেন জার্নি আমার মন্দ লাগে না। মানুষের কথোপকথন ও ভাব ভঙ্গিমা লক্ষ্য করতে করতে সময়টা যেন হুঁশ করে কোথা দিয়ে বেরিয়ে যায়। হঠাৎই চোখ পড়লো নিচের সিটে বসে থাকা মহিলা সহ দুটি বাচ্চা এখন উঠে বসেছে মালপত্র রাখার জায়গা। এদের তো নিচেই বসে থাকতে দেখেছিলাম, নির্ঘাত টিটিই আসছে, তাই এরা উপরে। ওদিকে রিজার্ভ সিটের প্যাসেঞ্জার এসে গেছে, তাই এদের স্থান এখন উপরেই।

ট্রেনের গতিবেগ কমে যাওয়ায় বুঝলাম , সামনেই আসছে কোনো স্টেশন। জানলার কাঁচ সরিয়ে দেখলাম পৌঁছে গেছি 'আলওয়ার ' । শুনেছি পাহাড়ে ঘেরা এই আলওয়ার শহর নাকি খুব সুন্দর । দিল্লি ও জয়পুর থেকে আলওয়ারের দূরত্ব প্রায় সমান। আরাবল্লী পর্বতেরই একটি অংশ হলো এই আলওয়ার হিলস্ । তবে এই যাত্রায় আমাদের আলওয়ার ঘোরা হবে না। জয়পুরে তিন রাত - দুদিন কাটিয়ে যেতে হবে আগ্রায়। সন্ধ্যা নেমে আসছে, বাইরের কিছু দেখার আর যো নেই। বড্ড বোরিং লাগছে, জানলার কাঁচে নিজের মুখ দেখা ছাড়া আর উপায় নেই। কি যে করি , ট্রেনের দুলুনিতে ছেলে চোখ বুজেছে, ওইদিকে আমার কর্তা কিছুক্ষণ খবর কাগজের পাতা উল্টেপাল্টে , এখন ফোন নিয়ে পরেছে। আমি যে একটু ফোন ঘাঁটবো তার ও উপায় নেই, বেরোনোর সময় তাড়াহুড়োতে মোবাইলটা চার্জে দিতেই ভুলে গেছি। এসব ভাবতে ভাবতেই যাই হোক এসে পড়েছি জয়পুর জংশন। ঘড়িতে বাজে তখন সন্ধ্যে ছয়টা বেজে দশ মিনিট । মালপত্র নামিয়ে স্টেশনের চত্বর পেরিয়ে বাইরে এসে দেখলাম জয়পুর রেলওয়ে স্টেশনের পাশে রয়েছে অসংখ্য থাকার হোটেল। কোন দিকে যাব ভাবছি, এই সময় একজন স্বহৃদয় ব্যক্তি এসে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি বাঙালি? ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ । বললেন, আসুন আমার সঙ্গে, আমি আপনাদের হোটেলের বন্দোবস্ত করে দেবো। ভাবলাম যাক বাঁচা গেল এতটা জার্নি করে এসে আর ছুটোছুটি করতে হবে না । অমনি আমার কর্তা বলে উঠলেন, আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই, আমরা নিজেরাই বন্দোবস্ত করে নেব । আমি বাধা দিতে গিয়েও থেমে গেলাম, লোকটি দেখলাম আমাদের পিছু নিয়েছে। কিছুতেই ছাড়বে না। বললাম আমাদের দরকার নেই , আমরা নিজেদের মতো করে কিছু একটা বন্দোবস্ত করেই নেব। আপনি এখন আসতে পারেন। কিন্তু এত সহজ কথায় কিসে যাবার পাত্র? আমরা যে হোটেলেই ঢুকি, সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, রিসেপশনে কথা বলে বা ঘর পছন্দ না হলে যখনই বেরোচ্ছি তখনই তার দর্শন পাচ্ছি । দু তিনটে হোটেল ঘোরার পরে মনে কেমন যেন একটা ভয় ধরে গেল, খারাপ মতলব নেই তো । আসলে আমরা তিনজন ছাড়া , ওখানে আর কেউ নেই । মূলতঃ আমরা একা একাই বেড়াতে যাই , খুব একটা দলের সাথে বেড়ানোর অভ্যাস আমাদের নেই। । এবার এসে পড়লাম রাস্তার শেষ হোটেলে, বড় বড় করে লেখা 'মীনাক্ষী প্যালেস ' । স্বামীকে বললাম, আর খোঁজাখুঁজি করতে হবে না , এখানেই একটা ঘর নিয়ে নাও। লোকটা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না, জোঁক এর মতো লেগে রয়েছে। রিসিপশনে লোকটির সাথে কথা বলে ঘর পছন্দ হয়ে গেল। বেশ বড় বড় ঘর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সব রকম ব্যবস্থাই রয়েছে, শুধু নেই নিজস্ব রেস্টুরেন্ট। হোটেলের রিসেপশনে আধার কার্ড ও অন্যান্য নথিপত্র জমা দেওয়ার পরে রুমে চলে এলাম। রুমটির একধারে রয়েছে ডবল বেড , তার পাশেই রয়েছে একটি ল্যাম্পশেড, ও অন্য ধারে রয়েছে একটি বড় সোফা। তাছাড়াও ঘরে রয়েছে জামাকাপড় রাখার বড় কাঠের আলমারি একটি ফ্রন্ট টেবিল, এলসিডি টিভি এবং একটি এয়ার পিউরিফায়ার। বিছানার উপর সুন্দর করে পাতা রয়েছে ধবধবে সাদা চাদর ও সঙ্গে ডবল বেড কম্বল। জয়পুরে দিনের ও রাতের তাপমাত্রার বেশ পার্থক্য। মরুভূমির জন্যই দিনের তাপমাত্রা যেমন বেড়ে যায়, আবার সূর্যাস্ত হতেই তেমনি জাকিয়ে বসে ঠান্ডা। ঠান্ডাটা সেভাবে না হলেও জয়পুরে এসে টের পেলাম।

বারাণসী কড়চা

বারামসী শাড়ির ব্যবসা করুণ

জয়দেব দাস, কাশী

পূর্ব প্রকাশের পর

তিনি বলেন, বাড়িতে খাবারের সমস্যা আছে। ছেলেরা বেকার ঘরে বসে আছে। ছোট বাচ্চারা কিছু খেতে টাকা চাইলে কাজ না পেয়ে রেগে যায়।

পাশেই সাবিনা বানো তার দুই সন্তান ও স্বামীকে নিয়ে এক বাড়িতে থাকেন। মালা বানানোর সময় সাবিনা জানান, তিনজন মিলে দিনে ২-৩ ডজন মালা বানায়, মানে একদিনে একজনের মজুরি মাত্র ৫ টাকা। সে এক সপ্তাহে দশ ডজন অর্থাৎ ৫০ টাকা আয় করতে পারে। এই গ্রামের তাঁতি সম্প্রদায়ের সকল নারীই নিরক্ষর এবং একই ধরনের কাজ করছেন।

আলেয়া বিবির ১৪ বছর বয়সী মেয়ে ফাতেমা বেগমকে মালা বানানোর সময় জিজ্ঞেস করলে তিনি বুঝতে পারলেন যে আমি আমার মাকে সাহায্য করার জন্য এই কাজটি করি, তাই তার চোখ জলে ভরে যায়। সে বলল- 'কি করব?' সংসার দেখাশোনা করা। স্কুলে যাওয়ার প্রশ্নে তিনি মৃদুস্বরে 'না' বললেন এবং সেখানে উপস্থিত তার বোনের দিকে তাকালেন। একথা বলার পর ফাতেমা ও তার বোন দুজনেই কান্নাকাটি শুরু করেন এবং হাতে মালা পরাতে থাকেন।

ফাতেমা জানান, তার লেখাপড়ার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু দারিদ্র্য ও পারিবারিক অভাবের কারণে সে কখনো স্কুলে যেতে পারেনি। তিনি কেবল তার ভাইবোনদের যত্ন নিতে এবং ঘরের কাজ করতে থাকেন।

চুক্তিতে কর্মরত এই মহিলাদের শ্রমের এত কম মূল্য নির্দেশ করে যে অসংগঠিতদের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির নিয়ম চুক্তিতে করা কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বেনারসি শাড়ি শিল্পের অবনতির কারণে বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ বেকার হয়ে পড়েছে এবং তাদের শ্রম ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাঁত পরিবারের নারীরা এমন অনেক কাজ করে আসছেন যাদের মজুরি তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল, কিন্তু এখন সেসব কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা সেই কাজগুলো করতে বাধ্য হচ্ছেন যেগুলোতে মজুরি খুবই কম। বেশিরভাগই সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি যেখানে কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। ভবিষ্যৎ তো দুরের কথা বারানসির শাড়ি শিল্পের বর্তমান ঘন অন্ধকারে আচ্ছাদিত। (রবীন্দ্রকুমার শীলের সংযোজন ঃ বেনারসী শাড়ির কদর ছিল বাংলায়। বিশেষ করে কলকাতার বনেদি পরিবারের মহিলাদের মধ্যে বেনারসী পরার চল ছিল। সেখানে এখন বিদেশি উন্নতমানে শাড়ি স্থান নিয়েছে।)

সবে তখন শুরু হয়েছে ক্লাস, আচমকা হুড়মুড়িয়ে বেঞ্চ সমতে ৫ ফুট নিচে মাটিতে ঢুকে গেল ৪ পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১০ জুলাইঃ কখনও স্কুলে ভেঙে পড়ছে দেওয়াল, আবার কখনও ভেঙে পড়ছে ছাদের চাঙড়। এই খবরের ঘনঘটা তো ছিলই, কিন্তু তাই বলে ক্লাসরুমের মেঝেতে ধস! শুধু ধসই নয়, একেবারে হয়ে গেল ৫ ফুট বড় গর্ত। তাতেই পড়ে গেল ৪ পড়ুয়া। চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম থানার নিচু পাতিনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বুধবার সকালে স্কুল ভর্তি ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ক্লাস নিচ্ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এরই মধ্যে হঠাৎ করে একটি ক্লাসরুমের একাংশ বসে গিয়ে মাটির তলায় ঢুকে যায়। বেঞ্চ সমেত গর্তে ঢুকে যায় পড়ুয়ারা। শোরগোল পড়ে যায় গোটা স্কুলে। খবর চাউর হতেই আতঙ্ক ছড়ায় গোটা এলাকায়। বেঞ্চে বসে থাকা ৪ ছাত্র গর্তে পড়ে যেতেই দ্রুত

শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের উদ্ধার করে এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানেই চলে প্রাথমিক চিকিৎসা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, ২০০৬ সালে বন্যায় স্কুলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সুবর্ণরেখা নদীর ৫০০ মিটারের মধ্যে আছে এই স্কুল। সম্ভবত নিচের মাটি হালকা হয়ে যাওয়ার জন্যই এই ধ্বস বলে মনে করছেন অনেকে। এদিকে ঘটনার পরেই খবর যায় পুলিশের কাছে। পুলিশও গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। কথা বলা হচ্ছে স্কুলের শিক্ষকদের পাশাপাশি পড়ুয়াদের সঙ্গেও। স্কুলের শিক্ষক অনুকূল কুমার বেরা। বলছেন, ''এগারোটায় ক্লাস শুরু হয়েছিল। আর ১১টা ২৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটে। ওই ক্লাসে একটা বেঞ্চে ৪ জন ছাত্র বসেছিল। দেখা যায় আচমকা চার ছাত্র বেঞ্চ সমতে মাটির নিচে চলে যায়। দেখা মাত্রই আমাদের শিক্ষকেরা ছুটে যান। গ্রামবাসীরাও ছুটে আসেন। ওদের তোলা হয়। ২ জন আহত হয়েছে।'' এদিকে স্কুলের এই অবস্থা দেখে হতবাক অভিভাবকেরাও। ভয় সকলের মনেই। স্কুলের এই অবস্থা থাকলে কী করে পড়ুয়াদের পড়তে পাঠাবেন তা ভেবেই মাথায় হাত সকলের।

বর্ধমানে ছেলেধরা গুজব

কম্পিউটার শিক্ষার্থী খুঁজতে গ্রামে গিয়ে হেনস্থার মুখে দুই তরুণী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১০ জুলাইঃ প্রশাসনের লাগাতার প্রচার চলছে। তবুও বারবার সামনে আসছে মানুষের অসহিষ্ণু মুখ। গ্রাম হোক কী শহর, গুজব থামার লক্ষণ নেই।

বুধবার আউশগ্রামের কয়রাপুর গ্রামে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের কোর্সের জন্য পড়ুয়াদের কাউন্সেলিং করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হলেন দুই তরুণী। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয়রা দুই মহিলাকে আটক করে হেনস্থা করে। খবর পেয়ে গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে ওই দুই তরুণী দুর্গাপুরের একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সংস্থার অধীনে কাজ করেন। তাঁরা কয়রাপুর গ্রামে সার্ভে করার পাশাপাশি পড়ুয়াদের মোটিভেট করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এলাকার মানুষ অচেনা। তাই তারা ছেলেধরা ভেবে তাদের হেনস্থা শুরু করেন। গ্রামের বাসিন্দা জয়দেব দাস বলেন, ''এটা খুব খারাপ হচ্ছে। অচেনা মানেই সে খারাপ, ছেলেধরা। এ আবার কী ধরনের সংস্কৃতি।'' বুধবার দুপুরে দুই তরুণী কয়রাপুর গ্রামে একটি পাড়ায় দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। কম্পিউটার শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রীকে বর্ধমান শহরে গিয়ে ক্লাস করার কথা বলা হয়। সঙ্গে কিছু নিয়মকানুনের কথা বলে অন্য পড়ুয়াদের সন্ধানে ঘুরতে শুরু করেন। এরপর ওই ছাত্রী পরিবারের লোকজনদের জানায়। পরিবারের লোকজন সন্দেহ করেন ওই দুই অপরিচিত মহিলা ছাত্রীকে বর্ধমানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল। রটে যায় ছেলেধরা গুজব। দুই তরুণীকে ঘিরে ধরে হেনস্থা করেন গ্রামের মানুষ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই দুই তরুণীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। এরপর সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ নিশ্চিত হয় যে ভুল কিছু বলেননি তাঁরা। সংস্থার লোকজনদের থানায় আসতে বলা হয়।

বিজেপির মহিলা কর্মীকে বেধড়ক মারের অভিযোগ, কাঠগড়ায় বিজেপিই

দুরন্ত বার্তা, রামনগর, ১০ জুলাইঃ বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল। আর শিকার মা-মেয়ে ও এক বিজেপি নেতা। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর ২ ব্লকের পালধুই অঞ্চলের ঘটনা। অভিযোগ, পঞ্চায়েতের সদস্য ওপর অশালীন আচরণ করেছেন বিজেপির পঞ্চায়েতে প্রধান এবং তাঁর স্বামী বলে অভিযোগ। হঠাৎ করেই তাঁদের উপর আক্রমণ করা হয়। ওই মহিলার দাবি, হঠাৎ করে তাঁর উপরে আক্রমণ করা হয়। কিন্তু হঠাৎ কেন এরকম আক্রমণ ধেয়ে এল? মহিলার দাবি, আসলে তিনি প্রধানের কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন। নিজের বুথে কাজ হচ্ছে অথচ তিনি কিছু জানতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেন। যে কাজগুলো করা প্রয়োজন সেগুলো না করে যেগুলো প্রয়োজন নেই সেই সমস্ত কাজ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। মহিলার দাবি সেই কারণেই আক্রমণের শিকার হতে হল তাঁকে। মহিলা বলেন, ''বিগত কিছুদিন আগে আমার উপর হামলা হয়। কার্তিক বেইজ ও ওঁর স্ত্রী হামলা করে। আমি থানায় জানাই। এরপর ক্রমাগত আমায় হুমকি দেয়। বলে অ্যাসিড ছুড়ে মারব। আজ হঠাৎ করে কার্তিকের দলবল এসে আমার উপর হামলা চালানো হয়।'' এ প্রসঙ্গে সত্যেন পঞ্চাধয়ী, অঞ্চল সভাপতি বলেন, ''এটা ওদের পারিবারিক ঘটনা। তৃণমূল এখানে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে।''

ভাঙনে সর্বস্ব হারিয়ে তিন মুক ও বধির মেয়েকে নিয়ে পথে বসেছেন বৃদ্ধা ফুলকুন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ জুলাইঃ স্বামী মারা গেছে বহু বছর আগেই। বয়সের ভারে নিজেও এখন তেমন কাজ করতে পারেন না। পরিবারে রয়েছে তিন মেয়ে। তিনজনেই বিশেষভাবে সক্ষম। কথা বলতে পারে না তারা। কিন্তু কঠোর জীবন সংগ্রামে কখনো হার মানেননি মালদহের রতুয়ার ভাঙন কবলিত মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসমহল এলাকার ফুলকুন বেওয়া (৬৫)। এই বয়সেও লোকের জমিতে দিনমজুরি করে তিন মেয়ের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছেন ফুলকুন। কিন্তু পাঁচদিন আগে ফুলহরের ভাঙ্গনে শেষ সম্বল বসত ভিতেটুকু নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার পর লড়াইয়ের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন এই বৃদ্ধা। ভাঙনের আগাম সংকেত পেয়ে অনেকেই নিজেদের বাড়ির জিনিসপত্র এবং বাড়ির ইট ভেঙে অন্যত্র নিয়ে গেছে। কিন্তু ফুলকন বেওয়ার পক্ষে সেটাও সম্ভব হয়নি। তিন মেয়েকে নিয়ে এক কাপড়ে কোনক্রমে শুধু নিজেদের প্রাণটুকু রক্ষা করেছেন। তারপর থেকে থাকছেন আম বাগানে। সারাদিন নদীর দিকে তাকিয়ে বসে থাকছেন এই বৃদ্ধা। আগামীতে কোথায় থাকবেন কিভাবে দিন কাটবে কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না। রাত ও কাটছে নিদ্রাহীন ভাবেই। হঠাৎ বৃষ্টি নেমে গেলে কোনভাবে প্রশাসনের থেকে দেওয়া একটা পলিথিনে মাথা গুজছেন। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে খেতেও পাননি ঠিকভাবে। আগে প্রতিবেশীরা খাবার দিয়ে সাহায্য করত। এখন তো তারাও গৃহহীন। তাই তাদের কাছ থেকেও পাচ্ছেন না সাহায্য। প্রথম দুই থেকে তিন দিন শুধু গাছের আম এবং জল খেয়ে তিন মেয়েকে নিয়ে কোনভাবে বেঁচেছেন। পরবর্তীতে সরকারের কাছ থেকে ত্রানের কিছু খাদ্য সামগ্রী পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু মা এবং তিন মেয়ের ক্ষুদা নিবারণের জন্য সেটা যথেষ্ট নয়। সঠিক সরকারি সাহায্য এবং পুনর্বাসন না পেলে মেয়েদের নিয়ে আগামী দিন কিভাবে কাটাবেন। নদীর দিকে তাকিয়ে সারাদিন সেই চিন্তায় করছেন বৃদ্ধা। ফুলকন বেওয়া বলেন, ''মনে হচ্ছে না লড়াই করতে পারব। কোন কিছুই তো থাকলো না। এর থেকে ভালো নদী আমাদেরকেও ভাসিয়ে নিয়ে চলে যেত। আমি তো তাও নিজের কষ্টের কথা বলতে পারছি। মেয়েরা সেটাও পারবে না। আমার কিছু হয়ে গেলে মেয়েগুলো যে কোথায় থাকবে। চিন্তাটা ওদের জন্যই। সরকারের কাছে করজোড় করে অনুরোধ করছি আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক। এইভাবে আর বাঁচতে পারছি না। নিদ্রাহীন এবং অভুক্ত হয়ে থাকতে হবে।'' প্রতিবেশী আব্দুল সামাদ বলেন, ''আমাদের প্রত্যেকের অবস্থায় খুব খারাপ। কিন্তু এই পরিবারটা একদম অসহায়।'' মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জির বক্তব্য, ''প্রাথমিকভাবে মানুষের পাশে যেভাবে দাড়ানো যায় আমরা সবটা করছি। পুনর্বাসনের বিষয় নিয়েও ভাবনা চলছে। বিডিওকে বলা হয়েছে খাসজমি কোথায় কেমন আছে সেটা দেখতে।''

Tender Notice

Prodhan Som-II G.P invites e-tenders in authority's contact from reliable Resourceful and eligible Contractor for NIT NO-03/24-25/15th CFC (Untied)/Som-II G.P up to 16.07.24 16:00 hrs.For others details visit - www.wbtenders. gov.in or Sompara- II G.P.

Sd/-Prodhan
Som-II G.P

লামডিং ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিনি. ডিইই/এলএমজি/১৫ অব ২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৮-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং: ইএল/এলএম/২৪-২৫/১৩, কাজের নামঃ সিনি. ডিইএন/IV/ লামডিং (ইলেকট্রিক্যাল পোর্শন) অধিক্ষেত্রের অধীনে লামডিং-ফরকাটিং সেকশনে অর্থাৎ ডিফু, দলদলি, ধনসিরি, রাঙাপাহাড়, চোঙ্গাজান, ভিলগাঁও, জামগুড়ি ও ওটিঙে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটির মেরামতি এবং অতিরিক্ত/বর্ধিত ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১৪,০০,০০০ টাকা; বায়নার ধন ঃ ২৮,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-০৭-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ৩০-০৭-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। ক্র. নং. ২, টেন্ডার নং: ইএল/এলএম/২৪-২৫/০৬-আরটি, কাজের নামঃ সিনি. ডিএসসি অফিস লামডিং (ইলেকট্রিক্যাল পোর্শন)-এর আপগ্রেডেশন। টেন্ডার মূল্যঃ ৫,৪০,৬৮৫.৮৯ টাকা; বায়নার ধন ঃ ১০,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-০৭-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ৩০-০৭-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-০৭-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডওপি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the Jabarrah Gram Panchayat
Vill: Mudidih, P.O.: Kulabahal, P.S.: Hura, Dist.: Purulia
NOTICE INVITING E-TENDER
No-01/2024-25, Date: 08/07/2024

For and on behalf of the Jabarrah Gram Panchayat, Pradhan, Jabarrah Gram Panchayat invites tenders through E-tendering for the 3(Three)Nos. different works. Last date of submission of Bid up to 22.07.2024 up to 6.00 pm. Bid Opening date (Technical) 24.07.2024 at 12.00 Noon. For details please visit **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Jabarrah Gram Panchayat

লামডিং মণ্ডলে আরইউবির নির্মাণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৯৮ অফ ২০২৪ তারিখঃ ২৭-০৬-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/করিমগঞ্জ জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনের করিমগঞ্জ জংশন-মহিষাশনের মধ্যের ১৯২/০-১ কিলোমিটারে আরইউবির (১×৪.০ মিটার × ২.৫ মিটার) নির্মাণ। টেণ্ডার রাশিঃ ২,২০,৯৯,৩২৪.৬১ টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৬০,৫০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৬-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৫-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NIT No-02/HirGP/2024-25 (2nd Call)
NIT No-03/HirGP/2024-25

Pradhan, Hirbandh Gram Panchayat invites Tenders of few Construction works in Hirbandh GP area within 17/07/2024 details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and the Notice Board of Hirbandh Gram Panchayat, PO–Bauridiha, Dist.–Bankura.

Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

Moshiara Gram Panchayat
Vill+PO – Moshiara, PS – Hirbandh, Dist – Bankura.
NIT No-02/MoshGP/2024-25(2 nd Call)

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders for few civil works, within Moshiara GP, details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO–Moshiara, Dist.-Bankura.

Sd/-Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে কলকাতাস্থিত মেসার্স হরিয়কশ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বর্তমান L.R. রেকর্ড ভুক্ত রায়তগনের নিকট হইতে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। জেলা-বাঁকুড়া, থানা ও ব্লক - গঙ্গাজল ঘাটি
মৌজা-চৌশাল জে.এল নং - 14

দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
1203	বাইদ	0.04 একর
1204	বাইদ	0.12 একর
1205	বাইদ	0.24 একর
1194	বাইদ	0.01 একর

উপরোক্ত সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে লিখিতভাবে আপত্তি জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রকাশ থাকিল যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি দাখিল না হইলে পরবর্ত্তী কালে তাহা সবর্তোভাবে অগ্রাহ্য করা হইবে।

সৌগত ঘোষ
8820204728

GOPALNAGAR GRAM PANCHAYAT
Gopalnagar (Hattala), P.O:-Dewanbheri, Dist:-Hooghly
Email ID:-gopalnagoregp@yahoo.co.in
NOTICE INVITING e-TENDER: 024/GGP, Date: 10/07/2024
NOTICE INVITING e-TENDER: 025/GGP, Date: 10/07/2024
NOTICE INVITING e-TENDER: 026/GGP, Date: 10/07/2024
NOTICE INVITING E-TENDER: 027/GGP, DATE: 10/07/2024
NOTICE INVITING E-TENDER: 028/GGP, Date: 10/07/2024
NOTICE INVITING e-TENDER: 031/GGP, Date: 10/07/2024

The Prodhan Gopalnagar Gram Panchayat, invites e-Tender Only from Bonafide, resourceful Contractors/Suppliers having Credentials(in the form of work order, work completion certificates and payment certificates) of executing of 44(Forty-four)Nos. different works. Last date of Bid Submission(online): 19.07.2024(26.07.2024 for NIeT-31/GGP) at 10.00 am. Date of Opening of Bid(Online): 22.07.2024 (29.07.2024 for NIeT-31/GGP).

NOTICE INVITING TENDER: 30/GGP, Date: 10/07/2024

Sealed tender in the prescribed Proforma hereby invited by the Pradhan, Gopalnagar Gram Panchayet, from the reliable reputed bonafied contactors for 20(Twenty)Nos. different works. Last date of submission of tender paper: 26/07/2024 up to 1.00 P.M. Date of Opening tender: 29/07/2024 10.00 AM. For further details please visit website https://wbtenders.gov.in. or visit office of the undersigned

Sd/- Pradhan
Gopalnagar Gram Panchayat

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY

Notice Inviting E-Tender No. 540/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_707972, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 541/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_707982, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 542/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_707991, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 543/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_707997, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 544/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708005, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 545/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708013, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 546/5 th SFC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708024, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 547/5 th SFC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708032, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 548/5 th SFC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708037, Date: 05.07.2024

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for different works. Fund: 15 th FC Tied & 5th SFC. Date of Start of download-ing the documents from 08.07.2024 at 6.30 PM. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on 16.07.2024 at 3.00 P.M. Date of Opening of Technical Bid (Online) on 18.07.2024 at 3.00 P.M. For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY

Notice Inviting E-Tender No. 549/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708053, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 550/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708058, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 551/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708060, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 552/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708064, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 553/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708069, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 554/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708076, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 555/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708087, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 556/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708106, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 558/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708113, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 559/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708120, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 560/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_708121, Date: 05.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 563/15 th FC/2024, Tender ID: 2024_ZPHD_710343, Date: 09.07.2024

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for different works. Fund: 15 th FC Tied & 5th SFC. Date of Start of download-ing the documents from 09.07.2024 at 6.30 PM. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on 17.07.2024 at 3.00 P.M. Date of Opening of Technical Bid(Online) on 19.07.2024 at 1.00 P.M. For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-02/EO/24-25 Dt. 10/07/2024 for 10 nos. scheme Tender ID-2024_ZPHD_710792_1 to 2024_ZPHD_710792_10. within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/২৪/৪১, তারিখঃ ০৪/০৭/২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ত নির্মাণকারীদের থেকে ইলেকট্রনিক বিড আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি হল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ নির্মাণের জন্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য। বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এইগুলি হল ই-টেন্ডার, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক অফার বিড গৃহীত হবে। **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; স্টোর্সের বিবরণ; পরিমাণ; খোলার তারিখ; টেন্ডার মূল্য নিম্নরূপঃ** [২২১]; **৩১২৪১১৭৪এ;** সিএলডব্লু স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০০৩৫/জি অনুযায়ী সেন্সর অয়েল সার্কিটের অ্যাম্প্লিফায়ার (সিএলডব্লু ওয়েবসাইটে উপলব্ধ টেন্ডার খোলার তারিখে ক্যাটেগরি নং এন/০/০১০৪, সি অ্যান্ড ডি নং টি০২০/০১২ অনুযায়ী সরবরাহের পরিধি হবে); **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ০১/০৮/২০২৪; **০.০০ টাকা।** [২২২]; **২৫২৪৫০৯৯;** ট্রলি সহ ক্যাপাসিটি ৩০ টন, সেটে মোটরাইজড্ পাওয়ার প্যাক এবং ফিক্সচার (ড্রইং নং ভি ০১৮৭৫-১১৮ অনুযায়ী ট্র্যাকশন আরওডি অ্যাসেম্বলী ফিক্সচার) সহ হাইড্রলিক স্পেশাল পারপাস রিমোট কন্ট্রোল ডবল অ্যাক্টিং জ্যাক, মেকঃ এ.আই.এম./ভ্যানকোস অথবা সমতুল। (নথিপত্রে অ্যানেক্সার-I-তে বিস্তারিত বিবরণ এবং টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন দেওয়া আছে); **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ০৭/০৮/২০২৪; **০.০০ টাকা।** [২২৩]; **৩০২৪২৯৮৮;** ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিক্যুইড অক্সিজেন গ্যাস স্পেসি. আইএস ঃ ৩০৯/৯২; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ৩০/০৮/২০২৪; **০.০০ টাকা।** [২২৪]; **৩০২৪২৯৮২;** বিআইএস ৪৫৭৬ অফ ১৯৭৮ অথবা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন কমার্শিয়ালের জন্য লিক্যুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (১৯কেজি কমার্শিয়াল সিলিন্ডারে)। এইচএসএন-২৭১১১৯০০। খালি সিলিন্ডার ফেরৎযোগ্য; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ১২/০৮/২০২৪; **০.০০ টাকা।** [২২৫]; **২৫২৩৫০১০সি;** (১) সোয়াগিং স্টেনলেস স্টিল অ্যান্ড কপার টিউব, সাইজ ১/২ ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি-এর জন্য হাইড্রলিক মাল্টি হেড সোয়াগিং মেশিন, স্পেসিফিকেশন নং এমটি/২৩০৮ তারিখ-০৭/১২/২০২২, এইচএসএন কোড ৮৪৬২ [ওয়ারেন্টি সময়সীমা ঃ এম অ্যান্ড পি-এর প্রুভিং আউট এবং চালুকরণের তারিখ থেকে ২৪ মাসের জন্য ওয়ারেন্টি সময়সীমা হবে] [ইন্সপেকশন এজেন্সী ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপে. ঃ না, স্টেজ ঃ ০], (২) সোয়াগিং স্টেনলেস স্টিল অ্যান্ড কপার টিউব সাইজ ১ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি-এর জন্য হাইড্রলিক মাল্টি হেড সোয়াগিং মেশিন, স্পেসিফিকেশন নং এমটি/২৩০৮ তারিখ-০৭/১২/২০২২, এইচএসএন কোড ৮৪৬২ [ওয়ারেন্টি সময়সীমাঃ এম অ্যান্ড পি-এর প্রুভিং আউট এবং চালুকরণের তারিখ থেকে ২৪ মাসের জন্য ওয়ারেন্টি সময়সীমা হবে] [ইন্সপেকশন এজেন্সী ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপে. ঃ না, স্টেজ ঃ ০]; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ০২/০৮/২০২৪; **০.০০ টাকা।** [২২৬]; **৩১২৪২৯২৯এ;** (১) সিএলডব্লু ড্রইং/স্পেসি নং. সিএলডব্লু/ইএস/ ৩/০৬৫০/এ অনুযায়ী লকটাইট ৫৭৭ অথবা সমতুল, (২) সিএলডব্লু স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ ইএস/৩/০৬৫০/এ অনুযায়ী প্রাইমার-৭৪৭১; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ২১/০৮/২০২৪; **০.০০ টাকা।** [২২৭]; **৩১২৪২৭৭১;** স্পেসিফিকেশন নং সিএলডব্লু/ ইএস/৩/০০৬৪/সি অনুযায়ী অ্যাক্সেসরীজ সহ (কন্ট্যাক্টর টাইপ-৫) সিএবি-তে কন্ট্যাক্টর পাওয়ার সাপ্লাই; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ১৪/০৮/২০২৪; **০.০০ টাকা।** [২২৮]; **৩১২৪২৭০৯;** (১) সিএলডব্লু ড্রইং/স্পেসি নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৫৪/ আর অনুযায়ী শ্রিংক ডাউন স্লিভ ১২.৭ x ০.২৮ পিই ৫ বিকে, (২) সিএলডব্লু ড্রইং/স্পেসি নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৫৪/আর অনুযায়ী শ্রিংক ডাউন স্লিভ ১৯.০ x ০.৩৫ পিই ৫ বিকে, (৩) সিএলডব্লু ড্রইং/স্পেসি নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৫৪/আর অনুযায়ী শ্রিংক ডাউন স্লিভ ২৫.৪ x ০.৩৮ পিই ৫ বিকে, (৪) সিএলডব্লু ড্রইং/স্পেসি নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৫৪/আর অনুযায়ী শ্রিংক ডাউন স্লিভ ২৫.৪ x ০.৩৮ পিই ৫ বিকে, (৫) সিএলডব্লু স্পেসি নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৫৪/আর অনুযায়ী শ্রিংক ডাউন স্লিভ (হলুদ/সবুজ) ২৬/১৩, (৬) সিএলডব্লু ড্রইং/স্পেসি নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৫৪/আর অনুযায়ী এডেসিভ শ্রিংক ডাউন স্লিভ ১৬/৪, (৭) সিএলডব্লু ড্রইং/স্পেসি নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৫৪/আর অনুযায়ী শ্রিংক ডাউন স্লিভ ২৪/৬, (৮) সিএলডব্লু ড্রইং/স্পেসি নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৫৪/আর অনুযায়ী এডেসিভ শ্রিংক ডাউন স্লিভ ১২/২.৪১, (৯) সিএলডব্লু ড্রইং/স্পেসি নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/ ০১৫৪/আর অনুযায়ী এডেসিভ শ্রিংক ডাউন স্লিভ ৩২/৮, (১০) সিএলডব্লু ড্রইং/স্পেসি নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৫৪/আর অনুযায়ী শ্রিংক ডাউন স্লিভ সাইজ-১৮; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ২৮/০৮/২০২৪; **০.০০ টাকা।** [২২৯]; **৩১২৪২৬৮৯;** স্পেসি. নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৬১/এ অনুযায়ী স্কচ ডেঞ্জার কশান টেপ (সেট বিবরণ ডক. ট্যাবে সংলগ্ন আছে); **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ০১/০৮/২০২৪; **০.০০ টাকা।** [২৩০]; **১৪২৪২৬৮৫;** সিএলডব্লু স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৫১/এফ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯ এইচসি-র রাবার আইটেমের সেট (সেট বিবরণ সংলগ্ন আছে); **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ০৭/০৮/২০২৪; **০.০০ টাকা।** [২৩১]; **২৫২৪৫১০১;** স্পেসিফিকেশন নং. এমটি/২৩৩১ তারিখ ০৬.০৬.২০২৪ এইচএসএন কোড ৮৪২৩৯০১০ অনুযায়ী লোকোমোটিভ ওয়েইং স্কেল (স্ট্যাটিক), ক্যাপাসিটি-১৮০ টন, ওভারলোড ক্যাপাসিটি-২০০ টন; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ০৩/০৯/২০২৪; **০.০০ টাকা।** [২৩২]; **৩১২৪২৬৭০;** স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৬৮/৪ অনুযায়ী ফায়ার রেজিস্ট্যান্স সিমেন্ট (শেলফ লাইফ - ২৪ মাস); **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ০২/০৯/২০২৪; **০.০০ টাকা।** [২৩৩]; **৩০২৪২৯৬৪;** এমআইজি ওয়েল্ডিংয়ের জন্য শিল্ডিং (অর্গোশিল্ড-৫১) গ্যাস (আর্গন - ৮১.৫%, কার্বন ডাই অক্সাইড - ১৬%, অক্সিজেন- ২.৫%); **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ০৩/০৮/২০২৪; **০.০০ টাকা।**

PR3-515 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

টো ওয়ালের নির্মাণ এবং অন্যান্য টো সুরক্ষা কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/১০৭ অফ ২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ (১) ভাংগাইচুংপাও-খোসাং খণ্ডের মধ্যের অন্যান্য দুর্বল স্থানে এবং থিংগু য়ার্ডে অন্যান্য টো সুরক্ষার কাজের সঙ্গে টো ওয়ালের নির্মাণ (২) ভাংগাইচুংপাও-খোসাং খণ্ডের মধ্যে ট্রলি হাট এবং পেট্রোলমেন হাটের নির্মাণ। (৩) ভাংগাইচুংপাও-খোসাং খণ্ডের মধ্যে অন্যান্য দুর্বল স্থান এবং সেতু নং. ৬১, ৬২ এবং ৪৪ এ শৌচালয় এবং জলের সুবিধা সহিত ওয়াচম্যান হাটের মেরামত এবং নির্মাণ। (৪) ভাংগাইচুংপাও-খোসাং খণ্ডের মধ্যের থিংগু ষ্টেশনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিঙের জন্যে জল এবং চার্জিং সুবিধা সহিত বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা করা। টেণ্ডার রাশিঃ ১,৩৯,২৫,৫৪১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১৯,৬০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ৩০-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ২৯-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE OF LOSS OF SHARES OF LINDE INDIA LIMITED

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported as lost/misplaced and the Company intends to issue duplicate certificates in lieu thereof, in due course.

Any person who has a valid claim on the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered office (Oxygen House, P43, Taratala Road, Kolkata-700088) within 15 days hereof. Name of the holder Ranjana Malik, held by Folio No. 2230128, No. of shares 189 (Rs. 10/- F.V), Certificate No. (s) 418633, Distinctive No.(s) 797122 - 797179, 4644464 - 4644471, 8252366 - 8252367, 9140974 - 9140992, 10992427 - 10992429, 11916191 - 11916213, 11916214 - 11916215, 19194676 - 19194725, 19194726 -19194735, 19194736 - 19194745, 19194746 – 19194746, 19194747 -19194747, 19194748 - 19194748 and 19194749 – 19194749.

Date: 11-07-2024, Place : Kolkata — RANJANA MALIK (CLAIMANT)

Office of the Jabarrah Gram Panchayat
Vill: Mudidih, P.O.: Kulabahal, P.S.: Hura, Dist.: Purulia
NOTICE INVITING E-TENDER
No-01/2024-25, Date: 08/07/2024

For and on behalf of the Jabarrah Gram Panchayat, Pradhan, Jabarrah Gram Panchayat invites tenders through E-tendering for the 9 (Nine) Nos. different works. Last date of submission of Bid up to 22.07.2024 up to 6.00 pm. Bid Opening date (Technical) 24.07.2024 at 12.00 Noon. For details please visit **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Jabarrah Gram Panchayat

Office of the Rukunpur Gram Panchayat
P:O:- Rukunpur, P.S.- Hariharpara, Dist. – Murshidabad

Sealed Tender hereby invited vide **NIeT No.- 01/ RGP/15th CFC/ Tied/ 2024-25 And 02/ RGP/15th CFC/Untied/ 2024-25, dated 09/ 07/2024** by the Prodhan, Rukunpur Gram Panchayat, Hariharpara Block, Murshidabad for schemes under 15th CFC. Last date of Download & Upload of Tender Paper is **18/07/2024 upto 18 hrs**. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website

Corrigendum

This is to inform you to read the tender notice of Serampore Electrical Sub Division, PWDte. Published on 10.07.2024 as Offline Short notice Quotation NIQ-04/2024-25 instead of online e-Tender and Details of N.I.Q. and and Tender documents may be downloaded from : http://wbpwd.gov.in instead of http:// wbtenders.gov.in. Description of work and other details will remain unchanged.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং এসটি-ওটি-জিপিএস-রেলনেট-এইচএলজেজ, তারিখ ০৯.০৭.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (সিও)/খড়গপুর-৭২১ ৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি দুপুর ১২টায় খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে এস অ্যান্ড টি অংশের কাজ (i) খড়গপুর ডিভিসনে স্টেশন প্ল্যাটফর্মগুলিতে জিপিএস ঘড়ির ব্যবস্থা ও প্রতিস্থাপন। (ii) হলদিয়াতে সিক লাইনের আধুনিকীকরণ এবং হলদিয়া ডিইএমইউ ফ্যাক্টরিতে আরওএইচ মনোনিবেশের প্রয়োজনীয় সুবিধার ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৫,৩৮,৪৫০.৮৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৩০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ০১.০৮.২০২৪। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **দাখিলের তারিখ ঃ** ০১.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজের জন্য হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। (PR-363)

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার নং ঃ এসএনটি-২৬-এলএমজি-২০২৪-২৫; তারিখ ঃ ০৮-০৭-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** ০৩ (তিন) বছরের জন্য লামডিং ডিভিশনের থেকেরাগুড়ি-লামডিং-জামুগুড়ি, চাপারমুখ জং.- সেনচোয়া জং.-হয়বরগাঁও-শিলঘাট টাউন, ধানসিরি-শোখুভি, লামডিং-বদরপুর জং.-শিলচর, বদরপুর জং.-আগরতলা-সাব্রুম সেকশনে ওইএম -এর সাথে (মেসার্স অমররাজা পাওয়ার সিস্টেম লিমিটেড) ৯৭ আইপিএস সিস্টেমের সার্বিকবার্ষিকরক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,২০,৬৪,৬৫২.৫০ টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩,১০,৩০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা** ০১-০৮-২০২৪ তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA, MANTUMRA, CHHATNA, BANKURA

Please visit at www.wbtenders.gov.in for participating in **eTender Notice No.** 4/JAM/2024 25(2nd Call) to 6/JAM/ 2024-25 (2nd Call) dated 09/07/2024, last date of submission 19/07/2024 upto 11.00 A.M.

Sd/-
Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna, Bankura

এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে NIT REF NO-08/CH-II BDO/2024-25 DT. 09.07.2024 তে একটি টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে www.wbtenders.gov.in এ LOGIN করুন বা চন্ডিতলা ২ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ/-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
চন্ডিতলা ২ সমষ্টি উন্নয়ন কার্যালয়

সাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

সার্কুলার নং সম্যতিতে ডিএনবিএল(পিডি)/সিসি নং.১১/০২১০১/৯৯-২০০০ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ১৫/১১/১৯৯৯ তারিখে সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং শর্তগুলি পূরণ সাপেক্ষে, যদি থাকে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রয়োজনীয় ভারতের বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, মেসার্স এস.এল.এন-এর পরিচালক ফাইন্যান্স অ্যান্ড লিজিং প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইএনঃ ইউ৬৫৯২২ডব্লিউবি১৯৯৫পিটিসি ১২৪৬৭৮) একটি বিদ্যমান নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্স কোম্পানি (এখানে কোম্পানি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ১৮, রবীন্দ্র সরণি, গেট নং ২, পোদ্দার কোর্ট, ৫ম তলা, ইউনিট নং ৫৪২, কলকাতা-৭০০০০১ দ্বারা পরিবর্তন করা হচ্ছে ডিউক গার্ডেন, ক্রাউন বিল্ডিং, ফ্ল্যাট নং ৪এ, রঘুনাথপুর, ভিআইপি রোড, তেঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৯, পেশাজীবী ব্যবসায়ী দ্বারা শ্রী সুরেন্দ্র কুমার কেজরিওয়ালের পুত্র (ডিআইএনঃ ০২৫৫৩৩১৯), শ্রী নবীন কুমার কেজরিওয়াল (ডিআইএনঃ ০২৫৫৩৩১৯) নিয়োগ ০৭ ই মার্চ, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির পরিচালক হিসাবে। পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমকে একীভূত করা এবং শক্তিশালী করা এবং বিস্তৃত করা। প্রস্তাবিত অ্যাপয়েন্টমেন্টের কারণে যার আগ্রহ প্রভাবিত হতে পারে, সে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডি.এন.বি.এস., ১৫ এন.এস. রোড, ৮ম তল, কলকাতা-৭০০০০১-কে অবহিত করতে পারে সেখানে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির স্থল। তারিখঃ ০৯.০৩.২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/XIV/127/004/24-25/R (1st Call)

Name of work : **Desilting of open surface drain at SS Township, Oxytown in Ward No. 127;** Work Value : ₹ **2,99,706.74;** Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date of submission of bid : **20.07.2024 (Upto 11 am)**; Tender will be opened on : **22.07.2024 (11 am)**; The bid forms and other details are available on and from **12.07.2024 (From 5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XI, KMC** invites item rate e-tenders in two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EEC/XI/103/PUMP/2024-2025/R (2nd Call)
Name of work : **Supplying, installation & operation of 3" dia portable pumps at different water logging pockets of Ward No. 103;** Estimated Value including GST and CESS : **On Actual Basis, amount to be quoted (a) for working hours & (b) for Idle hours;** Earnest Money : ₹ **2,000.00 (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender).**

(2) NIT No. : KMC/EEC/XI/104/PUMP/2024-2025/R (2nd Call)
Name of work : **Supplying, installation & operation of 3" dia portable pumps at different water logging pockets of Ward No. 104;** Estimated Value including GST and CESS : **On Actual Basis, amount to be quoted (a) for working hours & (b) for Idle hours;** Earnest Money : ₹ **2,000.00 (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender).**

(3) NIT No. : KMC/EEC/XI/110/PUMP/2024-2025/R (2nd Call)
Name of work : **Supplying, installation & operation of 3" dia portable pumps at different water logging pockets of Ward No. 110;** Estimated Value including GST and CESS : **On Actual Basis, amount to be quoted (a) for working hours & (b) for Idle hours;** Earnest Money : ₹ **3,000.00 (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender).**

(4) NIT No. : KMC/EEC/XI/112/PUMP/2024-2025/R (2nd Call)
Name of work : **Supplying, installation & operation of 3" dia portable pumps at different water logging pockets of Ward No. 112;** Estimated Value including GST and CESS : **On Actual Basis, amount to be quoted (a) for working hours & (b) for Idle hours;** Earnest Money : ₹ **2,000.00 (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender)**; Time of completion : **132 Days (For Sl. No. 1 to 4)**; Last date and time of submission of bid : **22.07.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4)**; Date and time of opening of bid : **24.07.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **12.07.2024 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 to 4)**; The website **https://etender.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).** 202/24-25

টলি-বলি

'মন' সিনেমার ২৫ বছর, ছবিটি মুক্তির পর যা বলেছিলেন আমির

বলিউড অভিনেতা আমির খান ও অভিনেত্রী মনীষা কৈরালার সিনেমা 'মন'-এর ২৫ বছর পূর্ণ হলো। ১৯৯৯ সালের আজকের দিনে মুক্তি পেয়েছিল চলচ্চিত্রটি। কমেডি ঘরানার পরিচালক ইন্দ্র কুমার। তিনি চিন্তা করলেন, একটু গুরুগম্ভীর অথচ প্রেমের গল্পের একটি চলচ্চিত্র বানাবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। যদিও মন সিনেমার গল্পটা মৌলিক নয়। এটি ১৯৫৭ সালের হলিউড ক্লাসিক সিনেমা 'অ্যান অ্যাফেয়ার টু রিমেম্বার' সিনেমার রিমেক। মূল চরিত্র আমির খান-মনীষা কৈরালার পাশাপাশি সিনেমাতে আরও ছিলেন অনিল কাপুর এবং রানী মুখার্জি। এর মধ্যে একটি গানে রানী মুখার্জির সঙ্গে নাচেন আমির খান।

'মন' সিনেমা মুক্তির পর দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পরিচালককে নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন আমির খান। তিনি বলেছিলেন, 'শুটিংয়ের চতুর্থ দিনের মাথায় পরিচালক ইন্দুকে আমি বলেছিলাম, আমার মনে হচ্ছে না স্ক্রিপ্টের সঠিক ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। আমার মনে হয়েছিল এই ছবি পরিচালনার ব্যাপারে তিনি ভুল ছিলেন। তবে একজন অভিনেতা হিসেবে মন-এর পাশে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য বলে মনে করেছি। তাই সেটাই আমি করেছি।' তবে কি মন সিনেমাটি করা আমিরের ভুল সিদ্ধান্ত ছিল? এমন প্রশ্নের জবাবে অভিনেতা বলেন, 'আমি মনে করি ভুল অনেক শক্ত শব্দ। এখনো এমন সিনেমার প্রস্তাব পেলে আমি করব। এটা খুব সুন্দর একটি হলিউড সিনেমার রিমেক। যদিও এই ধরনের বিষয়ে পরিচালনার জন্য সঠিক মানুষ নন ইন্দু।' আমির খান ও মাধুরী দীক্ষিত জুটিকে নিয়ে 'দিল' নামে আরও একটি সিনেমা বানিয়েছিলেন এই পরিচালক।'মন' চলচ্চিত্র আমির-মনীষা কৈরালা জুটির দ্বিতীয় সিনেমা। এর আগে 'অ্যাকেলে হাম অ্যাকেলে তুম' সিনেমায় প্রথম বড় পর্দা ভাগ করেন তাঁরা।

ছবিটি বানিয়েছেন মনসুর খান। এই সিনেমাটিও হলিউড ক্লাসিক 'ক্রেমার ভার্সেস ক্রেমারের' রিমেক ভার্সন বলে মনে করা হয়।

টম হ্যাঙ্কসের পছন্দের ৭ সিনেমার মধ্যে ১ নম্বরে কোনটি

বিশ্বের কোটি ভক্তের পছন্দের তারকা টম হ্যাঙ্কস। তাঁর অভিনীত 'ফরেস্ট গাম', 'সেভিং প্রাইভেট রায়ান', 'কাস্ট অ্যাওয়ে' সিনেমাগুলো দেখেননি, এমন সিনেমাপ্রেমী খুঁজে পাওয়া যাবে না। দুইবার অস্কারজয়ী ভক্তদের প্রিয় তারকা টম হ্যাঙ্কসের পছন্দের সিনেমার তালিকায় কোন কোন নাম আছে, শুনলে চমকে যাবেন। তাঁর পছন্দের সাতটি সিনেমার মধ্যে শীর্ষ সিনেমায় রয়েছে চমক। যে সিনেমা দেখে মাথা ঘুরেছিল টম হ্যাঙ্কসের। আজ টম হ্যাঙ্কসের জন্মদিন। তিনি ১৯৫৬ সালের ৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন। একনজরে দেখে নিতে পারেন টম হ্যাঙ্কসের পছন্দের সিনেমার তালিকা। শুরুতেই তালিকা দেখে মনে হতে পারে এটি হয়তো টম হ্যাঙ্কসের পছন্দের তালিকার ১ নম্বরে জায়গা করে নেওয়া সিনেমা। আসলে তা নয়। টম হ্যাঙ্কস যুক্তরাষ্ট্রের মাফিয়াদের নিয়ে নির্মিত সিনেমা 'দ্য গডফাদার'কে ৭ নম্বরে রেখেছেন। এই তালিকার শেষে। ফান্সিস ফোর্ড কপোলা তাঁর পছন্দের নির্মাতাদের একজন। এই শীর্ষ তালিকার ৬ নম্বরে রয়েছে গুস ভান সেন্ট পরিচালিত সিনেমা 'এলিফ্যান্ট'। সিনেমাটি ২০০৩ সালে মুক্তি পায়। সিনেমাটি নিয়ে আলোচনাসমালোচনা এখনো হয়। সিনেমাটি দুজন বঞ্চিত শিক্ষার্থীর ক্ষোভ প্রকাশ নিয়ে। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে সহকর্মী ও শিক্ষকদের খুন করে। ক্যাম্পাসের দুই শিক্ষার্থী হঠাৎ গোলাগুলি করে। ক্যাম্পাসজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সিনেমাটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে স্বর্ণপাম পুরস্কার বা 'পাম দর' জিতে নেয়। পরে এই সিনেমার মতো ঘটনা বাস্তবেও ঘটেছিল যুক্তরাষ্ট্রে। তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল যে এই সিনেমা দেখেই শিক্ষার্থীরা এমন ঘটনা ঘটানোর ধারণা পেয়েছেন। কারণ, একই কায়দায় অতর্কিত হামলা করেন শিক্ষার্থীরা। কোয়েন ব্রাদার্স নির্মিত জনপ্রিয় সিনেমা 'ফার্গো'। সিনেমাটি বহুল আলোচিত। এটি ১৯৯৬ সালে মুক্তি পায়। প্রথমবার সিনেমাটি দেখে অবাক হয়েছিলেন টম হ্যাঙ্কস। এই সিনেমাকে তিনি পছন্দের তালিকায় ৫ নম্বরে রেখেছেন।সিনেমা দেখার সময় সহকর্মীদের অভিনয় বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখেন টম হ্যাঙ্কস। অনেকের অভিনয় তাঁর মনে গেঁথে যায়। সে রকমই একটি সিনেমা 'মিডনাইট কাউবয়'। ১৯৬৯ সালের এই সিনেমায় ডাস্টিন হফম্যান ও জন ভয়েটের অভিনয় মুগ্ধ হয়েছিলেন টম হ্যাঙ্কস। গ্রামের এক কাউবয় বাসে করে টেক্সাস থেকে নিউইয়র্কে আসে। পরে আরও নানা চরিত্রের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েই এগিয়ে চলে গল্প। সিনেমাটি তিনটি শাখায় অস্কার পেয়েছিল। এটিকে ৪ নম্বরে রেখেছেন অস্কারজয়ী অভিনেতা টম। যদি যুদ্ধ নিয়ে নির্মিত সিনেমার কথা আসে, তাহলে অনায়াস প্রথম সারিতে জায়গা পাবে টম হ্যাঙ্কসের 'সেভিং প্রাইভেট রায়ান'এর নাম। যুদ্ধ নিয়ে সিনেমার প্রতি সব সময় আলাদা আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি। কারণ, এসব সিনেমার ভয়াবহতা একটু হলেও মানুষকে যুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, এমনটাই মনে করেন টম হ্যাঙ্কস। যুদ্ধপরবর্তী গল্প নিয়ে সিনেমা 'দ্য বেস্ট ইয়ারস অব আওয়ার লাইভস'।

ঢাকা-বেইজিং ২১টি দলিল সই এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করতে ৭টি প্রকল্প ঘোষণা

দুরন্ত বার্তা, ঢাকা, ১০ জুলাইঃ বাংলাদেশওচীন উভয় দেশ বিদ্যমান 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব' থেকে বিস্তৃত কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশদারিত্বে' উন্নীত হতে ২১টি দলিল সই করেছে। যার মধ্যে ২টি সমঝোতা স্মারক(এমওইউ) নবায়নএবং আরো৭টি প্রকল্পের ঘোষণা রয়েছে।বেইজিং-এর গ্রেট হল অব দ্য পিপল-এ দুই দেশের মধ্যে প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনার পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং-এর উপস্থিতিতে দলিলগুলো সই হয়।এরআগে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আজ সকালে এখানে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জন্য গ্রেট হল অব দ্য পিপলে পৌঁছালে তাঁকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী গ্রেট হল অব দ্য পিপল প্রাঙ্গণে পৌঁছালে চীনের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে স্বাগত জানান।দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মূলত রোহিঙ্গা ইস্যু, ব্যবসা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি বিভিন্ন আঞ্চলিকও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকেরপর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী নথি বিনিময় প্রত্যক্ষ করেন।দলিলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসস'র ব্যবস্থাপনা পরিচালকওপ্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ এবং চায়না মিডিয়া গ্রুপ এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক ওসংবাদ সংস্থা সিনহুয়ার মধ্যে একটি চুক্তিতে সই করেন। অর্থনৈতিকও ব্যাংকিং খাতে সহযোগিতা, বাণিজ্যও বিনিয়োগ, ডিজিটাল অর্থনীতি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা,৬ষ্ঠও ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ, বাংলাদেশ থেকে কৃষিপণ্য রপ্তানি এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগের বিষয়ে চুক্তি সই হয়। দলিলগুলো হচ্ছে ঃ১. ডিজিটাল অর্থনীতিতে বিনিয়োগ সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সই। ২.চায়না ন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেটরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনএফআরএ) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে ব্যাংকিং এবং বীমা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক সই। ৩.বাংলাদেশ থেকে চীনে তাজা আম রপ্তানির জন্য উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত (ফাইটোস্যানিটারি) উপকরণ বিষয়ে একটি প্রটোকল সই করে দুই দেশ। ৪.অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি সহায়তা ক্ষেত্রে একটি সমঝোতা স্মারক সই করে দুই দেশ। ৫.বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সহায়তা বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। ৬.বাংলাদেশে প্রকল্পে চায়না-এইড ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারের 'সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' বিষয়ে আলোচনার একটি সাইনিং অব মিনিটস (কার্যবিবরণী)সই হয়। ৭.চীনের সহায়তায় ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চায়না মৈত্রী সেতু সংস্কার প্রকল্পের চিঠি বিনিময় হয়। ৮.নাটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা পার্ক প্রকল্পে চায়না-এইড কনস্ট্রাকশনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা বিষয়ে চিঠি বিনিময় হয়।৯.চীনের সহায়তায় নবম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু প্রকল্প বিষয়ে চিঠি বিনিময় হয়। ১০.মেডিকেল সেবা এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সহযোগিতা শক্তিশালী করতে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। ১১, অবকাঠামোগত সহযোগিতা বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। ১২. গ্রিন অ্যান্ড লো-কার্বন উন্নয়ন বিষয়ে সহযোগিতা বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই করে দুই দেশ। ১৩.বন্যার মৌসুমে ইয়ালুজাংবু (ব্রহ্মপুত্র) নদীর হাইড্রোলজিক্যাল তথ্য বাংলাদেশ দেওয়ার বিধি বিষয়ক সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়। ১৪.চীনের জাতীয় বেতারওটেলিভিশন প্রশাসন এবং বাংলাদেশের তথ্য ওসম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর সই হয়। ১৫.চায়না মিডিয়া গ্রুপ (সিএমজি) এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক সই হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালকওপ্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ এতে সই করেন। ১৬.চায়না মিডিয়া গ্রুপ (সিএমজি) এবং বিটিভি'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়। ১৭.সিনহুয়া নিউজ এজেন্সিও বিটিভি'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই ১৮.চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংবাদ সংস্থা বাসস'র মধ্যেও একটি স্মারক সই হয়।১৯.অপর আরেকটি দলিল সই করে সিনহুয়া সংবাদ সংস্থা এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)। ২০,একটি সমঝাতা স্মারক নবায়ন করে চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২১. টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়।

৭টি ঘোষণা পত্রঃ

১. চীন-বাংলাদেশ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে যৌথ সম্ভ্যাবতা সমীক্ষা সমাপ্তি ঘোষণা। ২. চীন-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি ত্বরান্বিতকরণ নিয়ে আলোচনা শুরুর ঘোষণা। ৩.ডিজিটাল কানেক্টিভিটি প্রকল্পের জন্য টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের আধুনিকীকরণের সমাপ্তির ঘোষণা। ৪.ডাবল পাইপ লাইন প্রকল্পের সাথে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং এর ট্রায়াল রান সমাপ্তির ঘোষণা। ৫.রাজশাহী ওয়াসা সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট চালুর ঘোষণা। ৬.শানদং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গাজীপুর এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর। ৭.বাংলাদেশে লুবান ওয়ার্কশপ নির্মাণের ঘোষণা।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হুগলি জেলার একাধিক বাজারে পরিদর্শন প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১০ জুলাই ঃ দশ দিনের মধ্যে সবজির দাম কমানোর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুগলি জেলার একাধিক বাজারে পরিদর্শন করে প্রশাসনের একটি প্রতিনিধি দল এই অভিযান আগামী দিনেও চলবে বলে জানিয়েছেন এক আধিকারিক। বাজার পরিদর্শনে প্রশাসনিক কর্তারা, সবজির দাম বৃদ্ধি নিয়ে মঙ্গলবারই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী দশ দিনের মধ্যে সবজির দাম কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সবজি মজুত করে রাখলে এসটিএফ, সিআইডি, ইনফরমেশন ব্রাঞ্চকে নজরদারি চালাতে বলেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরদিনই হুগলির বাজারগুলিতে বুধবার সকাল থেকেই পরিদর্শনে প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বুধবার সকাল থেকেই হুগলি জেলার একাধিক বাজারে অভিযান শুরু করে প্রশাসনের একটি প্রতিনিধি দল। চুঁচুড়া খরুয়া বাজার,মল্লিক কাশেম হাট, শেওড়াফুলি পাইকারি বাজারে অভিযান করে ক্রেতা সুরক্ষা দফতর, কৃষি বিপণন দফতর ও নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির আধিকারিকরা। শেওড়াফুলি বাজারে শ্রীরামপুর মহকুমা শাসক পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে ঘুরে দেখেন। চড়া দাম রুখতে মঙ্গলবার বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাজারে সবজির দাম কেমন নেওয়া হচ্ছে সেই বিষয় নিয়ে তদারকি করতে শেওড়াফুলি বাজারে অভিযান করেন মহকুমা শাসক। কেন এরকম চড়া দাম তা জানতে চেয়ে পাইকারি বাজারে ঘুরে দেখেন মহকুমা শাসক সম্বুদ্ধ সরকার, শ্রীরামপুরের এসিপি-২ শুভঙ্কর বিশ্বাস,শ্রীরামপুর থানার আই সি সুখময় চক্রবর্তী,নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির সম্পাদক ফিরদৌস রহমান আধিকারিকরা। একই ভাবে চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার,মল্লিক কাশেম হাটেও চলে অভিযান। সবজির দাম তদারকি করার পাশাপাশি বিক্রেতাদের দাঁড়িপাল্লা পরীক্ষা করেন আধিকারিকরা। রিনিউ না করায় কয়েকজনের দাঁড়িপাল্লা সিজ করা হয়।

আলুর দাম কেজিতে পাঁচ-ছয় টাকা বেশি নেওয়ায় খুচরো বিক্রেতাদের সাবধান করা হয়। এই অভিযান আগামী দিনেও চলবে বলে জানিয়েছেন এক আধিকারিক। মাঝেমধ্যেই সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে অতর্কিতে বাজারগুলিতে ক্রেতা সুরক্ষা দফতর, কৃষি বিপণন দফতরের আধিকারিকরা হানা দেবেন বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে মজুতদারি ও ফড়েদের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে আগেই টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছিল সরকারের তরফে।

ট্রাফিক চলাচলের জন্য এসটি-২২ নং. লেভেল ক্রসিং গেট বন্ধ, তেতেলিয়া স্টেশন ইয়ার্ডে নতুন রোড ওভার ব্রিজ

মালিগাঁও, ১০ জুলাইঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা তেতেলিয়া স্টেশন ইয়ার্ডে নির্মাণ করা নতুন রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। মোট ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা এই আরওবি (নং. ৫৯এ) নির্মাণ করা হয়েছে। এসটি-২২ নং. লেভেল ক্রসিং গেটের উপর বিদ্যমান রাস্তাটি তেতেলিয়া স্টেশন ইয়ার্ড হয়ে অতিক্রম করেছে। শান্টিং অপারেশন অথবা দুদিক দিয়ে ট্রেনের চলাচল অথবা তেতেলিয়া-বর্ণিহাট সেকশন এবং স্টার সিমেন্ট সাইডিং লাইন সংযোগকারী ট্রেনগুলি চলাচলের জন্য রাস্তার ট্রাফিক তীব্র বাধার সম্মুখীন হয়। তেতেলিয়া স্টেশন ইয়ার্ডে লেভেল ক্রসিং গেট এসটি-২২-এর পরিবর্তে নবনির্মিত আরওবি-টি স্থাপন করা হয়েছে। প্রচণ্ড যানজট প্রতিরোধ করার জন্য এসটি-২২ নং. লেভেল ক্রসিং গেটটির পরিবর্তে একটি আরওবি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। এই গেটটি ৮৮,৮১৮ টিভিইউ সহ খুব ব্যস্ত একটি গেট ছিল। এসটি-২২ নং. লেভেল ক্রসিং গেটটি বন্ধ করার জন্য জেলা কর্তৃপক্ষ, অসম সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল এবং ১০ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে এই গেটটি বন্ধ করা হয়েছে। ৬২ মিটার দৈর্ঘের একটি বো স্ট্রিং আর্ক স্টিল গার্ডার থাকা এই নবনির্মিত আরওবি-র মোট দৈর্ঘ ৪৪২.৫৮ মিটার। বো স্ট্রিং আর্ক স্টিল গার্ডার-এর উচ্চতা ১৬.৭৫৪ মিটার এবং এর ওজন ৫১৪ এমটি। ২ (দুই) লেনের রাস্তার এই নবনির্মিত আরওবি-টির প্রস্থ ৭.৫০ মিটার, যা দু পাশে পুলের মাধ্যমে এনএইচ ৩৭ এবং পবিতরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। পথচারীরা যাতে নিরাপদে রেলওয়ে ট্র্যাক পারাপার করতে পারেন তার জন্য বো স্ট্রিং গার্ডারের দুই দিকে দুটি সিঁড়ি দেওয়া হয়েছে। এই নতুন আরওবি-টি শুধুমাত্র ভিড়ের সময় মানুষ ও যানবাহনের সুগম চলাচল নিশ্চিত করবে তা নয়, বরং তার পাশাপাশি যাত্রীদের অবৈধভাবে রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রম করাও প্রতিরোধ করবে।

এছাড়া আরওবি-টি অপারেশনাল ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করবে, যার ফলে এই এলাকায় ট্রেন চলাচল সুগম হওয়ার পাশাপাশি যানজটও হ্রাস পাবে। সমগ্র সোনাপুরের পাশাপাশি মরিগাঁও জেলার জনগণ এই রোড ওভার ব্রিজটির জন্য উপকৃত হবেন।

নাম পরিবর্তন

আমি Salam Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Osman Mondal ঠিকানা . Vill. - Manigram, P.O.- Dharampukuria, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B- 743235, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 10-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Chalam Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Chalam Mondal (নতুন নাম) ও Salam Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Sewnaryan Mishra (পুরাতন নাম) পিতা Mangla Prasad Mishra , ঠিকানা- 56/1/1, Kings Road, Golabari, Howrah, Pin- 711101, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 10.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shiv Narayan Mishra (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shiv Narayan Mishra (নতুন নাম) এবং Sewnaryan Mishra (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, (Old Name) MD MOHSIN ALI S/o- JAINAL, Residing at, Vill- Namopara Bamangram, Post- Bamangram, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD MOHSIN ALI To MOHSIN ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MOHSIN ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, MOHSIN ALI and MD MOHSIN ALI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) BISHU SK S/o- MOJAMMEL SEKH, Residing at, Vill- Lalu tola, Post- Palgachhi, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732127, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BISHU SK To BISHU SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BISHU SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, BISHU SEKH and BISHU SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SATISHCHANDRA BISWAS SWAPAN KUMAR BISWAS S/o- SATISH CHANDRA BISWAS, Residing at, Vill- Balurbadh, Post- Surjapur, Dinajpur, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SATISHCHANDRA BISWAS SWAPAN KUMAR BISWAS To SWAPAN BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SWAPAN BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, SWAPAN BISWAS and SATISHCHANDRA BISWAS SWAPAN KUMAR BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD ABDUL HAQUE S/o- ABU BAKKAR SEKH, Residing at, Vill- Polladanga, Post- Basudebkhali, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742187, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD ABDUL HAQUE To ABDUL HAQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL HAQUE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, ABDUL HAQUE and MD ABDUL HAQUE both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MOHAMMED HAMIDUR RAHMAN S/o- MD BAHAR ALI, Residing at, Vill- Alipur, Post- Kaliachak, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMED HAMIDUR RAHMAN To MD HAMIDUR RAHMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD HAMIDUR RAHMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, MD HAMIDUR RAHMAN and MOHAMMED HAMIDUR RAHMAN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MOHAMMED BAHARE ALAM S/o- ASGAR ALI, Residing at, Vill- Alipur, Post- Kaliachak, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMED BAHARE ALAM To MD BAHAR ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD BAHAR ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, MD BAHAR ALI and MOHAMMED BAHARE ALAM both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Jyoti Km Shaw (পুরাতন নাম) পিতা Arbind Shaw , ঠিকানা-MATHURAPUR, SONARPUR, SOUTH24PARGANAS – 700150, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jyoti Shaw (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jyoti Shaw (নতুন নাম) এবং Jyoti Km Shaw (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Abdul Rashid (পুরাতন নাম) পিতা Hamid, ঠিকানা- J-92/A,FATEH PUR VILLAGE ROAD, Kolkata-700024, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 10.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Abdul Rasid (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Abdul Rasid (নতুন নাম) এবং Abdul Rashid (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Laltu Shaw (পুরাতন নাম) পিতা Dilip Shaw, ঠিকানা- 282, NETAJI SUBHASH NAGAR COLONY, Kolkata- 700100, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 10.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sameer Shaw (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sameer Shaw (নতুন নাম) এবং Laltu Shaw (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Noor Hossain Raja (পুরাতন নাম) পিতা Ahmed Hossain , ঠিকানা- 3E, Mominpore Road, Kolkata-700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 10.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Noor Hossain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Noor Hossain (নতুন নাম) এবং Noor Hossain Raja (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Keshav Gupta (পুরাতন নাম) পিতা Ghasiram Gupta , ঠিকানা- BA-50, Saltlake City, CC Block, Sector 1, Bidhannagar, Pin- 700064, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 10.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Keshoram Gupta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Keshoram Gupta (নতুন নাম) এবং Keshav Gupta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Sashi Praava Mishra (পুরাতন নাম) স্বামী Shiv Narayan Mishra, ঠিকানা-56/1/1, Kings Road, Golabari, Howrah, Pin- 711101, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 10.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shashi Prabha Mishra (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shashi Prabha Mishra (নতুন নাম) এবং Sashi Praava Mishra (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Keshav Gupta (old name) S/O Ghasiram Gupta, residing at BA-50, Saltlake City, CC Block, Sector 1, Bidhannagar, Pin- 700064, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Keshoram Gupta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2024. Keshoram Gupta (new name) and Keshav Gupta (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sashi Praava Mishra (old name) W/O Shiv Narayan Mishra, residing at 56/1/1, Kings Road, Golabari, Howrah, Pin- 711101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shashi Prabha Mishra (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2024. Shashi Prabha Mishra (new name) and Sashi Praava Mishra (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sewnaryan Mishra (old name) S/O Mangla Prasad Mishra, residing at 56/1/1, Kings Road, Golabari, Howrah, Pin- 711101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shiv Narayan Mishra (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2024. Shiv Narayan Mishra (new name) and Sewnaryan Mishra (old name) both are same identical person.

Name Change

I KHALID AKHTAR , S/O SK AKHTAR, R/O 32/2, SHARIF LANE, P.O.&P.S.- PARK STREET, KOLKATA-700016, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD KHALID AKHTAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/07/2024, THAT KHALID AKHTAR AND MD KHALID AKHTAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NABANITA SARKAR, W/O MANAS SARKAR, R/O ALCOVE GLORIA, BLOCK-2, FLAT-3M, 403/1, DAKSHINDARI ROAD, PO-SRIBHUMI, PS-LAKE TOWN, KOLKATA-700048, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NABANITA DUTTA SARKAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 04/07/2024,THAT NABANITA SARKAR AND NABANITA DUTTA SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I APARNA NASKAR ,W/O KAUSHIK HALDER, R/O 15B, SHIB KRISHNA DAW LANE,KOLKATA-700054, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS APARNA HALDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/07/2024, THAT APARNA NASKAR AND APARNA HALDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KINKAR ROY,S/O NEMAI ROY,R/O VILL-NOWPARA,PO-AMTA,PS-AMTA,HOWRAH-711401,WEST BENGAL,MY FATHER 'S NAME RECORDED IN MY PASSPORT AS NEMAI CHANDRA ROY S/O BABURAM ROY (OLD) BUT HIS ACCTUAL NAME NEMAI ROY (NEW NAME) NEMAI CHANDRA ROY AND NEMAI ROY IS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024

Name Change

I JAYASRI BHATTACHARYA (OLD NAME),W/O PABITRA KUMAR BHATTACHARYA,R/O RAMDAS NANDI LANE, TEGHARI PARA,WARD NO-20,PO & PS-NABADWIP, NADIA, PIN-741302, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYASREE BHATTACHARYA(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT NABADWIP, NADIA ON 21/01/2015,THAT JAYASRI BHATTACHARYA AND JAYASREE BHATTACHARYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I LIPIKA HAZRA ROY, W/O GHANA SHYAM ROY, R/O REVATI,B/2 NECLACHAL,98, RAJDANGA GOL PARK, EAST KOLKATA TOWN SHIP, KOLKATA-700107, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LIPIKA HAZRA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/07/2024,THAT LIPIKA HAZRA ROY AND LIPIKA HAZRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUSMITA KUNDU, W/O GOUTAM KUNDU, R/O 507/17, JESSORE ROAD, SOUTH DUMDUM, WARD NO 21, KOLKATA -700074, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSMITA KUNDU BANERJEE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024, THAT SUSMITA KUNDU BANERJEE AND SUSMITA KUNDU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, ARIJIT KUMAR DAWN (OLD NAME), SON OF ASHOKE KUMAR DAW, RESIDING AT 13A BARANASHI GHOSH 2ND LANE, BARABAZAR, KOLKATA - 700007, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARIJIT DAW (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/07/2024.THAT ARIJIT KUMAR DAWN AND ARIJIT DAW BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,MANOJ MISHRA, SON OF KRISHNADEV MISHRA, RESIDING AT FLAT-1502, TOWER-1, HORIZON UNIWORLD CITY, UNITECH NEWTOWN, NORTH 24 PARGANAS - 700156, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANOJ KUMAR MISHRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/07/2024.THAT MANOJ MISHRA AND MANOJ KUMAR MISHRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Indrani Sarkar Roy, W/o Somendra Nath Roy, R/o CA-190, Sector-1,Salt Lake, Kolkata- 700064, District-North 24 Parganas, P.S.: Bidhannagar(North) shall henceforth be known as Indrani Sarkar, as declared before 1st Class Judicial Magistrate, Bidhannagar vide affidavit no.1931 Dated 09.07.2024. Indrani Sarkar Roy & Indrani Sarkar are same and identical person.

Name Change

I, Noor Hossain Raja (old name) S/O Ahmed Hossain, residing at 3E, Mominpore Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Noor Hossain (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2024. Noor Hossain (new name) and Noor Hossain Raja (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Laltu Shaw (old name) S/O Dilip Shaw, residing at 282, NETAJI SUBHASH NAGAR COLONY, Kolkata- 700100, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sameer Shaw (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/07/2024. Sameer Shaw (new name) and Laltu Shaw (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mohammed Asif Ali S/o. Wali Mohammad R/o. 112A, M G Road, Barabazar, Kolkata- 700007, W.B. India shall henceforth be known as Md. Asif Ali. I declare that Md. Asif Ali and Mohammed Asif Ali is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-07-2024.

Name Change

I, Sahil Raza S/o. Sahjahan Sk R/o. Bhasamajherpara, Bhasa, P.O. - Bishnupur, 24 Pgs. (S), Pin- 743503, W.B. India shall henceforth be known as Sahil Raza Sk. I declare that Sahil Raza Sk and Sahil Raza is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-07-2024.

Name Change

I, Madhubanti Chakraborty W/o. Subhajit Chakrabarty R/o. Flat- 3E, Sree Ganesh Apartment, 98/5, Nirmal Sengupta Sarani, P.S. - Dum Dum, Dist. - 24 Pgs. (N), Pin- 700079 shall henceforth be known as Madhubanty Das Sharma Chakraborty. I declare that Madhubanty Das Sharma Chakraborty and Madhubanti Chakraborty is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-07-2024.

Name Change

I TAPAN DASS, SON OF LATE NALINI MOHAN DAS, Having DL NO UP78 19750003877 and adhaar no 645671619310, RESIDING AT 1183 NAYABAD,FL-B2,2ND FLOOR, NAYABAD, PO MUKUNDAPUR, KOLKATA-700099, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPAN DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 10/07/2024.THAT TAPAN DASS AND TAPAN DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, D. SENGUPTA,SON OF KALACHAND SENGUPTA, RESIDING AT AMARABATI APARTMENT,FLAT-D2,CHANDIBERIA,po-KRISHNAPUR, PS-BAGUIATI,DIST-NORTH 24 PARGANAS,PINCODE - 700102,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBABRATA SENGUPTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD. 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 09/07/2024.THAT D. SENGUPTA AND DEBABRATA SENGUPTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) AREFA BEGUM W/o- MD BAHAR ALI, Residing at, Vill- Alipur, Post- Kaliachak, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AREFA BEGUM To AREFA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AREFA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, AREFA BIBI and AREFA BEGUM both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD NEMAJUDDIN MIA & NEMAJUDDIN NADAP S/o- MASIRUDDIN NADAP, Residing at, Vill- Nadappara nutan Nagharia, Post- Nagharia, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732208, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD NEMAJUDDIN MIA & NEMAJUDDIN NADAP To MD NEMAJUDDIN NADAP (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD NEMAJUDDIN NADAP in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, MD NEMAJUDDIN NADAP and MD NEMAJUDDIN MIA & NEMAJUDDIN NADAP both are Same and one identical person.

Name Change

I, ALAK SARKAR (OLD NAME), SON OF DILIP SARKAR, RESIDING AT JAYKRISHNAPUR, PO&PS-CHAKDAHA, NADIA-741222, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALOK SARKAR (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/07/2024.THAT ALAK SARKAR AND ALOK SARKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MD SHAMIM, SON OF GULAM RAZA KHAN, RESIDING AT 11E/3,TILJALA SHIBTALA LANE, KOLKATA - 700039, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAMIM KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/07/2024. THAT MD SHAMIM AND SHAMIM KHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

লাল কুয়ান-হাওড়া-লাল কুয়ান বিশেষ ট্রেন চালানোর মাধ্যমে ৫৫০০টি বার্থ তৈরি হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই,ঃ লালকুয়ান-হাওড়া-লালকুয়ান বিশেষ ট্রেন চালানোর মাধ্যমে অতিরিক্ত ৫৫০০টি বার্থ তৈরি করা হবে। রেলওয়ে যাত্রীদের আরাম এবং সুবিধার অগ্রাধিকার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালের মতো চাহিদা বৃদ্ধির সময়কালে। সক্রিয়ভাবে যাত্রীদের চাহিদা মোকাবেলা করে এবং বিশেষ ট্রেন চালু করার মাধ্যমে, রেলওয়ে মানসম্পন্ন পরিবহন পরিষেবা প্রদান এবং সমস্ত যাত্রীদের জন্য একটি ইতিবাচক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য তার উৎসর্গ পুনঃনিশ্চিত করে। বিশেষ ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্তের লক্ষ্য যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমানো এবং মসৃণ ও সুবিধাজনক ভ্রমণ নিশ্চিত করা। ০৫০৬০ লালকুয়ান-হাওড়া স্পেশাল লালকুয়ান ছাড়বে ১৩.৫৫ টায় প্রতি বৃহস্পতিবার ১১.০৭.২০২৪ এবং ২৫.০৭.২০২৪ (০৩ ট্রিপ) এর মধ্যে হাওড়া পৌঁছানোর জন্য ২১.৩০ টায়। পরের দিন এবং ০৫০৫৯ হাওড়া-লালকুয়ান স্পেশাল হাওড়া থেকে ২৩.৩০ টায় ছাড়বে। প্রতি শুক্রবার ১২.০৭.২০২৪ এবং ২৬.০৭.২০২৪ (০৩ ট্রিপ) মধ্যে লালকুয়ান পৌঁছানোর জন্য ১৩.৫৫ টায়। তৃতীয় দিনে। ট্রেনটি থামবে কিচ্ছা, ভজিপুরা, পিলিভীত, পুরানপুর, মৈলানি, গোলা গোকরান্নাথ, লখিমপুর, সীতাপুর, বুড়ওয়াল, গোন্ডা, বাস্তি, খলিলাবাদ, গোরখপুর, কাপ্তানগঞ্জ, পাদরাউনা, তমকুহি রোড, থাওয়ে, সিওয়ান, ছাপড়া, হাজীপুর, মুজাফফপুর, মুজফফপুর। বারাউনি, কিউল, ঝাঝা, জাসিডিহ, আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান এবং ব্যান্ডেল স্টেশন উভয় দিকেই। ট্রেনটিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, স্লিপার ক্লাস এবং সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর থাকার ব্যবস্থা থাকবে।

টানা বৃষ্টিতে ভাঙছে শিসামারা নদীর বাঁধ

দুরন্ত বার্তা, জলদাপাড়া, ১০ জুলাই ঃ টানা বৃষ্টিতে ভাঙতে শুরু করেছে জলদাপাড়ার শিসামারা নদীর বাঁধ। ইতিমধ্যে বাঁধ ভেঙে জল গ্রামে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। আলিপুরদুয়ার এক নং ব্লকের শালকুমার ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন পাড়া এলাকায় জলদাপাড়ার শিসামারা নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হতে বসেছে গোটা এলাকা। গতকাল রাতে ভারী বৃষ্টিতে আজ বাঁধ ভেঙে জলদাপাড়ার জঙ্গল হয়ে লোকালয়ে ঢুকছে জল। আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা।

কোচবিহারের হস্তশিল্পীদের তৈরি নানা সামগ্রী 'তন্তুজ' কিনে নেবে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১০ জুলাই ঃ রোজগারের নতুন দিশা খুলতে চলেছে হস্তশিল্পীদের জন্য। কোচবিহারের হস্তশিল্পীদের তৈরি নানা সামগ্রী এবার বাংলার অন্যতম পুরোনো নিজস্ব ব্র্যান্ড 'তন্তুজ কিনে নেবে। এমন সংবাদই মিলেছে। জানা গিয়েছে, এইজন্য ১৫ ও ১৬ জুলাই কোচবিহারে বিশেষ বিক্রয়করণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে জেলার বাছাই করা হস্তশিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্ম নিয়ে হাজির হবেন। সেখানে 'তন্তুজ-র টিম উপস্থিত থাকবে। তাঁরা ওই শিবির থেকে সামগ্রী কিনবেন। কোচবিহার জেলা শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার খুরশেদ আলম জানান, 'রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার হস্তশিল্পী রয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন মেলায় তাঁদের হাতে তৈরি বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করেন। এবার তন্তুজে তাঁদের সেই শিল্পকর্ম দেওয়ার সুযোগ এসেছে। এতে নতুন শিল্পীরা উৎসাহিত হবেন। হস্তশিল্পীরা ভালো বাজার পাবেন। রোজগারের একটি নতুন পথ খুলবে।' কোচবিহার জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্পকেন্দ্র এই উদ্যোগ নিয়েছে। কোচবিহারের জেলা শিল্পকেন্দ্রে এই শিবির হবে। সেখানে জেলার ৫০ জন হস্তশিল্পী আসবেন। শীতলপাটি ও তা থেকে তৈরি বিভিন্ন জিনিস, বাঁশের তৈরি ঘর সাজানোর সামগ্রী, পাটের তৈরি পাপোশ প্রভৃতি থাকবে। তন্তুজের তিন থেকে চারজন আধিকারিক সেদিন উপস্থিত থাকবেন। তাঁরা সেখান থেকে বাছাই করা শিল্পসামগ্রী কলকাতায় নিয়ে যাবেন। তারপর তাঁদের ব্র্যান্ডের অধীনে তা রাজ্যের নানা প্রান্তে বিক্রি হবে বলে খবর। তন্তুজ রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের অধীনে। মূলত তাঁতের শাড়ি এই সংস্থা বিক্রি করে। এই শাড়ির চাহিদা দেশজুড়ে। ব্র্যান্ড ভ্যালুও যথেষ্ট। রাজ্যের নানা প্রান্তে এখন তাঁদের কেন্দ্র। তবে শাড়ির পাশাপাশি তাঁরা এখন হস্তশিল্পের সামগ্রী বিক্রি করছেন, এমনটাই শোনা গিয়েছে। অনলাইনে অনেক নামীদামি সংস্থা তাঁদের জিনিস বিক্রি করে। কোচবিহারের হস্তশিল্পীদের তৈরি সামগ্রী তন্তুজের সঙ্গে জুড়লে তা এক নতুন দিশা পাবে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। এই প্রথম কোচবিহারের হস্তশিল্পীরা এত বড় একটি সংস্থার সঙ্গে জুড়তে চলেছেন। এতে হস্তশিল্পীরা খুব খুশী বলে তারা জানালেন। তারা চান এই ভাবেই সরকারের পক্ষ থেকে এগিয়ে এলে তারা উৎসাহিত বোধ করবেন।

পুড়ে ছাই দোকান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুড়ে ছাই দুটো দোকান। জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি গ্রামে এই ঘচনা ঘটে।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২৬-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৯.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম/স্থানঃ** আসানসোল ডিভিসন-আসানসোল ডিভিসনের দুমকা, জসিডি, মধুপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, তপসী, মোহনপুর, বিদ্যাসাগর, মথুরাপুর, বরাচক, দুর্গাপুর, সিউড়ি এবং হজরতপুর হল্টে গুডস্ শেডে সিসিটিভি সার্ভেল্যান্স সিস্টেমের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৬৭,৮৩,৪৮৩.৩৩ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,৩৫,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ http://www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/ বিডদাতারা ই-টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ASN-110/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ঘোকসাডাঙ্গায় বাস ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও ৩ জন

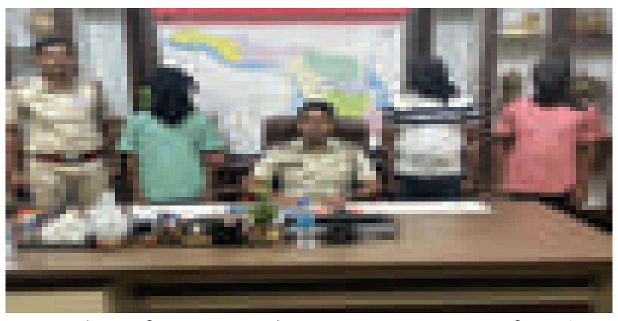

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১০ জুলাই ঃ ঘোকসাডাঙ্গায় বাস ডাকাতির ঘটনায় আরও তিন জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তারা প্রত্যেকেই পুন্ডিবাড়ি থানা এলাকার টাকাগাছ-রাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ধৃতরা হল আজিনুর ইসলাম, মজিদুল হক ও সোরাজুল মিয়াঁ। প্রথম দু'জন টাকাগাছের কারিশাল এবং সোরাজুল পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ টাকাগাছের বাসিন্দা। এর আগে কারিশাল এলাকার শুকদেব রায় নামে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১ জুলাই ঘোকসাডাঙ্গা এলাকায় একটি দূরপাল্লার বাসে ডাকাতির অভিযোগ ওঠে। এরপর ছোট গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনার দিন গভীর রাতে সেই গাড়িটিকে উদ্ধার করা হয়। তার চালক শুকদেবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই ঘটনায় আরও তিনজন গ্রেপ্তার করা হল। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের এদিন আদালতে তোলা হবে।

চুরির ঘটনার তদন্তে গ্রেফতার এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতর কাছ থেকে উদ্ধার হয় সাত গ্রাম সোনা। জানা গেছে চলতি মাসের ৩ তারিখে হাকিমপাড়া এলাকার একটা বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। চার তারিখে অভিযোগ দায়ের করার পর ঘোষণা তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে ৭ তারিখ ডাবগ্রাম এলাকার বাসিন্দা পলাশ মন্ডল নামে একজনকে গ্রেফতার করে। তাকে আদালতে তুলে রিমান্ডে নিয়ে করে জানতে পারে যেত ব্যক্তি ক্ষুদিরাম পল্লীর এক সোনার দোকানের কর্মচারীকে সাত গ্রাম সোনা গলাতে দিয়েছিল। এরপরই পুলিশ তদন্ত নেমে সঞ্জীব সূত্রধর নামে সোনার দোকানের ওই কর্মীকে গ্রেফতার করে।

বৃষ্টিতে ভাঙনের কবলে নেওড়া নদী

দুরন্ত বার্তা, মেটেলি, ১০ জুলাই ঃ গত কয়েকদিনের বৃষ্টির জেরে ফের ভাঙন শুরু হয়েছে মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শালবাড়ির গুয়াবাড়ি সংলগ্ন নেওড়া নদী এলাকায়। নতুন করে এই ভাঙনের ফলে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এলাকায়। মঙ্গলবার ওই এলাকা পরিদর্শনে যান বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাজমিনারা বেগম সহ সেচ বিভাগের আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, এর আগেও ওই এলাকায় নেওড়া নদীর ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়। তারপর সেচ বিভাগের তরফে ওই এলাকায় ভাঙন রোধে পাথর ও তারজালির স্পার বাঁধ তৈরি করা হয়। তবে ওই স্পার বাঁধ এলাকায় ভাঙন না হলেও পার্শ্ববর্তী এলাকায় নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে। সেচ বিভাগের তরফে এদিন ওই এলাকার মাপজোখও করা হয়। বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাজমিনারা বেগম বলেন, 'এই এলাকায় ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেচ বিভাগকে জানানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই তারা ব্যবস্থা নেবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখঃ ০৮.০৭.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪, নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নংঃ** টিএন-১১২-২৪-২৫। **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (কো-অর্ডিনেশন)/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সুপারভিশন এবং ওয়েল্ডিং পোর্শন সরবরাহ সহ অ্যালুমিনো থার্মিট এসকেভি পদ্ধতি দ্বারা রেল জয়েন্টের ওয়েল্ডিং। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৫৫,৩৯,৭৪৭.৫০ টাকা। **ইএমডিঃ** ২,২৭,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ৩১.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ** ৩১.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস্ অফ কনট্র্যাক্ট ২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

SDAH-123/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অ্যাডমিন ইউনিট/জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল পাবলিসিটি, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এসডিএএইচ-পার্সেল-২৬। **অকশনিং অথোরিটিঃ** সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশন সময়সীমাঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ সময়সীমাঃ** ৩০ মিনিট। **সাকসেসিভ লটস্ ক্লোজিং ইন্টারভালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ডিসিশন মোডঃ** অটো, **আরপি ডিসপ্লেডঃ** না, **আরপি-র কম পারমিট বিড ঃ** হ্যাঁ। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/২৪ পর্যন্ত-এর জন্য) এবং পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস (এসইকিউ নং এবি/১ -এর জন্য)। **এসইকিউ নং, লট নং/ক্যাটেগরি, ট্রিপ/দিন, লট বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্নরূপঃ **এএ/১,** ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩০, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট। **এএ/২,** ১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩০, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৪০ মিনিট। **এএ/৩,** ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩০, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৫০ মিনিট। **এএ/৪,** ১৩১৫৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩০, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। **এএ/৫,** ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩০, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.১০ মিনিট। **এএ/৬,** ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩০, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.২০ মিনিট। **এএ/৭,** ১৩১৮৭-এসএলআর-আর ১-এসডিএএইচ-আরপিএইচ-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩০, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **এএ/৮,** ১৩১৮৭-এসএলআর-এফ ১-এসডিএএইচ-আরপিএইচ-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩০, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৪০ মিনিট। **এএ/৯,** ১৩১৮৭-এসএলআর-এফ ২-এসডিএএইচ-আরপিএইচ-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩০, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৫০ মিনিট। **এএ/১০,** ১৩১৬১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-বিএলজিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৬২৬, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **এএ/১১,** ১৩১৬১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-বিএলজিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৬২৬, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.১০ মিনিট। **এএ/১২,** ১৩১৬১-এসএলআর-এফ২-কেওএএ-বিএলজিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৬২৬, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.২০ মিনিট। **এএ/১৩,** ১৯৬০৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমডিজেএন-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এএ/১৪,** ২২১৯৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ভিজিএলজে-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এএ/১৫,** ১৩১৮৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-জেওয়াইজি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩০, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এএ/১৬,** ১৩১৭৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর), ২০৯, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। **এএ/১৭,** ১৩১৭৩-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৪১৭, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.১০ মিনিট। **এএ/১৮,** ১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট। **এএ/১৯,** ১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৫, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **এএ/২০,** ১২৩১৯-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিডব্লুএল-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৫, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৪০ মিনিট। **এএ/২১,** ২২৩১৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-জেএটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট। **এএ/২২,** ১২৪৯৬-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-বিকেএন-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **এএ/২৩,** ১৯৪১৪-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.১০ মিনিট। **এএ/২৪,** ১২৩১৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ইউডিজেড-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.২০ মিনিট। **এবি/১,** ১৩১৫৫-১৩১৫৬-ভিপি-১-কেওএএ-এসএমআই-২৪-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান), ২০৮, ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/২৪ পর্যন্ত-এর জন্য) এবং প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে) (এসইকিউ নং এবি/১-এর জন্য)। **লট শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা (প্রতিটির জন্য)। **ন্যূনতম আইএনসিআর. (%)ঃ** ০.২ (প্রতিটির জন্য)। **লট স্ট্যাটাসঃ** ইন ড্রাফ্ট ক্যাটালগ (প্রতিটির জন্য)। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

SDAH-122/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বালুরঘাটে হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগী

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১০ জুলাই ঃ বালুরঘাট সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই নিখোঁজ রোগী। ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল হাসপাতাল চত্বরে। বালুরঘাট থানার পাশাপাশি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে রোগীর পরিবার। অভিযোগ পেতেই রোগীর খোঁজে শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু, তিন দিন ধরে এখনও দেখা মেলেনি রোগীর। কিন্তু, হাসপাতাল থেকে কীভাবে এক রোগী এইভাবে গায়েব হয়ে যেতে পারেন সেই প্রশ্ন তুলছে রোগীর পরিবারের সদস্যরা। উড়াে দিচ্ছেন ক্ষোভ। অন্যদিকে বিষয়টি জানতে পেরেই জেলা হাসপাতালের তরফে বিষয়টি থানায় জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে বালুরঘাট থানায় যান নিখোঁজ রোগীর ছেলে। এদিকে বুধবার হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। নিখোঁজ ওই ব্যক্তির নাম সুনীল ওরাও (৫৫)। শারীরিক অসুস্থতার কয়েকদিন আগে ওই সুনীলকে বালুরঘাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন তাঁর ছেলে।

Panchghara Gram Panchayat
Joykrishnapur, Begampur, Hooghly.
NOTICE OF INVITING E-TENDER

The Pradhan, Panchghara Gram Panchayat invited interested agencies or bidder or participator to participate for the following tenders: NIT NO: PGP/224/2024, DT: 10/07/2024, Sl No: 1 & 2, NIT NO: PGP/225/2024, DT: 10/07/2024, Sl No: 1 to 3, NIT NO: PGP/226/2024, DT: 10/07/2024, Sl No: 1 & 2, Bid submission start date (Online) 10/07/2024 at 6.00 pm and last date for online Bid submission up to 20/07/2024 at 2.00 pm. The details information and uploading / Downloading are available in the website.

Sd/- Pradhan,
PANCHGHARA GRAM PANCHAYAT

লোকো পাইলটরা রেলওয়ে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ লোকো পাইলটরা রেলওয়ে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। গত দশ বছরে লোকোমোটিভ পাইলটদের কাজের পরিবেশে বড় ধরনের উন্নতি সাধিত হয়েছে। পাইলটরা যখন একটি ট্রিপ শেষ করেন, তারা সদর দফতরের বাইরে থাকলে তারা বিশ্রামের জন্য দৌড়ে আসে। ২০১৪ সালের আগে, চলমান কক্ষগুলি খুব খারাপ অবস্থায় ছিল। আজ চলমান কক্ষগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। প্রায় সমস্ত (৫৫৮) চলমান কক্ষ এখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। অনেক রানিং রুমে, ফুট ম্যাসাজারও দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, লোকো পাইলটদের কাজের অবস্থা না বুঝেই সমাজের কিছু অংশের দ্বারা এর সমালোচনা করা হয়েছিল। পাইলটরা

লোকো ক্যাব থেকে লোকোমোটিভ পরিচালনা করে। ২০১৪ সালের আগে, ক্যাবগুলি খুব খারাপ অবস্থায় ছিল। ২০১৪ সাল থেকে, এরগনোমিক আসনগুলির সাথে ক্যাবগুলিকে উন্নত করা হয়েছে এবং ৭,০০০ টিরও বেশি লোকো ক্যাব শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এসি ক্যাব দিয়ে নতুন লোকোমোটিভ তৈরি করা হয়। লোকো পাইলটদের ডিউটির সময় সাবধানে পর্যবেক্ষণ করা হয়। বিশ্রাম ট্রিপ পরে সাবধানে প্রদান করা হয়. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিউটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। চলতি বছরের জুন মাসে গড় ডিউটি আওয়ারের সময়কাল ৮ ঘণ্টার কম। শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় পরিস্থিতিতে, ভ্রমণের সময়কাল নির্ধারিত ঘন্টা অতিক্রম করে। গত কয়েক বছরে, বড় নিয়োগ অনুশীলন সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩৪,০০০ চলমান কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। ১৮,০০০ চলমান কর্মীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। ভুয়া খবর দিয়ে রেলওয়ের পরিবারকে হতাশ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। সমগ্র রেল পরিবার আমাদের দেশের সেবায় ঐক্যবদ্ধ।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নংঃ আরআরসি/ইআর/জিডিসিই-২০২৪-ইসিএ, তারিখঃ ০৯.০৭.২০২৪, চেয়ারপার্সন, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, পূর্ব রেলওয়ে, ৫৬, সি.আর. এ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১২ নিম্নলিখিত কাজের জন্য **টেন্ডার নং. আরআরসি/ইআর/জিডিসিই-২০২৪-ইসিএ**-র পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল / সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** ৩ বছরের চুক্তির সময়সীমা চলাকালীন বিভিন্ন জিডিসিই বিজ্ঞপ্তির অধীনে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক বিজ্ঞাপিত বিভিন্ন পদের জন্য শূন্যপদ সাপেক্ষে যে সকল প্রার্থী আবেদন করেছেন সেই সকল প্রার্থীদের থেকে আপত্তি গ্রহণের পরে রেজাল্ট প্রসেসিংয়ের মতো সকল সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী এবং কম্পিউটার বেসড্ টেস্ট (সিবিটি) পরিচালনা করার জন্য একজামিনেশন কন্ডাক্টিং এজেন্সী (ইসিএ) নির্বাচন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১,৩৩,৬৫,২৫০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,১৬,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ৫০০০ টাকা। **বিডিং সিস্টেমঃ** ট্যু প্যাকেট সিস্টেম। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮.০৭.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬.১৮ মিনিটে। **প্রি-বিড কনফারেন্সের তারিখ ও সময়ঃ** ২৩.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩.৩০ মিনিটে। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ০৮.০৮.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২২.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিটে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

MISC-97/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ উত্তরে দুর্যোগ। সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত। মেঘলা আকাশ, অন্ধকার নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। ভোররাত থেকেই জলপাইগুড়ি, ধুপগুড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিগত কয়েকদিন থেকে একটানা বৃষ্টিতে সাধারণ জনজীবন ব্যাহত। জলপাইগুড়ি করলা নদীর জল বাড়ার কারণে গতকাল রাতে ফের পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড নেতাজিপাড়া পরেশমিত্র কলোনির বেশ কিছু করলা নদীর জল ঢুকে পরে। চিন্তা বাড়াচ্ছে নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের। আজও ফুঁসছে তিস্তা,জলঢাকা সহ জেলার একাধিক নদী। আজও তিস্তার মেখলিগঞ্জ অসংরক্ষিত এলাকায় এবং জলঢাকা এনএইচ ৩১ নদীতে লাল সর্তকতার পাশাপাশি এবং জলঢাকা নদীর সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা রয়েছে।

স্কুলে গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ বাস্ট

দুরন্ত বার্তা, ১০ জুলাই ঃ আজ হঠাৎই নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ এলাকা সংলগ্ন সত্যনগর এলাকায় অমর্ত্য সেন এসএসকে স্কুলে গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ বাস্ট করে হঠাই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে,ঘটনাটি ঘটে আজ দুপুর বারোটা নাগাদ নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের সত্যনগর এলাকায়।।স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য লিটন বিশ্বাস বলেন জোরে শব্দ হওয়ার পর আগুন ধরে গেলে দিদিমনিরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে,এরপর দিদিমণিদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে যায় এবং তাড়াতাড়ি করে স্কুলের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী দের স্কুল থেকে বের করে দেয়, গ্রামবাসীদের আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ প্রশাসন এবং কৃষ্ণগঞ্জের বিডিও অফিসের স্টাপ,এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন,অবশ্য দমকলের ইঞ্জিন ঘটনারস্থলে পৌঁছানোর আগেই গ্রামবাসীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে, দমকলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং কিভাবে রান্না করার সময় নিজেদেরকে সতর্ক থাকতে হবে সেই জিনিসগুলো স্কুলের দিদিমণিদের ও রান্নার কর্মীদের বুঝিয়ে দেন। বলা যেতেই পারে গ্রামবাসীরা যেভাবে এই ঘটনাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই জন্যই কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এবং কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি ও কোনো হতাহতের খবর নেই বলে জানান গ্রামবাসীরা।

বালাসনে বালি-পাথর তোলায় ভাঙছে বাঁধ, বিপদ বাড়ছে

দুরন্ত বার্তা, বাগডোগরা, ১০ জুলাই ঃ পাহাড় থেকে নেমে আসা বালাসন নদী। বর্তমানে প্রবল বর্ষণে তা ফুলেফেঁপে উঠেছে। লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে এখন নদীভাঙনের জেরে জীবন-জীবিকা ধ্বংসের আশঙ্কা করা হচ্ছে। নদীর পাড়ে তারজালি দেওয়া বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। ফলে জল যত গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে, তা দেখে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে নয়াবস্তি-১, ২ ও ৩ নম্বর গ্রামগুলির বাসিন্দাদের। এদিকে, লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলছেন, ' এখনও কেউ কিছু জানায়নি। জানালে বিষয়টা বিডিওর নজরে এনে ব্যবস্থা নেব।' বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, প্রতিবছর বর্ষায় বালাসন ফুলেফেঁপে ওঠে। কিন্তু বাঁধ ভেঙে গ্রামের দিকে এভাবে ধেয়ে আসতে দেখা যায়নি। আর এতেই আতঙ্কিত একালাবাসী। নয়াবস্তির এক বাসিন্দা

জানান, 'এখানে যেভাবে বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে তা দেখে আমরা চিন্তিত।' অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে গ্রাম রক্ষা করা সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। গ্রামবাসীদের মতে বাঁধ ভাঙার কারণ, নদীর পাড় থেকে দেদার বালি-পাথর তুলে পাচার। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত এক সদস্য বলেন, ' বিপজ্জনক অবস্থা হয়েছে। সেচ দপ্তরের উচিত অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া।' বাঁধের ২০০ মিটারের মধ্যেই রয়েছে বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি। গ্রামের শতাধিক পরিবার এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। অন্যদিকে মনমায়ার অভিযোগ, 'বালাসনে তারাবাড়ি ঘাট থেকে বালি-পাথর তোলার অনুমতি আছে বলে শুনেছি। কিন্তু নয়াবস্তির পাশে বালাসন থেকে বালি-পাথর তোলার কোনও অনুমতি নেই। অথচ আর্থমুভার দিয়ে মাঝেমধ্যেই বালি-পাথর তুলে পাচার চলছে। এদের জন্য আমাদের গ্রাম বিপদের মুখে পড়েছে।'

GB SONATALA GP
15TH.CFC and 5TH. SFC , Tender, NIT date- 11/7/2024

1. Concrete Road Garh Bhawanipur vegetarian market to Fish market. 2. Concrete Road Amjad house to Nizam Mallick house.3.Concrete Road Akshay manna house to Tapan Hazra house. 4. Const. of Samsan chulli at pathiagori. 5. Tube-well repairing. 6. Sub-marshal Garh Bhawanipur vegetarian markrt. 7. Sub-marshal D.chanchall pirtala ICDS centre 8. Toilet complex at kalitala. 9. Drain Kumarchak SK-Kochi house to Moja damoder. 10. Drain Subhas Santra house to Dharmatala at Kansona. 11. Solar street light 6 pair. 12. Garh Bhawanipur Marriage ceremony hall.

Sd/- Prodhan
GB Sonatal GP

NOTICE

e-tender are here by invited from the Pradhan, Jharaltagram-II Gram Panchayat under Dhupguri Block vide e-NIT-002/JHARALTAGRAM-II GP/2024-25 Vide Memo No-128/Jhar-II/2024 Dated 02/07/2024, Last date of bid submission 13/07/2024 up to 18.55 hrs. All details may be had from this office notice board and in website **http://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Sona Bala Roy
Pradhan
Jharaltagram-II G.P.

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist-Hooghly

Notice inviting Tender no: NIT NO: 339/NGP/2024, dated: 10/07/2024 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM 10/07/2024. Last date of submission of Tender: 17/07/2024. Date of Opening of Tender: 19/07/2024. Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. Chief Engineer (C) (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE_PS/VIII/87/1/2024-25 (1st Call)
Name of the work: **Urgent cleaning of Boulevards at Southern Avenue including transportation of refuse in Ward No.-87 & 90, BR-VIII.** Estimated cost: ₹ **2,00,275.93.** Earnest money: ₹ **4,050.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/DCE(PS)/IX/78/01/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Daily maintenance of Banwari Singh Maidan by deploying of labour in Ward No.-78, BR-IX for period of one year.** Estimated cost: ₹ **2,33,276.66.** Earnest money: ₹ **4,700.00.** Period of completion: **365 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE_PS/VIII/72/1/2024-25 (1st Call)
Name of the work: **Development of Park at Ashu Biswas Road, in KMC Ward No.-72 under BR-VIII.** Estimated cost: ₹ **2,99,025.51.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **22.07.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details shall be available on and from **13.07.2024 (10 am) (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/DCE_PS/XII/107/1/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Repair and painting of boundary wall and grill and laying paver block infront of stage at Uday Shankar Uddyan in Bose Pukur in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **3,71,340.00.** Earnest money: ₹ **7,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **20.07.2024 - 1 pm.** The bid forms and other details shall be available on and from **11.07.2024 (10 am).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE_PS/VII/64/2/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of Kasia Bagan Park with other miscellaneous work for Muharram, 2024 in Ward No.-64, BR-VII.** Estimated cost: ₹ **1,99,623.90.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE_PS/XII/101/DM1/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Deployment of labour for daily maintenance of play ground near Kendua Mahendra Nath Girls School in Ward No.-101, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **2,54,046.56.** Earnest money: ₹ **5,100.00.** Period of completion: **365 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE_PS/XII/101/DM2/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Deployment of labour for daily maintenance of Biswa Bangla Uddyan and road side garden at Baishnabghata Patuli, I & J Block in Ward No.-101, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **2,99,669.79.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE_PS/XII/109/1/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Deployment of labour for daily maintenance of childrens park at Q-9 Panchasayar and at G Block in Ward No.-109, BR-12 for one year.** Estimated cost: ₹ **2,60,932.79.** Earnest money: ₹ **5,300.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **18.07.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1) and 20.07.2024 - 1 pm (For Sl. No. 2 to 4).** The bid forms and other details shall be available on and from **11.07.2024 (10 am) (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).** (200/24-25)

এটাই শেষ কোপা আমেরিকা?

ফাইনালে উঠেই অবসর নিয়ে মেসি যা বললেন

নিউ জার্সি, ১০ জুলাইঃ ফুটবল বিশ্বের দুই মহাতারকা এ বার বুটজোড়া তুলে রাখবেন? চর্চা চলছে। কথা হচ্ছে পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসিকে নিয়ে। রোনাল্ডো জানিয়ে দিয়েছেন, এ বারই কেরিয়ারের শেষ ইউরো কাপ খেলেছেন। তাঁর কেরিয়ারের শেষ ইউরো কাপ ভালো কাটেনি। কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে পর্তুগাল। অন্যদিকে এলএম টেনের আর্জেন্টিনা কোপা আমেরিকার ফাইনালে উঠেছে। ফুটবল মহলে এখন এটাই প্রশ্ন যে, লিও মেসি কি কেরিয়ারের শেষ কোপা আমেরিকা খেলছেন? ফাইনালে ওঠার পর আর্জেন্টাইন তারকা যা বলেছেন, তাতে তাঁর অবসর নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরাল হয়েছে। ঠিক কী বলেছেন তিনি? কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে কানাডাকে হারিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন লিওনেল মেসি। ফাইনালে উঠে মেসি বলেন, ''আমি মুহূর্তগুলো উপভোগ করছি। ঠিক যেমন গত বারের কোপা আমেরিকা, গত বারের বিশ্বকাপ উপভোগ করেছি। এই শেষের লড়াইগুলো আমি বেশ উপভোগ করি।'' লা পুলগা এই কথার মধ্যে দিয়েই কি কোপায় অবসরের ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন? ফুটবল মহলে শুরু হয়েছে এই নিয়ে আলোচনা। মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা-কানাডা সেমিফাইনাল ম্যাচের শেষে মেসি বলেন, ''আমাদের সামনে আরও একটা ফাইনাল। ফের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াই। যা সহজ হবে না।'' এ বারের কোপা আমেরিকায় সেমিফাইনালের আগে গোল পাননি আর্জেন্টিনার ক্যাপ্টেন। কানাডার বিরুদ্ধে গোল করেছেন। গড়েছেন রেকর্ড। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এখন মেসির ১০৯টি গোল। তিনি রয়েছেন রোনাল্ডোর ঠিক পরেই। লিওনেল মেসির কথায়, এ বারের কোপা বেশ কঠিন ছিল। তাঁদের কখনও খারাপ পিচে খেলতে হয়েছে। কখন আবার অতিরিক্ত গরমে নাজেহাল হতে হয়েছে। শক্তিশালী দলগুলোর মোকাবিলা করতে হয়েছে। সব মিলিয়ে ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। এ বার এলএম টেন বলেছেন, ''আমরা ফাইনালে উঠেছি। এ বার মুহূর্তটা উপভোগ করতে চাই।''

ধোপে টিকল না বাজাজের দাবি, মোহনবাগানেই আনোয়ার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ যাবতীয় জল্পনার অবসান। মোহনবাগানেই থাকছেন আনোয়ার আলি। রঞ্জিত বাজাজের একটি টুইট ঘিরে আচমকাই তোলপাড় হয় ভারতীয় ফুটবল। গত বছরই আনোয়ারকে ৫ বছরের লোন চুক্তিতে সই করায় মোহনবাগান। বছর ঘুরতেই ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েন বাজাজ। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, যে কোনও ফুটবলারকে ১ বছরের লোনেই নিতে পারবে কোনও দল। এরপর সেই ফুটবলারকে পুরনো ক্লাবে ফিরিয়ে দিতে হবে। না হলে, নতুন চুক্তি করে সেই ফুটবলারকে দলে নিতে হবে। এই বিষয়টাই টুইট করে শোরগোল ফেলে দেন রঞ্জিত বাজাজ। আনোয়ার আলি দিল্লি এফসির ফুটবলার। ২০২১-২৩ সাল পর্যন্ত এফসি গোয়াতে লোনে খেলেন আনোয়ার। গত বছর মোহনবাগানে লোনে সই করেন। দিল্লি এফসির কর্তা রঞ্জিত বাজাজ চেয়েছিলেন, আনোয়ারের বাজার দর বাড়িয়ে দিতে। ভারতের অন্যান্য ক্লাবও আগ্রহ ছিল এই ডিফেন্ডারকে পাওয়ার জন্য। তবে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত মোহনবাগানের। ফিফার এই নিয়ম এখনও ভারতে কার্যকর

হয়নি। ২০২৫-২৬ মরসুম থেকে ওই নিয়ম কার্যকর হবে। অর্থাৎ কোনও ফুটবলারকে সর্বোচ্চ ১ বছরের জন্যই লোনে নিতে পারবে কোনও দল। তারপর নতুন করে আবার সই করাতে হবে। এ দেশে এখনও সেই নিয়ম কার্যকর না হওয়ায়, মোহনবাগানে খেলতে কোনও অসুবিধাই নেই আনোয়ারের। অন্য কোনও দল ভারতীয় ডিফেন্ডারকে পাওয়ার চেষ্টা করলেও বাগানের লোন চুক্তি সেক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে আনোয়ারের বাগান ছাড়ার কোনও রাস্তাই নেই। লোনে খেলতে হলে সবুজ-মেরুন জার্সিতেই তাঁকে খেলতে হবে। সূত্রের খবর, এ বছর বেতন বাড়াতে চেয়েছিলেন আনোয়ার আলি। বাগান ম্যানেজমেন্ট তাতে রাজি হয়নি। দিল্লি এফসির কর্তা রঞ্জিত বাজাজও সেই সুযোগে ঘোলা জলে মাছ ধরতে আসরে নেমে পড়েন। শেষ পর্যন্ত পুরনো লোন চুক্তি মেনে ওই টাকাতেই মোহনবাগানে খেলতে হবে আনোয়ারকে। বাজাজের সমস্ত দাবিকে ফুৎকারে উড়িয়ে বুধবার দুপুরেই আনোয়ারকে নিয়ে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের।

মেসি ও আলভারেজের গোলে কানাডাকে হারিয়ে কোপার ফাইনালে আর্জেন্টিনা

নিউ জার্সি, ১০ জুলাইঃ ফুটবল ইতিহাসে একমাত্র দল হিসেবে টানা তিনটি বড় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে স্পেন। তাদের সে রেকর্ডে ভাগ বসানোর পথে শেষ ধাপে এসে পৌঁছাল আর্জেন্টিনা। কোপা আমেরিকায় ফাইনালের এই ধাপটা এখন পাড়ি দিতে পারলেই স্পেনের অনন্য সেই কীর্তিতে উচ্চারিত হবে লিওনেল মেসি-আনহেল দি মারিয়াদের নামও। আর্জেন্টিনা তা পারবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে। তবে কোপা আমেরিকায় সেমিফাইনাল পর্যন্ত লিওনেল স্কালোনির দলের পারফরম্যান্স দেখে আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা আশাবাদী হতেই পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আজ কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে কানাডাকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ২২ মিনিটে হুলিয়ান আলভারেজের গোলের পর ৫১ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি মেসির। ২০২১ কোপা আমেরিকা জয়ের পর ২০২২ বিশ্বকাপও জিতেছে আর্জেন্টিনা। এবারও লাতিন আমেরিকান শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে শিরোপা ঘরে রেখে দেওয়ার সুযোগ স্কালোনির দলের সামনে। গত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার সেমিফাইনাল ম্যাচে তাকালে কেউ কেউ দুয়ে দুয়ে চারও মিলিয়ে নিতে পারেন। আজকের মতো ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে সে ম্যাচেও আর্জেন্টিনার স্কোরবোর্ডে মেসি ও আলভারেজের নাম ছিল! এবার কোপায় অভিষিক্ত কানাডা ম্যাচের প্রথম ১০ থেকে ১৫ মিনিট বেশ ভালোই খেলেছে। তবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে আর্জেন্টিনার রক্ষণের সামনে এসে। স্কালোনির দল গুছিয়ে নিতে একটু সময় নিয়ে প্রথম গোল আদায় করে নেয় ২০ মিনিট পরই। কানাডার রক্ষণে বক্স থেকে বেশ সামনে দুই ডিফেন্ডার অ্যালিস্টার জনস্টন ও ময়েস বোম্বিতোর মাঝখানে ওত পেতে ছিলেন আলভারেজ। অপেক্ষা ছিল শুধু একটি থ্রু পাসের। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই সম্ভবত মাঝমাঠ থেকে বল বাতাসে ভাসিয়ে আলভারেজের সামনে ফেলেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার রদ্রিগো দি পল। ডান পায়ে বলটি দারুণভাবে রিসিভ করে এক ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলে ঠান্ডা মাথায় গোল করেন আলভারেজ। দিয়েগো ফোরলান, রোমারিও ও মেসির পর চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে কোপা আমেরিকা ও বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে গোল করলেন ম্যানচেস্টার সিটি ফরোয়ার্ড। প্রথমার্ধের ৪৪ মিনিটে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন মেসি। কানাডার বক্সে ফেলা দি মারিয়ার পাস আলভারেজ ডামি

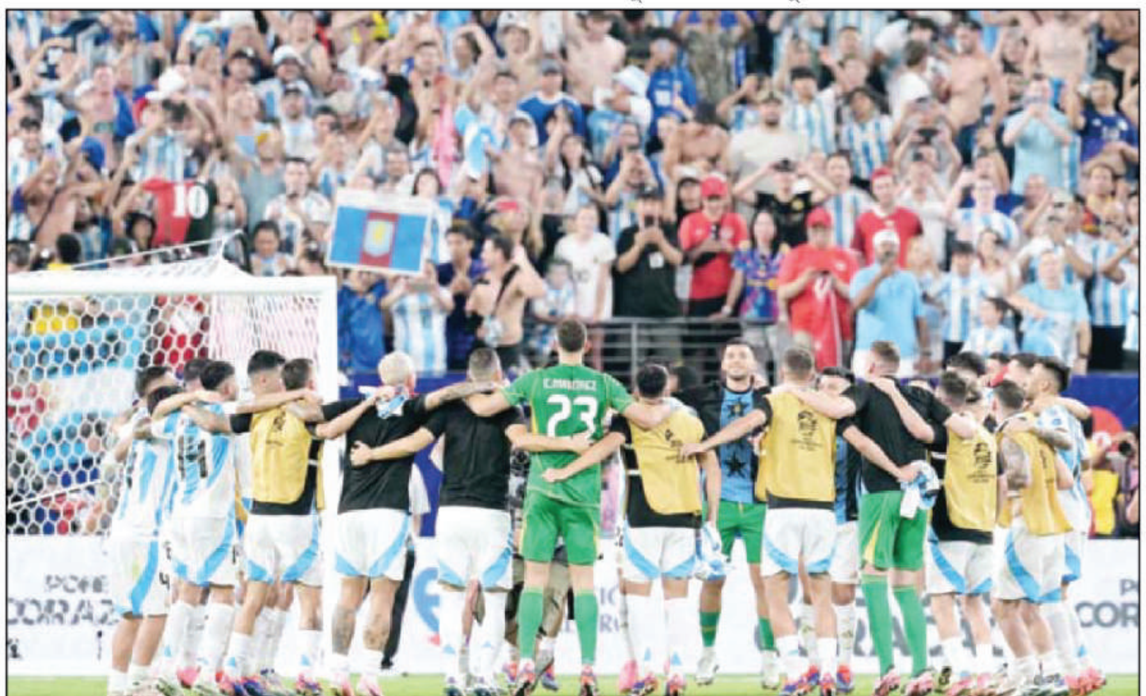

করলে বল পেয়ে যান মেসি। প্রথম টাচে ডিফেন্ডার জনস্টনকে কাবু করে শট নিলেও সেটি পোস্টের বাইরে ছিল। এবার কোপায় নিজের প্রথম গোলটি তুলে নিতে মেসিকে অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। বিরতির পর ৫১ মিনিটে কানাডা সেই গোলটি হজম করেছে অবশ্য নিজেদের রক্ষণের ভুলে। মেসি বক্সে থাকা অবস্থায় কানাডার এক ডিফেন্ডার রক্ষণে বেশি নিচে নেমে যাওয়ায় আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে আর অফসাইড নিয়ে ভাবতে হয়নি। এনজো ফার্নান্দেজ বক্সের জটলার মধ্যে শট নিলে মেসি তাতে শুধু পা ছুঁয়েছেন। বল জালে! কানাডা অফসাইডের অভিযোগ তোলায় ভিডিও রিপ্লে দেখে গোল বহাল রাখেন রেফারি। ব্রাজিলের জিজিনিওর পর কোপা আমেরিকার ইতিহাসে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ছয়টি আলাদা টুর্নামেন্টে গোল করলেন মেসি। শুধু কি তাই, আর্জেন্টিনার জার্সিতে এটা ছিল মেসির ১০৯তম গোল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় ইরানের আলী দাইয়িকে পেছনে ফেলে দুইয়ে উঠে এলেন মেসি। ১৩০ গোল নিয়ে শীর্ষে পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। দুই গোল ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর ৬৮ মিনিটে আরও বাজে পরিস্থিতিতে পড়ে কানাডা। পায়ের চোটে মাঠ ছাড়েন কানাডা তারকা আলফোন্সো ডেভিস। ম্যাচের ৮৯ থেকে ৯০ মিনিটে গোল করার দুটি সুযোগ পেয়েছে কানাডা। ৮৯ মিনিটে বদলি নামা তানি ওলুয়াসারির বক্সের মাথা থেকে নেওয়া শট দুর্দান্তভাবে পা দিয়ে ঠেকান আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। সেভটি দেখে কারও কারও গত বিশ্বকাপ ফাইনালের শেষ মুহূর্তে ফ্রান্সের কোলো মুয়ানির শটে মার্তিনেজের সেই সেভের কথাও মনে পড়তে পারে। তবে পরের মিনিটেই বক্সের ভেতর থেকে শট বাইরে মেরে গোলের শেষ সুযোগও হারায় কানাডা। যোগ করা সময়ের ৪ মিনিটে কানাডা আর কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। মেসি ও দি মারিয়াকে আজ শুরু থেকেই খেলিয়েছেন আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি। আর্জেন্টিনার হয়ে দুজনে একসঙ্গে এ নিয়ে ১১২টি ম্যাচ খেললেন। মেটলাইফ স্টেডিয়ামে প্রায় ৮৩ হাজার দর্শকের সামনে এবারের কোপায় এখন পর্যন্ত সেরা ম্যাচটাই খেলেছে আর্জেন্টিনা। যদিও প্রতিপক্ষ কানাডার মতো অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দল, তবু ফাইনালে আগে নিজেদের খেলাটা ভালোই গুছিয়ে নিল স্কালোনির দল। ফ্লোরিডায় আগামীকাল অপর সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে উরুগুয়ে ও কলম্বিয়া। এ ম্যাচে জয়ী দল ফাইনালে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে।

মন জয় করলেন দ্রাবিড়

মুম্বই, ১০ জুলাইঃ রাহুল দ্রাবিড় বরাবরই অন্যদের থেকে আলাদা। ভারতীয় ক্রিকেটে এমনি এমনি তিনি দ্য ওয়াল নামে পরিচিত নন। তাঁর কোচিংয়ে সদ্য টিম ইন্ডিয়ার আইসিসি ট্রফির খরা কেটেছে। বার্বাডোজে বিশ্বজয় করেছেন রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা। বিশ্বজয়ীদের জন্য বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে ১২৫ কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা ১৫জন ক্রিকেটাররা ৫ কোটি টাকা পাচ্ছেন। সেই মতো দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও ৫ কোটি টাকা পেয়েছেন। কিন্তু তিনি তা নেননি। বরং ফিরিয়ে দিয়েছেন বোর্ডকে। আসলে ভারতীয় হেড কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের প্রত্যেকের ২.৫ কোটি টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু রাহুল দ্রাবিড়কে ৫ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছিল। সেই বোনাস নিতে না চাওয়া রাহুল দ্রাবিড়ের বক্তব্য তাঁর সাপোর্ট স্টাফদেরও একই টাকা পাওয়া উচিত। ২.৫ কোটি টাকা নিয়েই সন্তুষ্ট দ্রাবিড়। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, বোর্ডের এক সূত্র বলেছে, ''অন্যান্য সাপোর্ট স্টাফদের জন্য যেমন আড়াই কোটি বরাদ্দ, সেটাই নিতে চেয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। বোলিং কোচ পরশ মাম্বরে, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ ও ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোররা ২.৫ কোটি পাচ্ছেন। দ্রাবিড়ের এই সিদ্ধান্তকে আমরা সম্মান জানাই।'' রাহুল দ্রাবিড় অবশ্য এমন কাজ প্রথম করলেন না। এর আগে ২০১৮ সালে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী টিমের কোচ ছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁকে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছিল। তাঁর বাকি সাপোর্ট স্টাফরা প্রত্যেকে ২০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। এবং টিমের প্লেয়াররা ৩০ লক্ষ টাকা করে পেয়েছিলেন। সে বারও দ্রাবিড় তাই বোনাস নিতে চাননি। বলেছিলেন সকলের মধ্যে সেই টাকা সমান ভাগে ভাগ করতে। এরপর দ্রাবিড় এবং তাঁর টিমের বাকি সাপোর্ট স্টাফদের প্রত্যেককে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। সময় পেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু দ্রাবিড় বদলাননি। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল ভারতীয় টিমের হেড কোচ হিসেবে তাঁর বিদায় বেলায়।

উইম্বলডন ২০২৪

এক নম্বর সিনারকে হারিয়ে সেমিফাইনালে আলকারাজের সামনে মেদভেদেভ

লন্ডন, ১০ জুলাইঃ পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না ইয়ানিক সিনার। আগের রাতে পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়ার কুফলটা ছেলেদের টেনিসের এক নম্বর খেলোয়াড় টের পাচ্ছিলেন কোর্টে। শরীর ঠিকমতো কাজ না করলেও এবারের উইম্বলডনের শীর্ষ বাছাই হাল ছাড়েননি, মেডিকেল টাইম আউট নিলেও ম্যাচ শেষ করেই ছেড়েছেন কোর্ট। তবে ফলটা তাঁর পক্ষে যায়নি। বছরের শুরুতে যাঁকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছিলেন, সেই দানিল মেদভেদেভের কাছে পাঁচ সেটের লড়াইয়ে হেরে বিদায় নিয়েছেন কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই। মঙ্গলবার রাতে তৃতীয় সেট চলাকালে মেডিকেল টাইম আউট নিতে বাধ্য হন সিনার। সাইডলাইনে তাঁর প্রেশারও মাপতে হয়। প্রথম সেটটা জিতলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেট হেরে পিছিয়ে পড়া সিনার ওই বিরতির সুফল পেয়েছিলেন চতুর্থ সেটে। ওই সেটটা সহজে জিতলেও পঞ্চম সেটে আর পেরে ওঠেননি। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি আক্রমণাত্মক থাকা মেদভেদেভ ৬-৭ (৭৯), ৬-৪, ৭-৬ (৭৪), ২-৬, ৬-৩ গেমে ম্যাচটি জিতে উঠে গেছেন সেমিফাইনালে। যেখানে রুশ তারকা প্রতিদ্বন্দ্বী উইম্বলডনের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ। স্প্যানিশ তারকা

আলকারাজ কাল আরেকটি কোয়ার্টার ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের টমি পলকে ৫-৭, ৬-৪, ৬-২, ৬-২ গেমে হারিয়ে উঠেছেন সেমিফাইনালে। মেয়েদের প্রথম সেমিফাইনালের লাইনআপও চূড়ান্ত হয়েছে গতকাল। বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসা নিউজিল্যান্ডের লুলু সুনকে ৫-৭, ৬-৪, ৬-১ গেমে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছেন অবাছাই দোন্না ভেকিচ। শেষ চারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সপ্তম বাছাই জাসমিন পাওলিনি। ইতালিয়ান খেলোয়াড় ৬-২, ৬-১ গেমে হারিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের এমা নাভারোকে। মেয়েদের দুটি সেমিফাইনালই আগামীকাল। ছেলেদের সেমিফাইনাল শুক্রবার। মেদভেদেভের কাছে হারের পর বিশ্বের এক নম্বর পুরুষ খেলোয়াড় সিনার বলেন, হারার আগে হারতে চাননি বলেই শারীরিক দুর্বলতা নিয়েই শেষ পর্যন্ত খেলে গেছেন, ''শরীর ভালো ছিল না আমার। এটা সহজ কিছু নয়। আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু সামর্থ্য ছিল আজ তাই নিয়ে লড়তে।'' এবারের উইম্বলডনে পুরুষ বিভাগে মেদেভেদেভ-সিনারের ম্যাচটি ছিল ৩৬তম পাঁচ সেটের লড়াই। তাতে একটি রেকর্ডও হয়ে গেছে। উন্মুক্ত যুগে কোনো গ্র্যান্ড স্লাম এত বেশি পাঁচ সেটের ম্যাচ দেখেনি। আজ ছেলেদের কোয়ার্টার ফাইনালে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম এককের মালিক নোভাক জকোভিচ খেলবেন আলেক্স দি মিনাউরের বিপক্ষে। অন্য ম্যাচে টেলর ফ্রিটজের মুখোমুখি হবেন লরেনৎসো মুসেত্তি।

সুনীল গাভাসকারের ৭৫তম জন্মদিন, শুভেচ্ছা জানালেন ক্রিকেটপ্রেমীরা

মুম্বই, ১০ জুলাইঃ বুধবার ভারত তথা বিশ্ব ক্রিকেটের কিংবদন্তী ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকারের ৭৫তম জন্মদিন। ক্রিকেটপ্রেমীদের শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসছেন লিটল মাস্টার। বিসিসিআইয়ের তরফ থেকেও শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে গাভাসকারকে। ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নিজের অভিষেক টেস্ট সিরিজে ৭৭৪ রান করেছিলেন গাভাসকার। অভিষেক টেস্ট সিরিজে কোনও ব্যাটারের এটাই সর্বকালের সর্বাধিক রান। টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্বের প্রথম ব্যাটার হিসেবে ১০ হাজার রানের মাইলফলকে পৌঁছেছিলেন সানি। গাভাসকার হলেন প্রথম ক্রিকেটার যিনি টেস্ট ক্রিকেটে ব্র্যাডম্যানের সব থেকে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙেছিলেন।

ফরাসিদের হারিয়ে শিরোপার মঞ্চে স্পেন

মাস্ক খুলে ফেললেন কিলিয়ান এমবাপে। গতিময় ফুটবলে আক্রমণভাগের নেতৃত্বও দিলেন কিন্তু গোল পেলেন না। বরং ১৬ বছর বয়সেই পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে আসা লামিনে ইয়ামাল সব আলো কেড়ে নিলেন। চমৎকার এক গোলে দলকে পথ দেখালেন তিনি। পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে, ফ্রান্সকে হারিয়ে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠল স্পেন।

ইউরো কাপ

মিউনিখ, ১০ জুলাইঃ মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় মঙ্গলবার রাতে প্রথম সেমিফাইনালে ২-১ গোলে জিতেছে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। গতি আর নান্দনিক ফুটবলে আসরে ছয় ম্যাচ খেলে সবগুলোই জিতল স্পেন। রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে তিনটি গোলই হয়েছে ২৫ মিনিটের মধ্যে। রান্দাল কোলো মুয়ানির গোলে পিছিয়ে পড়া স্পেন সমতায় ফেরে ইয়ামালের গোলে। তাদের জয়সূচক গোলটি করেন দানি ওলমো। আগের ম্যাচের একাদশ থেকে দলে দুটি পরিবর্তন আনেন দিদিয়ে দেশম ছন্দ খুঁজে ফেরা আঁতোয়ান গ্রিজমান ও এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার জায়গায় উসমান দেম্বেলে ও আদ্রিওঁ রাবিওকে নামান ফ্রান্স কোচ। আর দারুণ ফর্মে এগিয়ে চলা দলে বাধ্য হয়ে তিনটি পরিবর্তন আনেন স্পেন কোচ। কার্ডের নিষেধাজ্ঞায় পড়া সেন্টার ব্যাক হর্বাঁ লু নর্মাঁ ও নির্ভরযোগ্য ফুলব্যাক দানি কারভাহাল এবং চোট পেয়ে ছিটকে পড়া পেদ্রির জায়গায় নাচো ফের্নান্দেস, হেসুস নাভাস ও দানি ওলমোকে একাদশে রাখেন লুইস দে লা ফুয়েন্তে। পাঁচে পাঁচ জয়ের তুঙ্গস্পর্শী আত্মবিশ্বাসে মাঠে নামা স্পেন শুরু থেকেই আক্রমণে জোর দেয়। দারুণ ছন্দে থাকা ইয়ামাল পঞ্চম মিনিটে দারুণ এক সুযোগও তৈরি করেন কিন্তু তার ক্রস ছয় গজ বক্সে পেয়েও হেডে উড়িয়ে মারেন ফাবিয়ান রুইস। এরপরই দারুণ এক পাল্টা আক্রমণে স্প্যানিশদের বুকে আঘাত হানে ফরাসিরা। অষ্টম মিনিটে সতীর্থের পাস পেয়ে বক্সে থেকে শট নিতে পারতেন এমবাপে। কিন্তু কোনো উচ্চাভিলাষী প্রচেষ্টায় না গিয়ে দূরের পোস্টে দারুণ এক ক্রস বাড়ান তিনি, আর নিখুঁত হেডে দলকে এগিয়ে নেন কোলো মুয়ানি। আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নেমেই ইউরোয় সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে খেলার ইতিহাস

গড়া ইয়ামালের অসাধারণ নৈপুণ্যে ২১তম মিনিটে সমতায় ফেরে স্পেন। মোরাতার পাস পেয়ে বক্সের অনেকটা বাইরে থেকে, সামনে প্রতিপক্ষের একাধিক খেলোয়াড়ের ওপর দিয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে শট নেন ইয়ামাল। বল সামান্য বাঁক খেয়ে পোস্টে লেগে ঠিকানা খুঁজে পায়। দলকে সমতায় ফেরানোর স্বস্তি দেওয়ার পাশাপাশি আরেকটি রেকর্ড গড়েন ইয়ামাল। এই প্রথম ১৬ বছর বয়সী কোনো খেলোয়াড় ইউরোয় গোল করার কীর্তি গড়লেন, সেটাও সেমিফাইনালের মঞ্চে! চার মিনিট পর আবারও ফ্রান্সের জালে বল। এবারের গোলদাতা পেদ্রির অনুপস্থিতিতে শুরুর একাদশে সুযোগ পাওয়া ওলমো। ডান দিক থেকে হেসুস নাভাসের শট রক্ষণে প্রতিহত হওয়ার পর বক্সেই পেয়ে যান ওলমো ঠাণ্ডা মাথায় জোরাল কোনাকুনি শট নেন লাইপজিগ ফরোয়ার্ড, বল জুল কুন্দের পা ছুঁয়ে জালে জড়ায়। জার্মানির বিপক্ষে কোয়ার্টার-ফাইনালে পেদ্রি চোট পাওয়ার পর তার বদলি নেমে দলকে এগিয়ে নেওয়া গোলটি করেছিলেন ২৬ বছর বয়সী ওলমো। ফাইনালে ওঠার হাতছানিতে জেগে ওঠা ফরাসিরাও সমানতালে উঠতে থাকে পাল্টা আক্রমণে। কিন্তু বিরতির আগে সমতা টানার মতো উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি তারা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অনেক বড় বিপদে পড়তে পারতো ফ্রান্স। উড়ে আসা বলের পেছনে একা ছুটে যান নিকো উইলিয়ামস, ওই সময় পোস্ট ছেড়ে অনেকটা বেরিয়ে এসেছিলেন মাইক মিয়াঁ। দ্রুত ছুটে গিয়ে স্লাইড করে প্রতিপক্ষ থেকে বল কেড়ে নেন ফ্রান্স গোলরক্ষক। ৫৬তম মিনিটে পাল্টা আক্রমণে বাঁ দিক থেকে বক্সে ঢুকে পড়েন এমবাপে। কিন্তু দুরূহ কোণ থেকে প্রতিপক্ষের দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে দিয়ে গোলরক্ষক বরাবর শট নিয়ে হতাশ করেন তিনি। চার মিনিট পর অন্যপাশ দিয়ে আক্রমণে ওঠে তারা এবার দেম্বেলের জোরাল শট এক হাত দিয়ে ঠেকিয়ে দেন উনাই সিমন। সময় গড়ানোর সঙ্গে এমবাপে-দেম্বেলেরা মরিয়া হয়ে উঠতে থাকেন, আর স্প্যানিয়ার্ডদের ধার ক্রমেই কমতে থাকে। ৭৫তম মিনিটে ডি'বক্সে দুই দফায় সুযোগ পেয়েও বিপদমুক্ত করতে পারেনি তারা, উল্টো ফাঁকায় বল পেয়ে যান থিও এরনঁদেজ। কিন্তু উড়িয়ে মেরে দলকে হতাশায় ডোবান এসি মিলান ডিফেন্ডার। দ্বিতীয়ার্ধে পুরো স্পেন দলের মতো ইয়ামালকেও ভুগতে দেখা যায়। ৮২তম মিনিটে তিনি অবশ্য সব অনিশ্চয়তার ইতি টেনে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তার দূর থেকে নেওয়া শট বাইরে দিয়ে যায়। তবে দিনশেষে তিনিই দলের নায়ক সেমিফাইনালের ম্যাচসেরা। ইয়ামালের ওই মিসের একটু পরই ফল বদলে দেওয়ার মোক্ষম সুযোগ পেয়েছিলেন এমবাপে। কিন্তু তার দূর থেকে নেওয়া শট উড়ে যায় আকাশে, শেষ হয়ে গেল ফ্রান্সের পথচলাও। আগামী রবিবার বার্লিনের ফাইনালে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন স্পেন মুখোমুখি হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে বিজয়ীর।

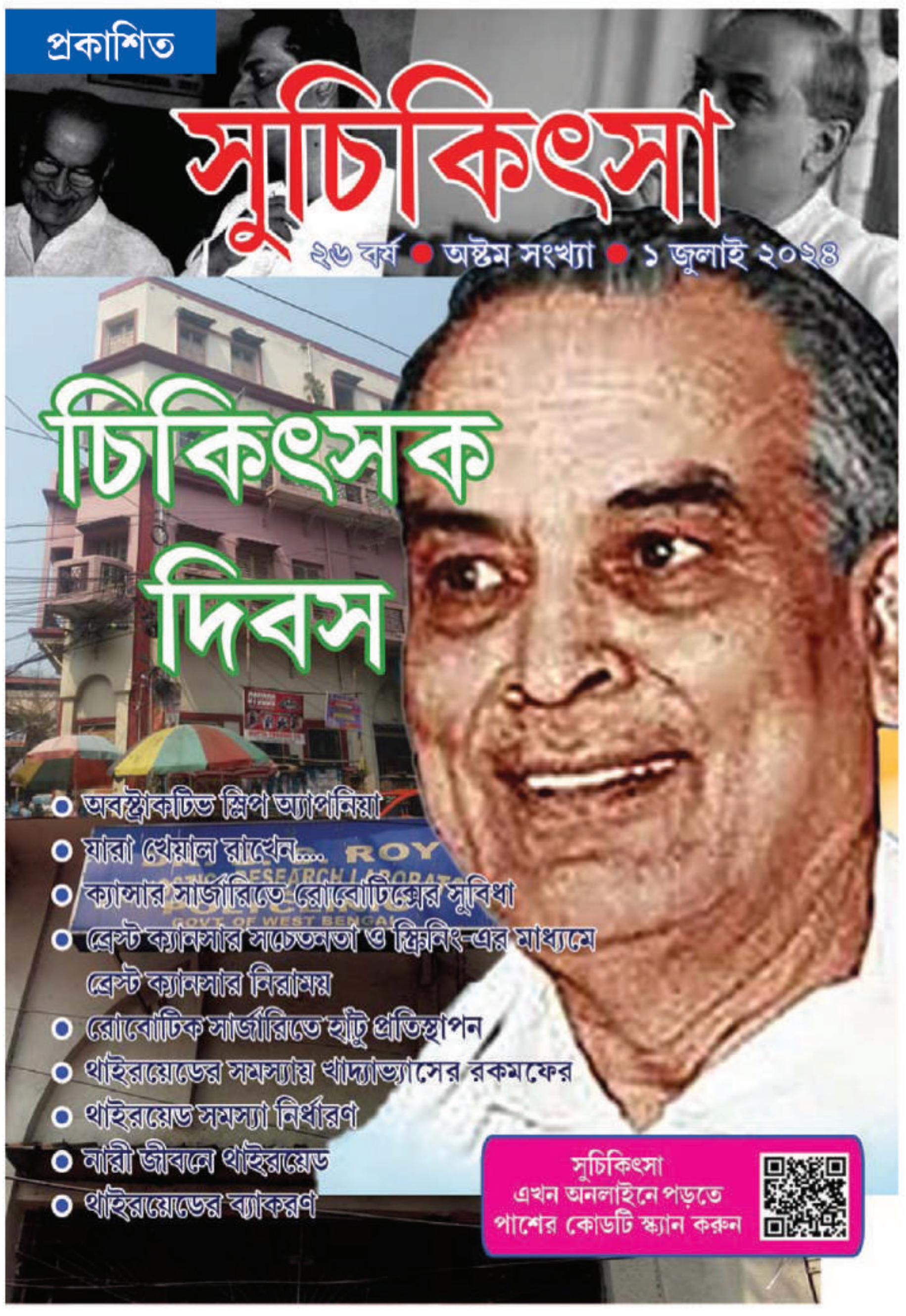

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com